দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ

Manabik Bangladesh

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা বুধবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২২ ॥ ৮ মে ২০২৪ ॥ ২৫ বৈশাখ ১৪৩১ বাংলা ॥ ২৮ শাওয়াল ১৪৪৫ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

থার্ড টার্মিনালের পুরোপুরি ব্যবহার ৬ মাসের মধ্যে : বিমানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী ছয় মাসের মধ্যে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের থার্ড টার্মিনাল পুরোপুরি ব্যবহার করা যাবে বলে জানিয়েছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী মুহাম্মদ ফারুক খান। গতকাল মঙ্গলবার সচিবালয়ে যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র, কমনওয়েলথ ও উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী অ্যানি ম্যারি ট্রেভেলেইনের সঙ্গে বৈঠক শেষে মন্ত্রী একথা বলেন। গত বছরের ৭ অক্টোবর শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের 'সফট ওপেনিং' করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। থার্ড টার্মিনাল কবে নাগাদ সাধারণ মানুষের জন্য খুলে দেওয়া হবে জানতে চাইলে ফারুক বলেন, কিছু দিন আগে জাপানি প্রতিনিধি দল আমার সঙ্গে দেখা করেছে।

রোহিঙ্গাদের জন্য আরও তহবিল সংগ্রহের আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

স্টাফ রিপোর্টার : নতুন অংশীজন খোঁজার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থাকে রোহিঙ্গাদের জন্য আরও তহবিল সংগ্রহের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গতকাল মঙ্গলবার সকালে গণভবনে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) মহাপরিচালক অ্যামি পোপ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি এ আহ্বান জানান। পরে প্রধানমন্ত্রীর স্পিচ রাইটার মো. নজরুল ইসলাম এ বিষয়ে সাংবাদিকদের জানান। আন্তর্জাতিক যে অংশীদাররা রোহিঙ্গাদের সহায়তা দিচ্ছিল তার পরিমাণ অনেকটা কমে গেছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া জাতিগত নিধনের শিকার হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী যাতে তাদের মাতৃভূমি মিয়ানমারে ফিরে যেতে পারে সে জন্য আইওএমকে উদ্যোগ নেওয়ারও আহ্বান জানান শেখ হাসিনা। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) মহাপরিচালক অ্যামি পোপ তার রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শনের কথা উল্লেখ করে ক্যাম্পের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কথা প্রধানমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন। এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সেখানে ক্যাম্পগুলো অত্যাধিক ঘণবসতিপূর্ণ। মিয়ানমারে সংঘাত চলছে, ক্যাম্পগুলোর ভেতরে নানা দল উপদল আছে, গ্রুপিং আছে তাদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত আছে। সে কারণে অনেক সময় তাদের মধ্যে সংর্ঘষ হয়। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের নেওয়া পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সেখানে পর্যাপ্ত সংখ্যক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। কক্সবাজারের পরিবেশের কথা উল্লেখ করে সরকার প্রধান বলেন, কক্সবাজারে এখন স্থানীয় জনগণই সংখ্যালঘু হয়ে গেছে। রোহিঙ্গারাই সংখ্যায় বেশি। সেখানে যে সীমিত সম্পদ

২-এর পাতায় দেখুন

আজ হজ কার্যক্রম উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ বুধবার চলতি বছরের হজ কার্যক্রম উদ্বোধন করবেন। বেলা ১১টায় রাজধানীর আশকোনায় হজক্যাম্পে আনুষ্ঠানিকভাবে হজ কার্যক্রম উদ্বোধন করবেন তিনি। গতকাল মঙ্গলবার হজ অফিসের পরিচালক মুহম্মদ কামরুজ্জামান বলেন, আশকোনা হজ ক্যাম্পে চলতি বছরের হজ কার্যক্রম উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে। অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, ধর্মমন্ত্রী, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র, ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ অন্যান্যরা থাকবেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী হজ কার্যক্রম শুরুর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেবেন। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী হজযাত্রীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন বলেও জানান হজ পরিচালক। চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৬ জুন পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবে। এবার বাংলাদেশ থেকে ৮৫ হাজার ২৫৭ জন হজযাত্রী হজ পালন করবেন। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর বৃহস্পতিবার থেকে হজ ফ্লাইট শুরু হবে। হজ ক্যাম্পের সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ ও হজ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম চলছে বলেও ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে জানা গেছে।

২-এর পাতায় দেখুন

রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের নিকট মঙ্গলবার বঙ্গভবনে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব মো. জাহাঙ্গির আলমের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল 'বীর মুক্তিযোদ্ধা' খচিত স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র হস্তান্তর করেন -পিআইডি

রাষ্ট্রপতির কাছে 'বীর মুক্তিযোদ্ধা' খচিত নতুন 'স্মার্ট এনাইডি' হস্তান্তর ইসি'র

স্টাফ রিপোর্টার : বীর মুক্তিযোদ্ধা খচিত নতুন স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র বিতরণ শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। গতকাল মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনকে এ পরিচয়পত্র হস্তান্তরের মাধ্যমে বিতরণ কার্যক্রম শুরু করে নির্বাচন কমিশন। এ সংক্রান্ত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, এদিন দুপুরে নির্বাচন কমিশনের সচিব মো. জাহাঙ্গীর আলম বঙ্গভবনে বীর মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের 'বীর মুক্তিযোদ্ধা' খচিত জাতীয় পরিচয়পত্রটি তার কাছে হস্তান্তর করেন। পরিচয়পত্র প্রদানকালে নির্বাচন

২-এর পাতায় দেখুন

চাল-শাকসবজি-আম উৎপাদনে বাংলাদেশ নেতৃত্ব দিচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার : চাল, শাকসবজি, আমসহ অনেক ফসল উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে নেতৃত্ব দিচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুস শহীদ। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের অব্যাহত কৃষিবান্ধব নীতির কল্যাণে ২০০৯ সাল থেকে কৃষি উৎপাদন

২-এর পাতায় দেখুন

উপজেলা নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার প্রতিরোধে সর্বাত্মক চেষ্টা চলছে : সিইসি

স্টাফ রিপোর্টার : প্রথম ধাপের উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত আজ। ভোট অবাধ ও নিরপেক্ষ করার জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে জানিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেন, 'ভোটে প্রভাব বিস্তার প্রতিরোধে সর্বাত্মক চেষ্টা করা হচ্ছে। কোনও অনিয়ম যাতে না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।' গতকাল মঙ্গলবার সকালে নির্বাচন ভবনে প্রথম ধাপের উপজেলা ভোট উপলক্ষে সংবাদ ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন। প্রসঙ্গত, বুধবার দেশের ৪৯৫ উপজেলার মধ্যে প্রথম ধাপে ১৪০টি উপজেলায় ভোট হচ্ছে। এরমধ্যে ২২টি উপজেলায় ইভিএমে হবে। সকাল ৮টা থেকে শুরু হয়ে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ভোট চলবে। ভোটে প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে মন্ত্রী-এমপিদের নিবৃত্ত করা হয়েছে, এমনকি প্রভাব বিস্তারের কারণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যবস্থা

মন্ত্রী-এমপিরা প্রভাব বিস্তার করতে চাইলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা

নেওয়া হয়েছে বলেও জানান সিইসি। তিনি বলেন, 'বিশেষ করে নির্বাচনের দিন কেউ যেন ভোটকেন্দ্রে অনুপ্রবেশ করতে না পারে এবং সেখানে যেন অনিয়ম না হয়; সে বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।' সিইসি হাবিবুল আউয়াল বলেন, 'ভোটের দিন আমরা সতর্ক থাকবো, কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরিং করবো। অভিযোগ পেলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' ভোটের সব ধরনের আয়োজন শেষ হয়েছে জানিয়ে সিইসি বলেন, 'এ নির্বাচনের জন্য যা যা করণীয়, সব ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি। যাতে নির্বাচনটা অবাধ, নিরপেক্ষ হয়। আইন শৃঙ্খলা সঠিকভাবে তদারকিতে কেন্দ্রীয়ভাবে নির্বাচন ভবনে পরিস্থিতি মনিটরিং করা হবে।' যাতে নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়, সেই লক্ষ্যে বিভাগ, জেলা পর্যায়ে কমিশন মতবিনিময়ও

২-এর পাতায় দেখুন

ভোটারদের টাকা দেওয়ার সময় উপজেলা চেয়ারম্যান আটক, মুচলেকায় মুক্তি

স্টাফ রিপোর্টার : আসন্ন ৬ষ্ঠ উপজেলা পরিষদের প্রথম ধাপের পাবনার সুজানগর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রচার প্রচারণার শেষদিনে নিয়মবহির্ভূতভাবে টাকা বিতরণের সময় উপজেলা চেয়ারম্যান শাহি-নুজ্জামান শাহীনসহ ১১ জনকে আটক করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব-১২)। পাশাপাশি উপজেলা চেয়ারম্যানের নির্বাচনী কাজে ব্যবহৃত একটি গাড়ি ও ২২ লাখ ৮২ হাজার ৭০০ টাকা জব্দ করা হয়েছে। গত সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে সুজানগরের চর ভবানীপুরের নির্বাচনী এলাকা থেকে তাদের আটক করেন র‍্যাব-১২ পাবনা ক্যাম্পের সদস্যরা। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে শাহীনসহ তার সহযোগীদের। আর ছেড়ে দেওয়ার

২-এর পাতায় দেখুন

প্রথম ধাপে ১৪১ উপজেলায় ভোট গ্রহণ আজ

স্টাফ রিপোর্টার : ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রথম ধাপে ১৪১ উপজেলায় ভোট গ্রহণ আজ বুধবার অনুষ্ঠিত হবে। সকাল ৮টা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয়ে চলবে টানা বিকেল ৪টা পর্যন্ত। উপজেলা নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। এই ধাপে ১৪১ উপজেলার মধ্যে ২২টিতে ইভিএম এবং বাকিগুলোতে ব্যালটে ভোট হবে। এই ধাপে মোট ১ হাজার ৬৩৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন। এরমধ্যে চেয়ারম্যান পদে ৫৭০, ভাইস চেয়ারম্যান ৬২৫ এবং মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৪৪০ জন প্রার্থী রয়েছেন। প্রথম ধাপে চেয়ারম্যান পদে ৮, ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে ১০ করে অর্থাৎ মোট ২৮জন প্রার্থী ইতিমধ্যে বিনা-প্রতিদ্বন্দ্বীতায় বিজয়ী হয়েছেন। হাতিয়া, মুন্সিগঞ্জসদর,বাগেরহাট সদর, পরশুরাম ও শিবচর এই পাঁচটি উপজেলার সব পদের প্রার্থীরা বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বীতায় বিজয়ী হয়েছেন। অর্থাৎ এই পাঁচ উপজেলায় কোনো পদেই ভোটের প্রয়োজন পড়ছে না। এ ছাড়া পার্বত্য জেলা বান্দরবানে তিনটি উপজেলায় নির্বাচন স্থগিত করেছে ইসি। ভোটের পরিবেশ শান্ত রাখতে স্বাভাবিক

২-এর পাতায় দেখুন

কোনো শিশুই অবহেলিত থাকবে না : ডেপুটি স্পিকার

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক টুকু বলেছেন, প্রতিটি শিশুকে উন্নত বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে এবং সব ক্ষেত্রে তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কাজ করে যাচ্ছেন। বর্তমান সরকারের সময়ে কোনো শিশুই অবহেলিত থাকবে না। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে জাতীয় সংসদ ভবনের পার্লামেন্ট মেম্বারস ক্লাবে আয়োজিত 'গৃহকাজে

২-এর পাতায় দেখুন

সব বিভাগে ঝড়-বৃষ্টির আভাস, কমতে পারে তাপপ্রবাহ

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের সব বিভাগেই কম-বেশি ঝড় বৃষ্টির আভাস রয়েছে। ফলে দেশের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া তাপপ্রবাহ প্রশমিত হতে পারে। গতকাল মঙ্গলবার এমন পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। আবহাওয়াবিদ মো. বজলুর রশিদ জানিয়েছেন, পশ্চিমা লঘুচাপের বর্ধিতাংশ পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাংলাদেশের দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চল হয়ে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। বুধবার সকাল পর্যন্ত ঢাকা, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রংপুর বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝোড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে, সেই সাথে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলা বৃষ্টি হতে পারে। গোপালগঞ্জ, যশোর ও চুয়াডাঙ্গা

২-এর পাতায় দেখুন

নৌপরিবহণ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরীর সাথে মঙ্গলবার মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশে সিঙ্গাপুরের হাইকমিশনার ডেরেক লো এর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন -পিআইডি

গাজীপুরে তিন উপজেলায় ১৫৪ ভোট কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ

স্টাফ রিপোর্টার : ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রথম ধাপে আজ বুধবার গাজীপুর সদর, কাপাসিয়া ও কালীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই তিনটি উপজেলায় নিরাপত্তার দিক থেকে পুলিশ কম গুরুত্বপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ ক্যাটাগরিতে ভোট কেন্দ্র চিহ্নিত করেছে। এই তিন উপজেলায় মোট ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা ২৫৮টি। এর মধ্যে ১৫৪টি গুরুত্বপূর্ণ (ঝুঁকিপূর্ণ) ও ১০৪টি কম গুরুত্বপূর্ণ। গাজীপুর জেলা পুলিশের দায়িত্বশীল একটি সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, গাজীপুর সদর উপজেলার চারটি ইউনিয়নে মোট ৪৯টি ভোটকেন্দ্রর মধ্যে ২০টি কেন্দ্রই গুরুত্বপূর্ণ ও ২৯টি কম গুরুত্বপূর্ণ। কাপাসিয়া উপজেলার ১১টি ইউনিয়নে মোট ১১৯টি কেন্দ্রের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ২৭টি, কম গুরুত্বপূর্ণ ৯২টি ভোট কেন্দ্র। কালিগঞ্জ উপজেলায় সাতটি ইউনিয়নে মোট ৯০টি ভোট কেন্দ্রের

২-এর পাতায় দেখুন

আসছে ব্যয় কমানোর বাজেট

স্টাফ রিপোর্টার : আওয়ামী লীগের টানা চতুর্থ মেয়াদের সরকারের প্রথম বাজেট ঘোষণা করা হবে এবার। নতুন অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলীরও এটি প্রথম বাজেট। তাকে সহায়তা করবেন দেশের প্রথম নারী অর্থ প্রতিমন্ত্রী ওয়াসিকা আয়শা খান। জুনের প্রথম বৃহস্পতিবার (৬ জুন) উত্থাপিত হবে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের এই বাজেট। অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, সরকারের এবারের বাজেট হবে ব্যয় সংকোচনমূলক বাজেট। এটি তৈরি হচ্ছে অত্যন্ত সুকৌশলে। প্রতি বছর বাজেটের প্রবৃদ্ধি সংকোচনমূলক ধরেই এবারের হিসাব প্রাক্কলন করা হয়েছে। ফলে বাজেটের আকার এবার খুব বেশি বাড়ছে না। অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, নতুন অর্থবছরের বাজেটের আকার হতে পারে ৭ লাখ ৯৬ হাজার ৯০০ কোটি টাকার কমবেশি। তবে তা ৮ লাখ কোটি অতিক্রম করবে করবে না। এটি বর্তমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরের চলমান

টার্গেট কোন কোন খাত
বৈদেশিক সহায়তা বাড়বে
চার দিনের বৈঠক
সংশোধিত এডিপিতে কাটছাঁট
করের জাল বাড়বে
অগ্রাধিকার পাচ্ছে ১০ খাত

বাজেটের তুলনায় চার দশমিক ৬০ শতাংশ বেশি। টাকার অঙ্কে নতুন অর্থবছরের বাজেট বাড়ছে ৩৫ হাজার ১১৫ কেটি টাকা যা মোট জিডিপির ১৩ শতাংশ। সম্প্রতি মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোর সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকের মাধ্যমে এই আকার নির্ধারণ করা হচ্ছে। যদিও বিষয়টি এখনও চূড়ান্ত হয়নি। টার্গেট কোন কোন খাত এবার রাজস্ব আয় বাড়ানোর বিপরীতে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমানোর লক্ষ্য স্থির করেছে সরকারের আর্থিক মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিল এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা ও সম্পদ কমিটি। এ কমিটি মনে করে, আগামী বাজেটের মূল টার্গেট মূল্যস্ফীতি কমানো। আর এই টার্গেট ফুলফিল করতে মূলত বাজেট তৈরি করা হবে ৫টি পিলারের ওপর দাঁড় করিয়ে। এগুলো হচ্ছে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ব্যাংক ঋণের সুদের হার বাড়ানো হতে পারে, অপ্রয়োজনীয় আমদানি

২-এর পাতায় দেখুন

৬ মাস বন্ধ থাকবে কমলাপুর-টিটি পাড়া সড়কের এক অংশ

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকার প্রথম মেট্রোরেলের (ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট লাইন-৬) মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত অংশের সম্প্রসারণ কাজ চলছে। এ প্রকল্পের অধীনে কমলাপুরে মেট্রোরেল স্টেশন নির্মাণ কাজের সুবিধার্থে কমলাপুর-টিটি পাড়া সড়কের দুই লেনের মধ্যে একটি ছয় মাস বন্ধ থাকবে। গতকাল মঙ্গলবার এ তথ্য জানিয়েছেন ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) ব্যবস্থাপক মাহফুজুর রহমান। তিনি বলেন, যে লেনটি চলমান থাকবে সেটা দিয়ে শুধু টিটি পাড়া থেকে কমলাপুর যাওয়া যাবে। কমলাপুর থেকে টিটি পাড়াগামী যানবাহনগুলোকে বাইপাস সড়ক ব্যবহার করতে হবে। তিনি আরও বলেন, স্টেশনের প্রথমতলার নির্মাণ কাজের সময় এই লেনটি দিয়ে যানবাহন চলাচল ঝুঁকিপূর্ণ হবে। তাই একটি লেন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রথমতলার নির্মাণ কাজ শেষ করতে প্রায় ছয় মাস সময় লাগবে বলে জানান তিনি। প্রসঙ্গত, ২০১২ সালে মেট্রোরেল প্রকল্প হাতে নেওয়া

২-এর পাতায় দেখুন

সাগরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান

দরপত্র মূল্যায়নের সময় বেঁধে দিলো সরকার

স্টাফ রিপোর্টার : সাগরে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানে 'অবশোর বিডিং রাউন্ড ২০২৪' এর দরপত্র মূল্যায়নের সময় বেঁধে দিয়েছে সরকার। সরকারের দেওয়া শর্তানু-যায়ী, আগামী বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালের জুনের মধ্যে বিডিং রাউন্ডের দরপত্র মূল্যায়ন শেষ করতে হবে। জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। জ্বালানি বিভাগ সূত্র বলছে, গত ২৫ এপ্রিল জ্বালানি বিভাগে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকে 'অবশোর বিডিং রাউন্ড ২০২৪' এর দরপত্র মূল্যায়নের জন্য সময় বেঁধে দেওয়া সিদ্ধান্ত হয়। বৈঠকে বলা হয়, ২০২৫ সালের জুনের মধ্যে দরপত্র মূল্যায়ন শেষ করতে হবে। জ্বালানি বিভাগের সূত্র বলছে, 'বিডিং রাউন্ড ২০২৪' এর দরপত্র আহ্বানের পর এখন প্রিবিড বৈঠকের প্রস্তুতি নিচ্ছে পেট্রোবাংলা। অর্থাৎ এখন আগ্রহী কোম্পানিগুলো যেসব তথ্য চাইছেড় সেগুলো সরবরাহ করা হচ্ছে। একইসঙ্গে কোম্পানিগুলোকে আরও বেশি আগ্রহী করে তুলতে প্রি-বিড মিটিং করা হবে। গত ৩০ এপ্রিল জ্বালানি সচিব মো. নুরুল আলমের সই করা এক

চিঠিতেও সময় সীমা বেঁধে দেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এরআগে গত ১০ মার্চ সাগরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে পেট্রোবাংলা দরপত্র আহ্বান করে। বঙ্গোপসাগরের '২৪ ব্লকে' তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য ৫৫টি আন্তর্জাতিক কোম্পানিকে আহ্বান জানিয়েছে তারা। দরপত্র জমা দেওয়ার জন্য ছয় মাস সময় পাবে দরদাতারা। জ্বালানি সচিব নূরুল আলম জানান, 'অফশোর বিডিং রাউন্ড'র দরপত্র মূল্যায়নের সময় আগামী বছর জুন পর্যন্ত বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এর বেশি কিছু বলতে চাননি তিনি। এর আগে সমুদ্রে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে সর্বশেষ দরপত্র ডাকা হয়েছিল ২০১৬ সালে। এরপর ২০১৯ সালে নতুন উৎপাদন অংশীদারত্ব চুক্তি (পিএসসি) করা হলেও দরপত্র ডাকা হয়নি। প্রায় চার বছর পর গত বছরের (২০২৩) জুলাইয়ে নতুন পিএসসি চূড়ান্ত অনুমোদন করে মন্ত্রিসভা। ২০১২ সালে ভারতের সঙ্গে ও ২০১৪ সালে মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তি হয় বাংলাদেশের। এখন গভীর সমুদ্রে ১৫টি ও অগভীর সমুদ্রে ১১টি ব্লক

২-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ

Manabik Bangladesh

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা বুধবার ॥ ৮ মে ২০২৪ ॥ ২৫ বৈশাখ ১৪৩১ বাংলা

২৩ জেলায় নতুন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন

কাজের অগ্রগতি ১৭% এরও কম, সাত জেলায় জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়াও শুরু হয়নি

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের যে ২৩টি জেলায় কোন সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট নেই সেই জেলাসমূহে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের মাধ্যমে টিভিইটি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণ ও দেশ-বিদেশে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ চাকুরির বাজারে চাহিদার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ২০১৮ সালে ২৩টি জেলায় নতুন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন করার কথা থাকলেও জমি অধিগ্রহণের সমস্যা এবং অন্যান্য চ্যালেঞ্জের কারণে উল্লেখযোগ্য বিলম্বের সম্মুখীন হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছে, তিন বছরের মধ্যে হাজার হাজার যোগ্য প্রযুক্তিবিদ তৈরি করার প্রকল্পের প্রাথমিক লক্ষ্যটি এখন অসম্ভাব্য। প্রকল্পটি ২০১৮ সালে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে যার আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ৩,৬৯,১৩০ কোটি টাকা। এই উদ্যোগটিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ কর্মীদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে এবং বেকারত্ব হ্রাস করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে দেখা হয়েছিল। তবে প্রকল্পটি শুরু থেকেই বিলম্বে জর্জরিত। প্রারম্ভিক সময়সীমা শেষ হয়েছে ২০২২ সালের জুনে। কাজ শেষ করার পরবর্তী তারিখ পিছিয়ে ২০২৫ সালের জুনে দেওয়া হয়েছিল। তবে এই সম্প্রসারণ সত্ত্বেও, অগ্রগতি তেমন একটা দেখা যায়নি। ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত, প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি দাঁড়িয়েছে মাত্র ৩২২.৫৫ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের মাত্র ৮.৮৩%। কাজের অগ্রগতি ১৭% এরও কম। ২৩টি পলিটেকনিকের মধ্যে ১৬টির জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে, তবে বেশিরভাগ জমি উন্নয়নের কাজ বাকি রয়েছে। অন্যদিকে, সাত জেলায় জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়াও শুরু হয়নি, এতে প্রকল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সমস্যা এবং অন্যান্য বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কাজ করে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) সম্প্রতি প্রকল্পটির একটি মূল্যায়ন করেছে এবং প্রকল্পের প্রাথমিক বাস্তবায়নের সময় ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জগুলি তুলে ধরে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। জমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া অসমাপ্ত থাকায় নির্মাণ ও ক্রয় কার্যক্রম এখনো শুরু হয়নি। আইএমইডি রিপোর্ট অনুসারে, ৭৮টি পণ্য-সম্পর্কিত প্যাকেজের মধ্যে মাত্র ছয়টি কোটেশন পদ্ধতির মাধ্যমে টেন্ডার করা হয়েছে, ইতোমধ্যে ছয়টি প্যাকেজের জন্য কার্যাদেশ এবং সংগ্রহ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। ৩০১টি নির্মাণ প্যাকেজের মধ্যে মাত্র ১০টি প্যাকেজের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে - নয়টি প্যাকেজ ভূমি উন্নয়ন সংক্রান্ত এবং একটি বাগেরহাট জেলায় প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত।

৭-এর পাতায় দেখুন

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৩তম জন্মবার্ষিকী আজ

স্টাফ রিপোর্টার : বাঙালীর আত্মিক মুক্তি ও সার্বিক স্বনির্ভরতার প্রতীক, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষের নায়ক, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৩তম জন্মবার্ষিকী আজ বুধবার। ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখের এই দিনে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘর আলো করে জন্মগ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর লেখা 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' গান বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। এদেশের মুক্তিযুদ্ধে তার অনেক কবিতা ও গান ছিল সীমাহীন প্রেরণা উৎস্য। রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ সালে গীতাঞ্জলী কাব্যগ্রন্থের জন্য সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। কবির গান-কবিতা এই অঞ্চলের মানুষের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তির ক্ষেত্রে প্রভূত সাহস যোগায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধেই শুধু নয়, আমাদের প্রতিটি সংগ্রামে চিরকালই কবির রচনাসমূহ প্রাণের সঞ্চার করে। নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে নোবেল বিজয়ী এই বাঙ্গালি কবিকে

৭-এর পাতায় দেখুন

ডেঙ্গুতে মাকে হারিয়েছি, আর যেন কেউ মারা না যায়: স্বাস্থ্যমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : ডেঙ্গুতে নিজের মাকে হারানোর কথা জানিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন বলেছেন, ডেঙ্গু নিয়ে আমার চিন্তা আছে। আমি নির্দেশনা দিয়েছি যাতে ডেঙ্গুকালীন কোনোভাবেই স্যালাইন সংকট দেখা না দেয় এবং স্যালাইনের দামও না বাড়ে। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে ২০২৪ সালের ডেঙ্গুর প্রস্তুতি নিয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী এসব কথা বলেন। ডা. সামন্ত লাল সেন বলেন, ডেঙ্গু প্রতিরোধে আমরা অনেক আলোচনা করেছি। হাসপাতালগুলোকে খালি রাখার ব্যবস্থা করার নির্দেশনা দিয়েছি, যাতে সার্জারি বা ভর্তি না করিয়ে চিকিৎসা দেওয়া যায়, এমন

৭-এর পাতায় দেখুন

বিচারকের স্বাক্ষর জাল দুই পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন ৯ জুলাই

স্টাফ রিপোর্টার : বিচারকের স্বাক্ষর জাল করে পরোয়ানা ফেরত পাঠানোর অভিযোগে সিএমএম আদালতে মোটরযান জিআর শাখার এক কর্মকর্তাসহ দুই পুলিশের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী ৯ জুলাই দিন ধার্য করেছেন আদালত। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রশিদুল আলম প্রতিবেদন দাখিলের এ দিন ধার্য করেন। গত বছর ২৫ সেপ্টেম্বর ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত-১০ এর বেঞ্চ সহকারী ইমরান হোসেন বাদী হয়ে কোতয়ালী থানায় এই মামলা করেন। মামলার দুই আসামি হলেন- মোটরযান শাখার ইনচার্জ এসআই ফুয়াদ উদ্দিন এবং কনস্টেবল আবু মুছা। পরদিন ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট

৭-এর পাতায় দেখুন

প্রথম ধাপে উপজেলা নির্বাচনে ৪১৮ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন

স্টাফ রিপোর্টার : ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় প্রথম ধাপে ৪১৮ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিজিবির জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. শরীফুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, আজ বুধবার অনুষ্ঠিতব্য উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রথম ধাপে স্থানীয় বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তায় দায়িত্ব পালন করবে বিজিবি। 'ইন এইড টু দ্য পাওয়ার' এর আওতায় ০৬ মে থেকে ১০ মে পর্যন্ত নির্বাচনী এলাকায় মোবাইল ও স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে তারা মাঠে থাকবে। এদিকে ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রথম ধাপে ভোট উপলক্ষে আজ বুধবার সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে সরকার। গত সোমবার

৭-এর পাতায় দেখুন

২৪ মে হাতিরঝিলে অনুষ্ঠিত হবে ঢাকা উইমেনস ম্যারাথন

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে ৫ম বারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সেনোরা লং-ঢাকা উইমেনস ম্যারাথন-২০২৪। আগামী ২৪ মে ভোরে রাজধানীর হাতিরঝিরে নারীদের এই দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগর-রুনি হলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানায় আয়োজক সংস্থা এভারেস্ট একাডেমি। সংবাদ সম্মেলনে এভারেস্ট একাডেমির চেয়ারম্যান মুসা ইব্রাহিম জানান, ২০১৬ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর এই দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। করোনার কারণে গত কয়েক বছর বন্ধ থাকার পর এ বছর ফের নারীদের এই দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা

৭-এর পাতায় দেখুন

জনগণকে নিরপেক্ষভাবে সেবা দিতে হবে : আইজিপি

স্টাফ রিপোর্টার : মানবাধিকার সমুন্নত রেখে জনগণকে নিরপেক্ষভাবে সেবা দেওয়ার জন্য নবীন পুলিশ কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দিয়েছেন পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন। গতকাল মঙ্গলবার সকালে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের হল অব ইন্টেগ্রিটিতে ৪১তম বিসিএস (পুলিশ) ব্যাচের সহকারী পুলিশ

৭-এর পাতায় দেখুন

বিচারককে হেয় প্রতিপন

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীর হাইকোর্টে ক্ষমা প্রার্থনা

স্টাফ রিপোর্টার : আদালত অবমাননা এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় বিচারকের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও হেয় প্রতিপন্নমূলক বক্তব্য সম্বলিত ভিডিও প্রকাশ করার ঘটনায় হাইকোর্টে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী খুলনার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২ এর স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট জহিরুল ইসলাম পলাশ। গতকাল মঙ্গলবার বিচারপতি জে বি এম হাসান ও বিচারপতি রাজিক আল জলিলের হাইকোর্ট বেঞ্চে হাজির হয়ে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তবে আদালত তাকে ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে অব্যাহতি দেননি। পরবর্তী শুনানির জন্য আগামী ১১ জুন তারিখ ধার্য করেছেন।

আদালতে জহিরুল ইসলামের পক্ষে ছিলেন অ্যাডভোকেট সাঈদ আহমেদ রাজা। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল কাজী মাঈনুল হাসান। আর বিটিআরসির পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার খোন্দকার রেজা-ই রাকিব। গত ৩১ মার্চ খুলনা মেট্রোপলিটন আদালতের বিচারক তরিকুল ইসলামকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় মিথ্যা ও হেয় প্রতিপন্নমূলক ভিডিও প্রকাশ ও আদালতে অশালীন আচরণের ঘটনায় খুলনার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২ এর বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর জহিরুল ইসলাম পলাশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে প্রধান বিচারপতি বরাবর চিঠি

৭-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের কৃষি খাতে পরিবর্তনে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি বৈশ্বিক অংশীদারদের

স্টাফ রিপোর্টার : কৃষি খাতকে ঝুঁকিমুক্ত, স্থিতিশীল, লাভজনক এবং প্রান্তিক কৃষক ও উদ্যোক্তাদের জন্য টেকসই করতে প্রধান বৈশ্বিক অংশীদাররা বাংলাদেশকে সার্বিক সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বিশ্বখ্যাত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়াগেনিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে গত সোমবার নেদারল্যান্ডসে বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক আয়োজিত 'বাংলাদেশের কৃষির ভবিষ্যৎ' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে এ অঙ্গীকার করা হয়। বিশেষ করে বৈশ্বিক কৃষি-প্রযুক্তি সেক্টরগুলো বাংলাদেশে সম্ভাব্য সুযোগগুলো কীভাবে কাজে লাগাতে পারে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। দূতাবাস থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, নেদারল্যান্ডসে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম রিয়াজ হামিদুল্লাহ গোলটেবিল আলোচনা সঞ্চালনা করেন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ২৩০ জনেরও বেশি বিশেষজ্ঞ এবং গবেষক এ আলোচনায় যোগদান করেন। গ্লোবাল ইনস্টিটিউট ফর ফুড সিকিউরিটি (জিআইএফএস), কানাডা যৌথ আয়োজক হিসেবে অংশগ্রহণ করে। শীর্ষস্থানীয় আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের ছয়টি

৭-এর পাতায় দেখুন

অনিশ্চয়তায় বেশির ভাগ হজযাত্রী ভিসা আবেদনের সময় বাড়ছে

স্টাফ রিপোর্টার : চলতি বছরের হজ ফ্লাইট আগামীকাল বৃহস্পতিবার শুরু হচ্ছে। আজ বুধবার হজ কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গতকাল মঙ্গলবার ভিসা আবেদনের শেষ দিন। কিন্তু এখনও বেশির ভাগ হজযাত্রীর ভিসা হয়নি। ভিসা সমস্যায় এখনো সৌদি আরবে বাড়ি ভাড়া করতে পারেনি বেশির ভাগ হজ এজেন্সি। এখন পর্যন্ত আবেদন করতে পারেনি প্রায় ৮০ শতাংশ হজ এজেন্সি। তাই বিপর্যয় এড়াতে ভিসা আবেদনের সময় বাড়ানোর জন্য সৌদি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। সময় আরও বাড়ছে বলে জানিয়েছেন ধর্ম মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা। চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৬ জুন পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবে। ২০২৪ সালের হজে বাংলাদেশ থেকে ৮৫ হাজার ২৫৭ জন হজযাত্রী হজ পালন করবেন।

৯ মে থেকে হজ ফ্লাইট শুরু হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত মাত্র ৩৫ হাজারের মতো হজযাত্রীর ভিসা সম্পন্ন হয়েছে বলে জানা গেছে। এ বিষয়ে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মু. আ. হামিদ জমাদ্দার বলেন, 'ভিসা আবেদনের সময় বাড়বে। আমাদের টেনশন আছে। আমরা কাজ করছি।' এর আগে গত ৪ মে হজ এজেন্সিগুলোকে ভিসা আবেদনের তাগাদা দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিল ধর্ম মন্ত্রণালয়। সেখানে বলেছিল, হজ ভিসা সম্পন্নকরণের প্রথম পর্বের মেয়াদ (২৯ এপ্রিল) শেষ হওয়ার পর ৭ মে পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। বেসরকারি মাধ্যমে এ বছর ৮০ হাজার ৬৯৫ জন হজযাত্রী ২৫৯টি এজেন্সি/লিড এজেন্সির মাধ্যমে পবিত্র হজ পালন করবেন। তবে অধিকাংশ এজেন্সি (২০৪টি) এখন পর্যন্ত হজযাত্রীর জন্য ভিসা প্রসেস শুরুই করেনি; যা হজযাত্রীদের হজে গমনে আশঙ্কার সৃষ্টি করেছে। তাই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হজযাত্রীদের ভিসা সম্পন্ন করতে ওই চিঠিতে এজেন্সিগুলোতে নির্দেশনা দিয়েছিল ধর্ম মন্ত্রণালয়। ভিসা আবেদনে কেন বিলম্ব হচ্ছে- জানতে চাইলে হজ এজেন্সিস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব) মহাসচিব ফারুক আহমদ সরদার বলেন, 'এবার হজ

৭-এর পাতায় দেখুন

আইএমএফের পরামর্শে কর ছাড় প্রত্যাহারে সতর্ক হতে হবে — দেবপ্রিয়

স্টাফ রিপোর্টার : আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) পরামর্শে সুবিধা প্রত্যাহার করা হবে; যে সব প্রণোদনা দেওয়া হয়েছিল সেগুলো এখন কমাতে হবে। দক্ষতা, স্বচ্ছতা, সততা ও জনমানুষের কথা মাথায় রেখে এসব প্রত্যাহার করার পরামর্শ দিয়েছেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, যে সব ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উপকৃত হয়েছে সেগুলো সুরক্ষা দেওয়া উচিত। গতকাল মঙ্গলবার ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) আয়োজিত মোয়াজ্জেম হোসেন স্মারক সভার বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। দেবপ্রিয় বলেন, এবারের সরকারের শক্তি জায়গা

৭-এর পাতায় দেখুন

রাজধানীতে আসতে শুরু করছে রসালো ফল আম ও লিচু। ছবিটি মঙ্গলবার পল্টন থেকে তোলা।

ইলেকট্রনিক মুদ্রায় সেবা গ্রহণকারী গ্রাহকদের সুরক্ষায় নতুন আইন

স্টাফ রিপোর্টার : ইলেকট্রনিক মুদ্রায় লেনদেনে গ্রাহকদের ঝুঁকি কমানো ও সুরক্ষায় শাস্তির বিধান রেখে নতুন আইন হচ্ছে। এই আইনের আওতায় বিকাশ, নগদ, উপায়, ই-ওয়ালেট প্রভৃতি ইলেকট্রনিক মুদ্রায় লেনদেনে গ্রাহক স্বার্থ সুরক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জাতীয় সংসদের চলতি অধিবেশনে অনুমোদনের জন্য এ সংক্রান্ত একটি বিল সংসদে উত্থাপন করা হবে। এই আইনের নামকরণ করা হয়েছে, 'ইলেকট্রনিক মুদ্রায় সেবা প্রদানে পরিশোধ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থা বিল ২০২৪।' অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এই আইনটি প্রণয়ন করেছে। আইনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন বা লাইসেন্স গ্রহণ ছাড়া কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা ব্যাংক-কোম্পানি কোনো পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ, পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনা বা ইলেকট্রনিক মুদ্রায় পরিশোধ সেবা দিতে পারবে না। পরিশোধ সেবা দেওয়ার নিয়মাবলি হতে হবে নৈর্ব্যক্তিক, বৈষম্যহীন ও সঙ্গতিপূর্ণ; গ্রাহকের অধিকারকে বাধাগ্রস্ত করে এমন কোনো বিধান অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। এতে বলা হয়েছে, বিধিবিধান লঙ্ঘন করে কোনো প্রতিষ্ঠান লেনদেন ব্যবসা পরিচালনা করলে বা মিথ্যা তথ্য বা বিবৃতি দিলে প্রস্তাবিত আইনে অনধিক তিন বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৩০ লাখ টাকা জরিমানা কিংবা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। লাইসেন্স বাতিল হওয়ার পর কোনো প্রতিষ্ঠান এ ধরনের ব্যবসা পরিচালনা করলে সেক্ষেত্রে অনধিক পাঁচ বছরের কারাদণ্ড ও অনধিক ৫০ লাখ টাকা জরিমানা কিংবা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়া নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় বাধা দিলে এক লাখ টাকা থেকে অনধিক পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত আর্থিক দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রাখা হয়েছে। বলা হয়েছে, অনুমোদন বা লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত ফরম পূরণ, পদ্ধতি অনুসরণ ও ফি প্রদান সাপেক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংকে আবেদন করতে হবে। আইন কার্যকর হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে লাইসেন্স গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান তাদের যাবতীয় কার্যক্রম আইনের বিধানাবলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করবে এবং ইতোমধ্যেই পরিশোধ সেবা পরিচালনাকারী ব্যাংক-কোম্পানিগুলোকে আইন কার্যকর হওয়ার

৭-এর পাতায় দেখুন

জাতীয় সংসদের চলতি অধিবেশনে অনুমোদনের জন্য এ সংক্রান্ত একটি বিল সংসদে উত্থাপন করা হবে

৫ম বারের মতো প্রেসিডেন্টের শপথ নিলেন পুতিন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েছেন ভ্লাদিমির পুতিন। গতকাল মঙ্গলবার স্থানীয় সময় দুপুর দেড়টার দিকে মস্কোর গ্র্যান্ড ক্রেমলিন প্যালেসের সুসজ্জিত সেইন্ট অ্যান্ড্রিউ হলে শপথ নেন তিনি। গত মার্চে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ৮৭ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী হওয়ার পর মঙ্গলবারের শপথ গ্রহণের মধ্যে দিয়ে টানা পঞ্চমবারের মতো রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট হলেন ৭১ বছর বয়সী এই নেতা। সরকারি-বেসরকারি সব টেলিভিশন চ্যানেল সরাসরি এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান

৭-এর পাতায় দেখুন

ঢাকায় বিএনপির সমাবেশ ১০ মে

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সুচিকিৎসাসহ নিঃশর্ত মুক্তি, দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারসহ সব কারাবন্দি নেতাদের মুক্তির দাবিতে সমাবেশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিএনপি ঢাকা মহানগর দক্ষিণ। আগামী ১০ মে (শুক্রবার) নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সামনে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির দপ্তর সম্পাদক সাইদুর রহমান মিন্টু জানান, বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সুচিকিৎসাসহ নিঃশর্ত মুক্তি, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে মিথ্যা

৭-এর পাতায় দেখুন

পুঁজিবাজারে লেনদেন ছাড়াল ১২০০ কোটি টাকা

স্টাফ রিপোর্টার : সপ্তাহের তৃতীয় কার্যদিবস গতকাল মঙ্গলবার পুঁজিবাজারে সূচকের মিশ্র প্রবণতার মধ্য দিয়ে লেনদেন শেষ হয়েছে। এদিন দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও অপর বাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) লেনদেন বেড়েছে। গতকাল মঙ্গলবার পুঁজিবাজারে লেনদেন ছাড়িয়েছে ১ হাজার ২২৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে ডিএসইতে ১ হাজার ১০৮ কোটি ও সিএসইতে ১১৫ কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে। বাজার বিশ্লেষণে দেখা যায়, এদিন ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স ১ পয়েন্ট কমে ৫ হাজার ৭২৫ পয়েন্টে অবস্থান করছে। অন্য দুই সূচকের মধ্যে শরিয়াহ সূচক ৬ পয়েন্ট এবং ডিএসই-৩০ সূচক ৬ পয়েন্ট কমে যথাক্রমে ১২৫৫ ও ২০৪০ পয়েন্টে অবস্থান করছে। মঙ্গলবার ডিএসইতে এক হাজার ১০৮ কোটি ৩৪ লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের লেনদেন হয়েছে, যা আগের কার্যদিবসের চেয়ে ১৩ কোটি টাকা বেশি। আগের দিন ডিএসইতে এক হাজার ৯৫ কোটি ৬৪ লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের লেনদেন হয়েছিল। এদিন ডিএসইতে ৩৯৪টি কোম্পানির শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটের লেনদেন হয়েছে। এগুলোর মধ্যে দাম বেড়েছে ১৩১টি কোম্পানির, কমেছে ২২২টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ৪১টি কোম্পানির শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটের দর। এদিন লেনদেনের শীর্ষে থাকা ১০টি প্রতিষ্ঠান হলো- বেস্ট হোল্ডিংস, এশিয়াটিক ল্যাবরেটরিজ, গোল্ডেন সন, লাভেলো আইসক্রিম, ওয়াইম্যাক্স, অরিয়ন ইনফিউশন, অরিয়ন ফার্মা, আলিফ ইন্ডাস্ট্রি, মালেক স্পিনিং ও সী পার্ল। অপর শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সার্বিক সূচক সিএএসপিআই মঙ্গলবার ৩৪ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে ১৬ হাজার ৩৯৬ পয়েন্টে। এদিন সিএসইতে হাত

৭-এর পাতায় দেখুন

২০ লাখ টাকা ছিনতাই পাঁচ জনের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন ১০ জুলাই

স্টাফ রিপোর্টার : ব্যবসায়ীর ২০ লাখ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগে করা মামলায় দুই পুলিশ কনস্টেবলসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী ১০ জুলাই দিন ধার্য করেছেন আদালত। গতকাল মঙ্গলবার মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য দিন ধার্য ছিল। তবে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রতিবেদন দাখিল করেননি। এজন্য ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রাজেশ চৌধুরী প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নতুন এদিন ধার্য করেন। এর আগে ২০২৩ সালের ২১ সেপ্টেম্বর দুপুর ২টার দিকে ব্যবসায়ী আবদুল্লাহ আল মামুনের এক কর্মচারী ব্যাগে ২০ লাখ টাকা নিয়ে আইএফআইসি ব্যাংকের পল্টন শাখায় জমা দিতে যান। সেখানে দুই পুলিশ সদস্য 'ওয়ারেন্ট' আছে বলে তাকে ব্যাংকের বাইরে এনে ব্যাগটি নিয়ে নেন। এরপর তাকে একটি মোটরসাইকেলে বসিয়ে মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে নামিয়ে দেন। ব্যবসায়ী মামুন ঘটনাটি পুলিশকে জানালে

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

রাষ্ট্রপতির কাছে 'বীর মুক্তিযোদ্ধা'

কমিশনের সচিব কমিশনের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন। পর্যায়ক্রমে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের এমন নতুন স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি। বীর মুক্তিযোদ্ধা খচিত স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র দেওয়ার উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন বলেন, এটি মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানের অনন্য স্বীকৃতি। তিনি বলেন, জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান জাতি সবসময়ই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনমান উন্নয়ন ও তাদের কল্যাণে সম্মানী ভাতা বৃদ্ধিসহ সরকারের নানা উদ্যোগের কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে এবং যে কোনো প্রয়োজনে সরকার সবসময় তাদের পাশে থাকবে। এ সময় রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিবগণ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

আজ হজ কার্যক্রম উদ্বোধন করবেন

এদিকে ৮ মে প্রধানমন্ত্রীর হজ কার্যক্রম উদ্বোধনের পর ৯ মে থেকে শুরু হচ্ছে হজ ফ্লাইট। কিন্তু এখনো বেশিরভাগ হজযাত্রীর ভিসা হয়নি। আবার আগের বেঁধে দেওয়া সময় অনুযায়ী গতকাল মঙ্গলবারই ছিল ভিসা আবেদনের শেষদিন। তাই বিপর্যয় এড়াতে ভিসা আবেদনের সময় বাড়ানোর জন্য সৌদি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়েছে, সময় আরও বাড়বে বলে জানিয়েছেন ধর্ম মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা। চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৬ জুন পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবে। ২০২৪ সালের হজে বাংলাদেশ থেকে ৮৫ হাজার ২৫৭ জন হজযাত্রী হজ পালন করবেন। ৯ মে থেকে হজ ফ্লাইট শুরু হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত মাত্র ৩৫ হাজারের মতো হজযাত্রীর ভিসা সম্পন্ন হয়েছে বলে জানা গেছে। এ বিষয়ে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মু. আ. হামিদ জমাদ্দার বলেন, ভিসা আবেদনের সময় বাড়বে। আমাদের টেনশন আছে। আমরা কাজ করছি। বিজ্ঞাপন এর আগে গত ৪ মে হজ এজেন্সিগুলোকে ভিসা আবেদনের তাগাদা দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিল ধর্ম মন্ত্রণালয়। সেখানে বলেছিল, হজ ভিসা সম্পন্নকরণের প্রথম পর্বের মেয়াদ (২৯ এপ্রিল) শেষ হওয়ার পর আগামী ৭ মে পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। বেসরকারি মাধ্যমে এ বছর ৮০ হাজার ৬৯৫ জন হজযাত্রী ২৫৯টি এজেন্সি/লিড এজেন্সির মাধ্যমে পবিত্র হজ পালন করবেন। তবে অধিকাংশ এজেন্সি (২০৪টি) এখন পর্যন্ত হজযাত্রীর জন্য ভিসা প্রসেস শুরুই করেনি; যা হজযাত্রীদের হজে গমনে আশঙ্কার সৃষ্টি করেছে। তাই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হজযাত্রীদের ভিসা সম্পন্ন করতে ওই চিঠিতে এজেন্সিগুলোতে নির্দেশনা দিয়েছিল ধর্ম মন্ত্রণালয়। ভিসা আবেদনে কেন বিলম্ব হচ্ছে- জানতে চাইলে হজ এজেন্সিস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব) মহাসচিব ফারুক আহমদ সরদার বলেন, এবার হজ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম করেছে সৌদি আরব। তাই সবকিছু বুঝে কাজ করতে একটু সময় লাগছে। তিনি আরও বলেন, কাজ এখন দ্রুত হচ্ছে। অল্প সময়ের মধ্যে ভিসা হয়ে যাবে। আর সময়ও তো তারা বাড়াবে। তাই আশা করি সমস্যা হবে না। এর আগে জেদ্দার বাংলাদেশ হজ অফিস থেকে এ বিষয়ে আশঙ্কার কথা জানিয়ে ধর্ম মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠানো হয়। ওই চিঠিতে বলা হয়, এ বছর হজ পরিচালনাকারী এজেন্সির সৌদি আরব পর্বের খরচ বাবদ পাঠানো পুরো অর্থ এরই মধ্যে তাদের স্ব-স্ব আইবিএএন-এ পাঠানো নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। হজ ভিসা প্রক্রিয়াকরণের প্রথম পর্বের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় পর ৭ মে পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। ৩০ এপ্রিল থেকে প্রায় ৪৮ ঘণ্টা সময়ব্যাপী ই-হজ সিস্টেমে বাড়িভাড়া চুক্তি সম্পাদন বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। মুচলেকা দেওয়ার পর বিভিন্ন দেশের বাড়িভাড়া চুক্তির জন্য ই-হজ সিস্টেম খুলে দেওয়া হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ৭ মে পরবর্তী সময়ে তাৎক্ষণিকভাবে ভিসা প্রক্রিয়াকরণ বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে। তাই ৭ মের মধ্যে ভিসা প্রক্রিয়াকরণ শেষ করা প্রয়োজন। ভিসা প্রক্রিয়াকরণের অন্যতম বাধ্যতামূলক ক্ষেত্র হচ্ছে মক্কা/মদিনায় বাড়িভাড়া চুক্তি সম্পাদন। বাড়িভাড়ার চুক্তি সম্পাদন সংক্রান্ত অগ্রগতি পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রায় অর্ধেকের বেশি সংখ্যক হজযাত্রীর জন্য অদ্যাবধি মক্কা/মদিনায় বাড়িভাড়া সম্পন্ন হয়নি, যা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। বাড়িভাড়া ই-হজ চুক্তি ছাড়া ভিসা প্রক্রিয়াকরণ সম্ভব নয়। তাই এজেন্সিগুলোর দ্রুততর সময়ের মধ্যে বাড়িভাড়া চুক্তি সম্পাদন ও ভিসা নিশ্চিতে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা চাওয়া হয় ওই চিঠিতে।

রোহিঙ্গাদের জন্য আরও তহবিল

আছে তা নিয়ে অনেক সময় দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হচ্ছে। ভাষাণচরে অধিকতর ভালো আবাসন ব্যবস্থা করা হয়েছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, ভাষাণচরে সব ধরনের সুবিধা সম্বলিত অবকাঠামো তৈরি করেছি। সেখানে রোহিঙ্গাদের চিকিৎসা, বাচ্চাদের শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা আছে। ওখানে আরও মানুষের আবাসনের সুযোগ আছে। সেখানে ১ লাখ মানুষের আবাসনের ব্যবস্থা আছে। ভাষাণচরে আরও রোহিঙ্গা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার সহযোগিতা চান প্রধানমন্ত্রী। প্রবাসী শ্রমিকরা দুই দেশের অর্থনীতি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, তারা যেহেতু দুই দেশেরই অর্থনীতি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে, উভয়েরই দায়িত্ব তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা। প্রবাসী শ্রমিকদের কল্যাণে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণের ব্যবস্থাসহ বাংলাদেশ সরকারের অনেকগুলো কর্মসূচি হাতে নেওয়ার কথা উল্লেখ করেন তিনি। আইওএম মহাপরিচালক অ্যামি পোপ অভিবাসী শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন, ভাষা-সংস্কৃতি শিক্ষা এবং যে দেশে যাবে সেই দেশের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এ প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, তার সরকার বিদেশগামী কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। তাদের দক্ষ করে বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা নিয়েছে। এ লক্ষ্যে সারা দেশে প্রায় ১১২টি টেকনিক্যাল ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সেখানে নানা ধরনের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতিগ্রস্তদের কল্যাণে সরকারের নেওয়া বিভিন্ন কর্মসূচির কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ অন্যতম ক্ষতিগ্রস্ত দেশ। আমাদের নদী ভাঙন, বন্যাসহ বিভিন্ন কারণে মাইগ্রেশন হয়। তবে আমরা আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহহীন ভূমিহীনদের আবাসনের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তিনি বলেন, উপকূল অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় প্রতিরোধী বাড়িঘর, বন্যাপ্রবণ এলাকায় ভাসমান বাড়িঘর করে দেওয়া হচ্ছে। জলবায়ু উদ্বাস্তুদের জন্য খুরুশকুলে বহুতল ভবন নির্মাণ করে প্রায় ৪ হাজার ক্ষতিগ্রস্তকে আবাসন ব্যবস্থা করে দেওয়ার কথাও উল্লেখ করেন শেখ হাসিনা। দারিদ্র্যের সঙ্গে জলবায়ু উদ্বাস্তুদের সম্পর্কের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, যদি আমরা দারিদ্র্য কমাতে পারি তাহলে অভিবাসনের তীব্রতা কমে যাবে। দেশে দারিদ্র্য কমাতে সরকারের নানামুখী উদ্যোগের কথা তুলে ধরে টানা চারবারের প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে গত ১৫ বছরে দারিদ্র্যের হার উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে এনেছি। এখন অতিদারিদ্র্যের হার ৫ দশমিক ৬ শতাংশে নেমে এসেছে। সাক্ষাৎকালে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মো. তোফাজ্জল হোসেন মিয়া এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. রুহুল আমিন।

কোনো শিশুই অবহেলিত থাকবে না

নিয়োজিত শিশুর অধিকার ও সুরক্ষায় সুনির্দিষ্ট আইনের প্রয়োজনীয়তা' শীর্ষক সংলাপে এ সব কথা বলেন তিনি। প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক টুকু বলেন, শিশু সুরক্ষায় আইনের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও শুধু আইনের মাধ্যমে সুরক্ষা দেওয়া কঠিন। গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুর মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নে তাদের গৃহকর্তার সন্তানের মতো বিবেচনা করতে হবে। স্মার্ট বাংলাদেশে গৃহকর্মী নিয়োগে বিধিমালা তৈরি করতে হবে। স্মার্ট বাংলাদেশে প্রতিটি শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষাও বাধ্যতামূলক করতে হবে। এর মাধ্যমে শিশুশ্রমিক নিয়োগ অনেকাংশে কমে যাবে। এরপরও কোনো জায়গায় সংশোধনের প্রয়োজন হলে আইন মন্ত্রণালয় ও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শক্রমে পূর্ণ খসড়া তৈরি করে সরকারের সামনে উপস্থাপন করার আহ্বান জানান তিনি। সরকার দলীয় সংসদ সদস্য মো. রশীদুজ্জামান বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিশুদের সুরক্ষায় বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তার ধারাবাহিকতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিশুবান্ধব আইন-নীতিমালা সংশোধন ও পরিমার্জন করেছেন। এ বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী দেশকে দ্রুত শিশুশ্রম মুক্ত করা সম্ভব হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। সংলাপে মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শিশুবিশেষজ্ঞ শরফুদ্দিন খান। তিনি বলেন, সরকার আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ও শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষর করার মাধ্যমে দেশের সব শিশুর অধিকার সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে। সরকারের ওই সব প্রতিশ্রুতি ও ঘোষিত অঙ্গীকার বাস্তবায়নে শিশুগৃহকর্মীর অধিকার ও সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে একটি যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন ও তার সফল বাস্তবায়ন প্রয়োজন। উন্নয়ন সংস্থা অ্যাকশন ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট (এএসডি)'র নির্বাহী পরিচালক এম এ করিমের সভাপতিত্বে সংলাপে প্রধান অতিথি ছিলেন ডেপুটি স্পিকার মো. শামসুল হক টুকু। আলোচনায় অংশ নেন হবিগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্য আমাতুল কিবরিয়া কেয়া চৌধুরী, খুলনা-৬ আসনের সংসদ সদস্য মো. রশীদুজ্জামান, সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য লায়লা পারভীন সেঁজুতি, রমা চক্রবর্তী ও অনিমা মুক্তি গমেজ, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মীর মোহাম্মদ আলী, শাপলা নীড়ের কান্ট্রি ডিরেক্টর তমকো উচিয়ামা, ইউনিসেফ প্রতিনিধি ফাতেমা খাইরুন্নাহার, স্যান সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান মুকুল, এএসডি'র মো. হামিদুর রহমান প্রমুখ।

আসছে ব্যয় কমানোর বাজেট

নিরুৎসাহিত বা কমানো হতে পারে, অযৌক্তিক ব্যয় কমানোর দিকনির্দেশনা থাকতে পারে, কিছু খাতে অর্থ সরবরাহ কমিয়ে আনা হতে পারে, কমানো হতে পারে বিভিন্ন খাতে ভর্তুকির পরিমাণ। বৈদেশিক সহায়তা বাড়বে এবারের বাজেটে বৈদেশিক সহায়তার পরিমাণ বাড়তে পারে দুই হাজার কোটি টাকা। নতুন অর্থবছরে বৈদেশিক অংশের বরাদ্দ ধরা হচ্ছে ৯৬ হাজার কোটি টাকা, যা চলতি অর্থবছরের ছিল ৯৪ হাজার কোটি টাকা। এই অঙ্ক মূল এডিপির তুলনায় ২ হাজার কোটি টাকা বেশি এবং সংশোধিত এডিপির তুলনায় বেশি ১২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। চার দিনের বৈঠক অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) সূত্র জানায়, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের এডিপিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা সংস্থার বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পের বরাদ্দ নির্ধারণের জন্য চার দিনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর আগে প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের কাছে বরাদ্দের ধারণা চাওয়া হয়। বৈঠকগুলোয় বিস্তারিত আলোচনার পরই প্রকল্পভিত্তিক বরাদ্দের প্রাথমিক খসড়া তৈরি করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় গত ফেব্রুয়ারিতে প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ইআরডির সচিব শাহারিয়ার কাদের সিদ্দিকী। এদিন বৈঠকে বিদ্যুৎ বিভাগসহ ১০ মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কর্মকর্তারা অংশ নেন।

এরপর ২৯ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় দিনের বৈঠকে স্থানীয় সরকার বিভাগসহ ৯টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ অংশ নেয়। ৩ মার্চ অনুষ্ঠিত তৃতীয় দিনের বৈঠকে অংশ নেন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগসহ ১৩টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কর্মকর্তারা। শেষ দিন ৪ মার্চ অংশ নেন ১৮টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কর্মকর্তারা। সংশোধিত এডিপিতে কাটছাঁট

চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে বৈদেশিক সহায়তার বরাদ্দ ধরা হয়েছিল ৯৪ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু গত ১২ মার্চ অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) বৈঠকে অনুমোদন পাওয়া সংশোধিত এডিপিতে প্রায় সাড়ে ৯ হাজার কোটি টাকা কাটছাঁট করে বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয় ৮৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। গত অর্থবছরের এডিপিতে বৈদেশিক অংশের বরাদ্দ ছিল ৯২ হাজার ২০ কোটি টাকা, সংশোধিত এডিপিতে কমিয়ে এনে বরাদ্দ ধরা হয়েছিল ৭৪ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। তবে অর্থবছর শেষে খরচ হয়েছিল আরও কম, অর্থাৎ ৬৭ হাজার ৩৪৪ কোটি টাকা।

একই চিত্র অন্য বছরগুলোতেও। ২০২১-২২ অর্থবছরে মূল এডিপিতে বরাদ্দ ছিল ৮৮ হাজার ২৪ কোটি টাকা, সংশোধিত এডিপিতে কমিয়ে ধরা হয় ৭২ হাজার ৬৭৭ কোটি টাকা। অর্থবছর শেষে খরচ হয়েছিল ৬৭ হাজার ৩৩৯ কোটি টাকা।

২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপিতে বৈদেশিক অংশে বরাদ্দ ছিল ৭০ হাজার ৫০২ কোটি টাকা, কিন্তু সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ কমিয়ে ধরা হয় ৬৩ হাজার ১ কোটি টাকা। শেষ পর্যন্ত খরচ হয়েছিল ৫২ হাজার ৫১৬ কোটি টাকা। একইভাবে ২০১৯-২০ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দ ছিল ৭১ হাজার ৮০০ কোটি, সংশোধিত এডিপিতে কমিয়ে ধরা হয় ৬২ হাজার কোটি টাকা। অর্থবছর শেষে খরচ হয়েছিল ৪৭ হাজার ৪৪ কোটি টাকা।

করের জাল বাড়বে অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, আগামী বাজেটে বড় অঙ্কের রাজস্ব আহরণের জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রামে মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট জাল সম্প্রসারণ করা হবে। বিশেষ করে ইএফডি মেশিন স্থাপনের জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করা হয়েছে। এছাড়া শনাক্ত করা হবে নতুন করদাতাও। নতুন করদাতাদের করজালে আনতে বিআরটিএ, সিটি করপোরেশন, ডিপিডিসির সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করার পরিকল্পনা নিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এছাড়া ২০ লাখ টাকা বা তার ঊর্ধ্বে মূসক পরিশোধে ই-চালান বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। আগে সেটি ৫০ লাখ টাকার ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক ছিল। এছাড়া আয়কর আইন-২০২৩ প্রয়োগের মাধ্যমে রাজস্ব ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বাড়ানো, আদায় বৃদ্ধি ও সেবার মান উন্নয়ন করা করার পরিকল্পনা করছে সরকার। আসন্ন বাজেটে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হচ্ছে পাঁচ লাখ ৩১ হাজার ৯০০ কোটি টাকা। এটি মোট জিডিপির ৯ দশমিক ৪ শতাংশ। আগামী বাজেটে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা বাড়ছে প্রায় ৩২ হাজার কোটি টাকা। এত সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদান ছাড়া) হতে পারে ২ লাখ ৬৫ হাজার কোটি টাকা।

অগ্রাধিকার পাচ্ছে ১০ খাত আসন্ন বাজেটে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে ১০টি খাতকে। এর মধ্যে রয়েছে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, জিডিটাল স্বাস্থ্য ও শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, ফাস্ট ট্র্যাক অবকাঠামো প্রকল্প গুরুত্ব দেওয়া, সবার জন্য খাদ্য, সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়ন, প্রবৃদ্ধি অর্জন, জলবায়ু অভিঘাত মোকাবিলা এবং বৈশ্বিক সংকট মোকাবিলায় পদক্ষেপ গ্রহণ, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধি এবং প্রতিটি গ্রামকে আধুনিকায়নকরণ। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী জানিয়েছেন, বাজেট তৈরির কাজ চলছে। অংশীজনদের সঙ্গে পরামর্শ করা হচ্ছে। বর্তমান সরকার সাধারণ মানুষের সরকার। কাজেই বাজেট হবে জনবান্ধ, এটা নিশ্চিত করে বলা যায়।

জুলাই থেকে স্থায়ী দোকানের

তেল ও ডাল) সাশ্রয়ী মূল্যে কিনতে পারবেন। আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে তা ১ জুলাই থেকে শুরু করব।" মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর বারিধারায় ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) মে মাসের পণ্য বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, "আমরা নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ যাতে পর্যাপ্ত হয় তা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছি। ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) প্রোগ্রামের মাধ্যমে এক কোটি পরিবার কম দামে খাদ্যপণ্য কিনতে পারবে।" তিনি বলেন, "রমজানের সময় ভারতের পেঁয়াজ রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা ছিল। কিন্তু আমরা বিশেষভাবে ভারত থেকে টিসিবির মাধ্যমে পেঁয়াজ আমদানি করেছি। আমাদের লক্ষ্য ছিল, সাধারণ মানুষ যাতে স্বল্পমূল্যে পেঁয়াজ কিনতে পারে। এর ফলে এখনো পেঁয়াজের দাম মানুষের নাগালের মধ্যে রয়েছে।"সব পণ্যের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখাই প্রধান লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী। তিনি বলেন, "আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে, শুধু যোগ্য ব্যক্তিরা টিসিবি থেকে পণ্য পাবেন। প্রয়োজনে কিছুদিন পরপর তালিকা হালনাগাদ করতে হবে। আমরা পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করতে প্রয়োজন অনুযায়ী আমদানি করছি। টিসিবি কার্যক্রমের মাধ্যমে পণ্যের সংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনাও আমাদের রয়েছে।"

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানিতে শুল্ক যৌক্তিক পর্যায়ে আনার বিষয়ে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, "কিছু পণ্য আমদানিতে শুল্ক নেই। আমরা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সঙ্গে কথা বলছি, যেন আগামী বাজেটে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের শুল্ক যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসা যায়।" টিসিবির মাসিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে একটি পারিবারিক কার্ডধারী ব্যক্তি দুই লিটার পর্যন্ত সয়াবিন বা রাইস ব্র্যান অয়েল, পাঁচ কেজি চাল এবং দুই কেজি মসুর ডাল কিনতে পারবেন। প্রতি লিটার সয়াবিন বা রাইস ব্র্যান অয়েলের দাম পড়বে ১০০ টাকা। টিসিবি প্রতি কেজি চাল ৩০ টাকায় এবং মসুর ডাল ৬০ টাকায় বিক্রি করবে। চিনি ও পেঁয়াজ টিসিবির তালিকায় থাকলেও এবার বিক্রি হবে না। মূল্যস্ফীতি কমানোর জন্য পদক্ষেপ কী নিচ্ছেন- এমন প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, "আমরা বাজারে পণ্যের সরবরাহ ঠিক রাখার চেষ্টা করি। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধসহ নানা কারণে সারা পৃথিবীতেই এখন মূল্যস্ফীতি বেড়েছে, দ্রব্যমূল্য বেড়েছে, তেলের দাম বেড়েছে। এই জিনিসটার জন্য আমাদের অন্য মন্ত্রণালয় আছে। আমরা আশা করি আগামী বাজেটে এটার রিফ্লেকশন দেখতে পাবেন। মূল্যস্ফীতি কমানোটা আমাদের মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব না। আমাদের দায়িত্ব বাজারে পণ্য সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখা। আমরা সেটারই চেষ্টা করছি।

মাধ্যমিকের ৩১ বইয়ে ১৪৭ ভুল

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মাধ্যমে বিদ্যালয়ে পাঠানো হবে।

বজ্রাঘাতে পদ্মা সেতুর টোলপ্লাজায়

কিছুক্ষণ বন্ধ থাকায় গাড়ি এসে জমতে থাকে টোলপ্লাজার সামনে। দেড় ঘণ্টার মতো যানজট ছিল। তবে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে টোল আদায় শুরু হলে সড়কের চিত্র স্বাভাবিক হয়।

দরপত্র মূল্যায়নের সময়

আছে। এর মধ্যে ২০১০ সালে গভীর সাগরে ডিএস-১০ ও ডিএস-১১ ব্লকে কাজ করতে আগ্রহ দেখায় কনোকো ফিলিপস। তারা ২ডি জরিপ শেষে গ্যাসের দাম বাড়ানোর দাবি করে। তবে এবার সরকারের তরফ থেকে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে সাগরে বড় ধরনের সাড়া পাওয়ার আশা করা হচ্ছে।

৬ মাস বন্ধ থাকবে কমলাপুর-টিটি

হলেও কাজ শুরু হয় ২০১৬ সালের দিকে। গত জুলাই পর্যন্ত উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত নির্মাণকাজের অগ্রগতি ৮১ দশমিক ৭০ শতাংশ। উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত কাজের অগ্রগতি ৯৩ দশমিক ৮৬ শতাংশ। প্রথমে মেট্রোরেল প্রকল্পের ব্যয় ছিল প্রায় ২২ হাজার কোটি টাকা। পরে কমলাপুর পর্যন্ত মেট্রোরেল সম্প্রসারণসহ আনুষঙ্গিক কাজে প্রকল্পের ব্যয় বেড়ে দাঁড়াবে ৩৩ হাজার ৪৭২ কোটি টাকা। এ প্রকল্পে অর্থায়ন করছে জাপানের আন্তর্জাতিক সহায়তা সংস্থা জাইকা। সর্বশেষ ব্যয় প্রস্তাব অনুযায়ী জাইকা দেবে ১৯ হাজার ৭১৮ কোটি টাকা।

গাজীপুরে তিন উপজেলায় ১৫৪ ভোট

মধ্যে ৪৫টি গুরুত্বপূর্ণ ও কম গুরুত্বপূর্ণ ৪৫টি কেন্দ্র রয়েছে। এসব ভোটকেন্দ্রে র‌্যাব, পুলিশ ও বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য মোতায়েনের পাশাপাশি কড়া নজরদারির মধ্যে রাখা হবে। গাজীপুরের পুলিশ সুপার কাজী শফিকুল আলম বলেন, গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে র‌্যাব, পুলিশ ও আনসার মোতায়েন থাকবে। এছাড়া বিজিবি স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। ভোট কেন্দ্রসমূহে মোবাইল টিম কাজ করবে, থাকবে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট। সার্বিক নিরাপত্তায় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা সার্বক্ষণিক প্রস্তুত থাকবে।

সব বিভাগে ঝড়-বৃষ্টির আভাস

জেলাসমূহের ওপর দিয়ে মৃদু ধরনের তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা প্রশমিত হতে পারে। সারা দেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পরে। বুধবার সকাল থেকে বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝোড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে, সেই সাথে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলা বৃষ্টি হতে পারে। সারা দেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শুক্রবার ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝোড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে, সেই সাথে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলা বৃষ্টি হতে পারে। সারা দেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। বর্ধিত পাঁচ দিনের আবহাওয়ায় বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টিপাতের প্রবণতা অব্যাহত থাকতে পারে।

প্রথম ধাপে ১৪১ উপজেলায়

এলাকায় সাধারণ কেন্দ্রে ১৭জন ও গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে ১৮ বা ১৯ জন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য মোতায়েন থাকবে। এ ছাড়া বিশেষ এলাকায় সাধারণ কেন্দ্রে ১৯জন ও গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে ২০ বা ২১ জন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য মোতায়েন থাকবে। উপজেলার আয়তন, ভোটার সংখ্যা ও ভোটকেন্দ্রের গুরুত্ব বিবেচনায় প্রতি উপজেলায় ২ থেকে ৪ প্লাটুন বিজিবি দায়িত্ব পালন করবেন। উপকূলীয় এলাকার দ্বীপাঞ্চলে কোস্টগার্ড, মোবাইল ও স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। ভোট কেন্দ্রে আনসার ব্যাটালিয়ন মোবাইল/স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে ভোট গ্রহণের আগের দুই দিন, ভোট গ্রহণের দিন ও ভোট গ্রহণের পরের দুইদিন মোট পাঁচ দিন নিয়োজিত থাকবেন। গতকাল মঙ্গলবার রাত ১২টা থেকে আজ বুধবার অর্থাৎ ভোট গ্রহণের দিন রাত ১২টা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় ট্যাক্সিক্যাব, মাইক্রোবাস, পিকআপ, ট্রাক, লঞ্চ, ইঞ্জিন চালিত বোটসহ অন্যান্য যানবাহন চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এছাড়া ইতোমধ্যে মোটর সাইকেল চলাচল বন্ধ রয়েছে। বৃহস্পতিবার মধ্যরাত পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে। ভোট গ্রহণের সাত দিন আগে ও ভোট গ্রহণের পরবর্তী সাত দিন পর্যন্ত লাইসেন্সধারীরা অস্ত্রসহ চলাচল না করতে কিংবা বহন ও প্রদর্শন না করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ থেকে নির্দেশনা জারি করেছে। তফসিল ঘোষণার পর থেকে ভোট গ্রহণের তিন দিন পূর্ব পর্যন্ত আচরণ বিধি প্রতিপালন এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষ ও প্রতিরোধে প্রতি উপজেলায় একজন করে ম্যাজিস্ট্রেট এবং ভোট গ্রহণের তিনদিন পূর্ব থেকে ভোট গ্রহণের পরের দিন পর্যন্ত প্রতি তিন ইউনিয়নের জন্য একজন করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োজিত থাকবে। এছাড়া ভোট গ্রহণের দুইদিন পূর্ব থেকে ভোট গ্রহণের দুইদিন পর পর্যন্ত প্রতি উপজেলায় একজন করে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োজিত থাকবেন। প্রথম ধাপে ১১ হাজার ৫৫৬ কেন্দ্রের ৮১ হাজার ৮০৪ ভোট কক্ষে ৩ কোটি ১৪ লাখ ৬৮ হাজার ১০২ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। এরমধ্যে পুরুষ ১ কোটি ৬০ লাখ ২ হাজার ২২৪, নারী ১ কোটি ৫৪ লাখ ৬৫ হাজার ৬৯০ এবং ১৮৮ জন হিজড়া ভোটার রয়েছেন।

ভোটারদের টাকা দেওয়ার সময়

কারণ হিসেবে র‌্যাব জানিয়েছে, চেয়ারম্যানপ্রার্থী শাহীন নির্বাচনী আচারণ বিধি লঙ্ঘন করেননি। কিন্তু রাতে আটকের পর সংবাদ সম্মেলন করে র?্যাব কমান্ডার এহতেশামুল হক খান জানিয়েছিলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে চেয়ারম্যান প্রার্থী শাহিনুজ্জামান ভোটারদার কাছ থেকে অনৈতিক সুবিধা নিতে টাকা ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন। বিষয়টি জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ও রিটার্নিং কর্মকর্তাকে জানানো হয়েছে। রিটার্নিং কর্মকর্তার নির্দেশনা অনুযায়ী পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শাহীনুজ্জামান শাহীন সুজানগর উপজেলা পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। আটকের পর থেকে থানার সামনে আন্দোলন শুরু করেন শাহীনের সমর্থকরা। তারা শাহীনের মুক্তি দাবি করেন। শাহিনুজ্জামান শাহীন এবারের উপজেলা নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী (আনারস মার্কা)। তিনি সুজানগর উপজেলা পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান। এছাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। র‌্যাবের কোম্পানি কমান্ডার মেজর মো. এহতেশামুল হক খান বলেন, ৮ মে ৬ষ্ঠ উপজেলা পরিষদের প্রথম ধাপের সুজানগর উপজেলা নির্বাচন উপলক্ষে আমাদের নিয়মিত টহল দল সুজানগরের চর ভবানীপুর এলাকায় টহল দিচ্ছিল। এ সময় উপজেলা চেয়ারম্যান প্রার্থী শাহীনুজ্জামান শাহীনকে দুই ব্যাগভর্তি ২২ লাখ ৮২ হাজার ৭০০ টাকা ও ১০ সহযোগীসহ আটক করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, টাকাগুলো ভোটারদের প্রভাবিত করতে বিতরণের জন্য রাখা হয়েছিল। আমরা রিটার্নিং কর্মকর্তাকে জানিয়েছি। তিনি এসে ব্যবস্থা নেবেন। পাবনা জেলা নির্বাচন অফিসার ও নির্বাচনে দায়িত্বপ্রাপ্ত রিটার্নিং কর্মকর্তা মাহবুবুর রহমান জানান, বিষয়টি আমরা জানতে পেরেছি। বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উপজেলা নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার

করা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি জানান, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সদস্য মোতায়েন ও টহলের সুবিধার্থে এ ধাপে ধাপে ভোটের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। নির্বাচনে সবার সহযোগিতা আহ্বান জানিয়ে সিইসি বলেন, 'সংশ্লিষ্টরা নিয়ম-কানুন প্রতিপালন করলে নির্বাচনটা সহজ হবে। তারা যদি বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি করে, তবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করাটা দুরূহ হবে। এবার কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং প্রার্থীসহ সবার সঙ্গে মতবিনিময় করা হয়েছে। নির্বাচনটাকে স্বচ্ছ করার চেষ্টা করছি।' ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ের নানা ধরনের অভিযোগ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া কথা জানিয়ে সিইসি হাবিবুল আউয়াল বলেন, 'অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্ত করে কারও কারও প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছে। নির্বাচন যাতে প্রভাবিত না হয় সেজন্যে ইসির তরফ থেকে সব ধরনের চেষ্টা করে যাচ্ছি।'এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'সংসদ সদস্য, মন্ত্রীদের অনেককে নিবৃত করতে পেরেছি। হয় তো অনেকেই এলাকায় আছেন। সরকারের তরফ থেকে যতদূর দেখেছি, দলীয়ভাবে হোক বা সরকারের পক্ষ থেকে হোক-যাতে নির্বাচনটা অবাধ, নিরপেক্ষ হয়, কেউ যেন প্রভাব বিস্তার না করেন; সে বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্তটা স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।'তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, 'প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন হবে। প্রভাব বিস্তার প্রতিরোধে সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছি। দেখা যাক, কতটুকু হয়। প্রভাব বিস্তারের কারণে কিছু কিছু অ্যাকশন নিয়েছি। বিভিন্ন ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করা হয়, এজন্যে একজনকে ডাকিয়ে এনে বক্তব্য নিয়েছি, প্রার্থিতা বাতিল করেছি।' মাঠ পর্যায়ের পরিস্থিতি প্রতিদিনই সব সময় খোঁজ-খবর নেওয়া হচ্ছে। জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপারদের সঙ্গে কথা হচ্ছে বলেও জানান সিইসি। তিনি বলেন, 'এটা নিশ্চিত করতে হবে নির্বাচনটা যেন অবাধ, নিরপেক্ষ হয়। বিশেষ করে নির্বাচনের দিন কেউ যেন ভোটকেন্দ্রে অনুপ্রবেশ করতে না পারে এবং সেখানে যেন অনিয়ম না হয়-সে বার্তাটি রিটার্নিং কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্টদের দেওয়া হয়েছে।' মন্ত্রী-এমপিদের প্রভাব, আত্মীয় স্বজনের প্রার্থিতা ও আচরণবিধি মানাতে গিয়ে, নানা ধরনের অভিযোগের মধ্যে কোনোভাবে বেকায়দায় নেই বলে দাবি করেন সিইসি। তিনি বলেন, 'বেকায়দায় থাকার তো প্রশ্নই উঠে না। আমরা কোনও বেকায়দায় নেই। এটা একটা ভালো দিকড় রাজনৈতিক সদিচ্ছা যখন বিকশিত হয়েছে স্পষ্ট হয়েছে। সেটা নির্বাচনকে অবাধ নিরপেক্ষ করার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। তারপরও অনেকেই বলে থাকেনড় কোনও সংসদ সদস্য প্রভাব বিস্তার করছেন কিনা, যদি করে থাকেন অভিযোগ পেলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করি। ভোটের দিন আমরা সতর্ক থাকবো, কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরিং করবো।' 'আশা করি, প্রভাব বিস্তারের বিষয়টি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে না', মন্তব্য করেন কাজী হাবিবুল আউয়াল। স্থানীয় নির্বাচনে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও উত্তেজনা বেশি থাকায় কমিশনও সতর্ক রয়েছে বলে জানান তিনি। তিনি বলেন, 'স্থানীয়ভাবে এসব বেশি হয়ে থাকে। এগুলো যেন না হয় সতর্ক থাকি যাতে উত্তেজনা থেকে সংঘর্ষ, সহিংসতা না হয়।' স্থানীয় নির্বাচনে এবার দলীয়ভাবে অংশগ্রহণ না থাকার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে সিইসি জানান, 'এটা কোনোভাবে নিয়ম রক্ষার ভোট নয়। নির্বাচনটা করতে হবে।' তিনি বলেন, 'কে কোন দল করে আমরা জানি না। নির্বাচন আয়োজন করা আমাদের কাজ। কে দাঁড়ালো, কে দাঁড়ালো না, আমাদের কাছে প্রার্থী। আমরা দেখছি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে। কেউ এলো কি, কেউ এলো না-তা নয়। প্রতিটি উপজেলায় অন্তত চার জন করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখতে যাচ্ছি না, প্রার্থীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে। অবাধ হচ্ছে কিনা তা দেখবো।' এসময় নির্বাচন কমিশন সচিব মো. জাহাংগীর আলম, অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ, ফরহাদ আহাম্মদ খান ও জনসংযোগ পরিচালক শরিফুল আলমসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। প্রথম ধাপে ১৫২টি উপজেলার তফসিল ঘোষণার পর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা, স্থগিত ও ধাপ পরিবর্তনের কারণে কিছু বাদ দেওয়ার পর বুধবার ১৪০টি উপজেলায় হবে। সাধারণ প্রতিটি কেন্দ্রে ১৭ জন করে এবং গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে ১৮ জন আর পার্বত্য এলাকায় সাধারণ কেন্দ্রে ১৯ জন এবং গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে অন্তত ২১ জন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সদস্য নিয়োজিত থাকবে।

চাল-শাকসবজি-আম উৎপাদনে

ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ প্রধান খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ধরে রাখতে পেরেছে এবং কিছু শাকসবজি, ফলমূল এবং মাছ উৎপাদনে বিশ্বে শীর্ষস্থানে উঠে এসেছে ও নেতৃত্ব দিচ্ছে। কৃষি খাতে বিশাল ভর্তুকি প্রদান, গবেষণার মাধ্যমে কৃষিতে উদ্ভাবন, আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ এবং যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে এই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার কৃষি মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সোমবার সন্ধ্যায় নেদারল্যান্ডসের ওয়াগেনিংয়েন বিশ্ববিদ্যালয় ও রিসার্চে 'বাংলাদেশের কৃষির রূপান্তর ও ভবিষ্যৎ সহযোগিতা' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন। কৃষিমন্ত্রী বলেন, কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও টেকসই সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলা এখন আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পর্যাপ্ত সংরক্ষণাগারের অভাব ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বা ভ্যালু চেইন ব্যবস্থা শক্তিশালী না হওয়ায় ফসল তোলার পর অনেক অপচয় হচ্ছে। এতে কৃষকেরা অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

তিনি বলেন, নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে কৃষি খাত আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। বাংলাদেশের কৃষিকে রূপান্তরের মাধ্যমে টেকসই ও লাভজনক করতে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এক্ষেত্রে নেদারল্যান্ডসের কিছু যুগান্তকারী প্রযুক্তি, উদ্ভাবন ও গবেষণা বাংলাদেশে প্রবর্তন করা হবে। কৃষি মন্ত্রণালয় এবং নেদারল্যান্ডসের বাংলাদেশ দূতাবাস কৃষি উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বৈশ্বিক অংশীজন ও কৃষি ব্যবসায়ীদের নিকট বাংলাদেশের কৃষি খাতের সম্ভাবনা ও বিনিয়োগের সুযোগ তুলে ধরতে এ গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করে। ওয়াগেনিংয়েন বিশ্ববিদ্যালয় এবং কানাডার সাস্কাচুয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্লোবাল ইনস্টিটিউট ফর ফুড সিকিউরিটি এ অনুষ্ঠান আয়োজনে সহযোগিতা করেছে।

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা, কৃষি বিশেষজ্ঞ, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ও বেসরকারি খাতের দুই শতাধিক প্রতিনিধি এ আলোচনায় অংশ নেন। আলোচনা সভায় বাংলাদেশের কৃষি খাতকে ঝুঁকিমুক্ত, টেকসই, লাভজনক এবং প্রান্তিক কৃষক ও উদ্যোক্তাদের জন্য টেকসই করতে সার্বিক সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রধান বৈশ্বিক অংশীদাররা।

নেদারল্যান্ডসে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম. রিয়াজ হামিদুল্লাহ গোলটেবিল আলোচনাটি সঞ্চালনা করেন। কৃষিসচিব ওয়াহিদা আক্তার, ওয়াগেনিংয়েন বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাহী বোর্ডের সদস্য রেন্স বোচওয়াল্ড, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, কানাডার সাস্কাচুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট বালজিত সিং, কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব ড. মোঃ মাহমুদুর রহমান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

ছেলের পক্ষে কাজ করা থেকে বিরত থাকতে শাজাহান খানকে চিঠি

স্টাফ রিপোর্টার : মাদারীপুর সদর উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে আজ বুধবার। এদিকে নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী ছেলের পক্ষে কাজ করা থেকে বিরত থাকতে সংসদ সদস্য শাজাহান খানকে চিঠি দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। গত সোমবার রাতে চিঠি দেওয়ার বিষয়টি জানাজানি হয়। এর আগে গত রোববার বিকেলে চিঠিটি শাজাহান খানের মাদারীপুর বাসভবনে পৌঁছে দেওয়া হয়। জানা গেছে, উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে প্রথমবারের মতো অংশ নিচ্ছেন শাজাহান খানের বড় ছেলে আসিবুর রহমান আসিব খান। তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী শাজাহান খানের চাচাতো ভাই ও জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান পাভেলুর রহমান শফিক খান। চাচা-ভাতিজার এ লড়াইয়ে উভয়ই পরস্পরের বিরুদ্ধে করছেন বিস্তর অভিযোগ। এদিকে নির্বাচনে এলাকায় থেকে কোনো সংসদ সদস্য প্রচার-প্রচারণায় অংশ নিতে পারবেন না এমন নীতিমালা থাকলেও তা অমান্য করে ছেলের পক্ষে প্রচারণায় কাজ করার অভিযোগ ওঠে শাজাহান খানের বিরুদ্ধে। এ নিয়ে শাজাহান খানের চাচাতো ভাই রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে একাধিকবার লিখিত অভিযোগও দেন। অভিযোগে বলা হয়, সদর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে গিয়ে শাজাহান খান ছেলের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা চালাচ্ছেন ও বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন। গোপনেও ইউনিয়ন পর্যায়ে একাধিক নেতার সঙ্গে বৈঠক করেছেন। এছাড়া শফিক খান সংবাদ সম্মেলন করেও সাংবাদিকদের এ অভিযোগ জানান। চেয়ারম্যান প্রার্থী পাভেলুর রহমান শফিক খান বলেন, নির্বাচন কমিশনে ১৫টিরও বেশি চিঠি দেওয়া হয়েছে। যেখানে ২২টি অভিযোগ করা হয়েছে। একটিরও কোনো ব্যবস্থা নেননি রিটার্নিং কর্মকর্তা। নির্বাচন কমিশনের এমন চুপ থাকাটা প্রশ্নবিদ্ধ। শাজাহান খানের লাঠিয়াল বাহিনী দিয়ে নির্বাচনের দিন ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করা হবে বলে বিভিন্ন মাধ্যমে জানা গেছে। এতে সুষ্ঠু ভোট হওয়া নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছে। অভিযোগ অস্বীকার করে পাল্টা অভিযোগ করে আসিবুর রহমান আসিব খান বলেন, নির্বাচনের দিন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য নানা কিছু করে যাচ্ছেন শফিক খান। বিভিন্ন মানুষের মাঝে টাকা ছড়াচ্ছেন, বহিরাগতদের দিয়ে ভোটারদের ভয়ভীতি দেখাচ্ছেন, এর কারণ তিনি বিজয়ী হতে পারবেন না, এটা জেনে গেছেন। এদিকে অভিযোগ অস্বীকার করে শাজাহান খান বলেন, মাদারীপুরে যখন থাকি, তখন স্থানীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে এলাকার উন্নয়ন নিয়ে কথাবার্তা বলি। এর বাইরে অন্য কিছু না। যারা অভিযোগ দিচ্ছে, তারা ব্যক্তি স্বার্থ হাসিলের জন্য এ কাজ করছে। সদর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা আহম্মেদ আলী বলেন, শফিক খানের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে শাজাহান খানকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি নির্বাচনী কোনো কার্যক্রমে অংশ না নিতেও বলা হয়েছে।

বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে তরুণীকে গণধর্ষণ, গ্রেপ্তার ২

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামে এক তরুণীকে গণধর্ষণের ঘটনায় সাগর (১৯) এবং আক্তার (৩০) নামে দুই আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রোববার ও গত সোমবার রাতে তাদের গ্রেপ্তার করে নগরীর ডবলমুরিং থানা পুলিশ। পুলিশ এরইমধ্যে দুই আসামিকে আদালতে পাঠিয়েছে। সিএমপির অতিরিক্ত উপ-কমিশনার (জনসংযোগ) কাজী মো. তারেক আজিজ বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, গত ৩ মে সন্ধ্যায় গ্রেপ্তার সাগর ডবলমুরিং এলাকা থেকে সাগর পাড়ে ঘুরতে যাওয়ার কথা বলে এক তরুণীকে নিয়ে পরিচিত সিএনজি অটোরিকশা চালক আরেক আসামি আক্তারের গাড়িতে উঠেন। ওইদিন সন্ধ্যা ৭টার দিকে সাগর চলন্ত গাড়িতে তরুণীকে ধর্ষণ করে। এরপর নির্জন স্থানে গাড়ি থামিয়ে ভয়ভীতি দেখিয়ে তরুনীকে ধর্ষণ করে চালক আক্তার। ১১টার দিকে ভিকটিমকে ডবলমুরিং এলাকায় নামিয়ে দেওয়া হয়। কাজী মোঃ. তারেক আজিজ আরও বলেন, ঘটনাটির বিষয়ে অভিযোগ পাওয়ার পরই পুলিশ অভিযানে নামে। রোববার রাতে আসামি সাগরকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরবর্তীতে পুলিশি অভিযানের টের পেয়ে ভোলায় পালিয়ে যাওয়ার সময় গত সোমবার রাতে হালিশহর বড়পোল বাসস্ট্যান্ড থেকে আসামি সিএনজি চালক আক্তারকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সাজেকে দুর্বৃত্তের গুলিতে আহত শিশুর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেকে গত ১২ ফেব্রুয়ারি দুর্বৃত্তের গুলিতে আহত রোমিও ত্রিপুরা নামে একটি শিশু চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে। গতকাল মঙ্গলবার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন শিশুটির বাবা ফবেন ত্রিপুরা। শিশুটির বাবা বলেন, গত সোমবার চট্টগ্রাম মেডিকেলে তার ছেলের শরীর বেশি খারাপ হলে রাত ১১টার দিকে তাকে আইসিইউতে নেওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসক। কিন্তু চট্টগ্রামে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে কোনো সিট খালি না থাকায় তাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে ডেন্টাল হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক লাইফ সাপোর্ট লাগবে বলে জানান। কিন্তু ডেন্টাল হাসপাতালে লাইফ সাপোর্ট না থাকায় সেখান থেকে এশিয়ান হাসপাতালে নেওয়ার পথে অ্যাম্বুলেন্সে সে মারা যায়। বাঘাইছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শিরীন আক্তার শিশুটির মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং তার পরিবারের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন। গত ১২ ফেব্রুয়ারি সাজেকের দুর্গম গঙ্গাছড়ায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে পাহাড়ি আঞ্চলিক সশস্ত্র দুই দল পাল্টাপাল্টি গুলি ছোড়ে। এসময় রোমিও ত্রিপুরা গুলিবিদ্ধ হয়। পরে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় তাকে উদ্ধার করে প্রথমে সাজেক অস্থায়ী হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়। এরপর রাতেই চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয় তাকে।

ব্যালটে ভুল প্রতীক, কসবা উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা বদলি

স্টাফ রিপোর্টার : ব্রাক্ষণবাড়িয়ায় কসবা উপজেলার কুটি ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচনে ব্যালট পেপারে ভুল প্রতীক থাকায় উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা অমিত কুমার দাশকে বদলি করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনের সহকারী সচিব শহিদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত চিঠিতে এ তথ্য নিশ্চিত হওয়া গেছে। ওই চিঠিতে ০৯ মে'র মধ্যে অমিত কুমারকে কর্মস্থল থেকে অবমুক্ত হতে বলা হয়। চিঠিতে অমিত কুমার দাশকে মুন্সীগঞ্জ সদরে বদলির কথা উল্লেখ করা আছে। মুন্সীগঞ্জ সদরের মো. মনিরুল ইসলামকে কসবায় পদায়ন করা হয়েছে। তবে চিঠিতে বদলির কারণ সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। দুপুরের দিকে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. সাদেকুল ইসলাম বদলির চিঠির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। জানা যায়, ২৮ এপ্রিল কসবা উপজেলার কুটি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে নয়জন, সংরক্ষিত মহিলা সদস্য পদে ১৩ জন ও সাধারণ সদস্য পদে ৩৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। সকাল ৮টা থেকে ১১টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। দুপুরের দিকে চেয়ারম্যান প্রার্থী ইউসুফ আহমেদ দেখতে পারেন ব্যালট পেপারে তার প্রতীক অটোরিকশার বদলে প্যাডেল চালিত তিন চাকার রিকশা প্রতীক দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে তার ভোটাররা বিব্রত হচ্ছিলেন। দুপুর ১টার দিকে তিনি নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তা বরাবর এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ জানান। অভিযোগের বিষয়টি রিটার্নিং কর্মকর্তা নির্বাচন কমিশনকে অবহিত করলে সেখান থেকে চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন স্থগিতের সিদ্ধান্ত জানানো হয়।

রাজশাহীতে ট্রেনে কাটা পড়ে যুবকের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : ট্রেনে কাটা পড়ে রাজশাহীতে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মহানগরীর ডিঙ্গাডোবা এলাকার মোজাম্মেলের মোড়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে। পরে খবর পেয়ে রেলওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে। এরপর সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি শেষে লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়। নিহত ওই যুবকের নাম মো. ভুট্টু (৩০)। তিনি মহানগরীর রাজপাড়া থানার আলীগঞ্জ জামালের মোড়ের মো. মন্টুর ছেলে। রাজশাহী রেলওয়ে পুলিশের (জিআরপি) এসআই মেহেদি হাসান জানান, গতকাল মঙ্গলবার সকালে চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে ঢাকাগামী ঢাকা মেইল ট্রেনটি মোজাম্মেলের মোড়ে পৌঁছালে এই দুর্ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা পুলিশকে জানিয়েছেন, নিহত যুবক ভুট্টু নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন।

কারওয়ান বাজার মোড়ে প্রাইভেটকারে আগুন

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর কারওয়ান বাজার মোড়ে সামনে একটি প্রাইভেট কারে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল মঙ্গলবার সাড়ে ১২ টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেন সোনারগাঁও ট্রাফিক পুলিশ বক্সে কর্মরত সার্জেন্ট মো: আশিকুর রহমান। তিনি জানান, কারওয়ান বাজার সোনারগাঁও হোটেল সংলগ্ন ট্রাফিক বক্সে ডিউটিরত অবস্থায় দেখতে পাই হঠাৎ করে একটি প্রাইভেট কারে আগুন লেগেছে।

ডেঙ্গুতে মাকে হারিয়েছি, আর যেন

রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি না করে যাদের প্রয়োজন তাদের ভর্তি করা হয়। এসময় তিনি ডেঙ্গুতে নিজের মায়ের মৃত্যুর কথা স্মরণ করে বলেন, ডেঙ্গুতে আমার মাকে হারিয়েছি। আর কারো মাকে যেন হারাতে না হয়। তিনি বলেন, সব রোগের ক্ষেত্রেই সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে রোগটি কারো হওয়ার আগেই প্রতিরোধ করা। মানুষের ডেঙ্গু না হয় সেই ব্যবস্থা নিতে হবে। মশা নির্মূলে সবাই একসঙ্গে কাজ করবে। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় ও সিটি করপোরেশন এবং যে ঘরে মানুষ থাকে সেখানকার সবাইকেই সচেতন থাকতে হবে। এছাড়া আমাদের ফগিং বিষয়ে কিছু ভুল ধারণা আছে। এ বিষয়ে আলোচনা করব। এ নিয়ে সিটি করপোরেশনের সঙ্গেও ওপেনলি আলোচনা করব।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৩তম

স্মরণ করবে তার অগণিত ভক্ত। শুধু দুই বাংলার বাঙালীই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাংলা ভাষাভাষীরা কবির জন্মবার্ষিকীর দিবসটি পালন করবে হৃদয় উৎসারিত আবেগ ও পরম শ্রদ্ধায়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সরকারের পক্ষ থেকে জাতীয় পর্যায়ে বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এবার রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠান হবে রবীন্দ্র স্মৃতি বিজড়িত নওগাঁর পতিসরে, কুষ্টিয়ার শিলাইদহ, সিরাজগঞ্জের শাহ্জাদপুর, এবং খুলনার দক্ষিণডিহি ও পিঠাভোগে স্থানীয় প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় যথাযোগ্য মর্যাদায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী উদ্যাপন করা হবে। এ উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রমেলা, রবীন্দ্রবিষয়ক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। জন্মবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কবির চিত্রশিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। বাংলা একাডেমিও আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সরকারের পক্ষ থেকে জাতীয় পর্যায়ে বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এবার রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠান হবে রবীন্দ্র স্মৃতি বিজড়িত নওগাঁর পতিসরে, কুষ্টিয়ার শিলাইদহ, সিরাজগঞ্জের শাহ্জাদপুর, এবং খুলনার দক্ষিণডিহি ও পিঠাভোগে স্থানীয় প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় যথাযোগ্য মর্যাদায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী উদ্যাপন করা হবে। এ উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রমেলা, রবীন্দ্রবিষয়ক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। জন্মবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কবির চিত্রশিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। বাংলা একাডেমিও আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে। নওগাঁ জেলার আত্রাই উপজেলায় কবির নিজস্ব জমিদারি কালিগ্রাম পরগণার কাচারী বাড়ি পতিসরে আয়োজন করা হয়েছে দিনব্যাপী রবীন্দ্র জন্মোৎসব। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় নওগাঁ জেলা প্রশাসন এ উপলক্ষে নানা কর্মসূচির আয়োজন করেছে। বুধবার বিকেল ৩টায় রবীন্দ্র কাচারি বাড়ি পতিসর দেবেন্দ্র মঞ্চে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়ের প্রতিমন্ত্রী মো: শহীদুজ্জামান সরকার এমপি। আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন নওগাঁ-৬ (রানীনগর- আত্রাই) আসনের এমপি এ্যাডভোকেট মো: ওমর ফারুক, নওগাঁ-৫ (সদর) আসনের এমপি ব্যারিস্টার নিজাম উদ্দিন জলিল জন, নওগাঁ-৩ (মহাদেবপুর-বদলগাছি) আসনের এমপি সৌরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, নওগাঁ -৪ (মান্দা) আসনের এমপি এস, এম, ব্রহানী সুলতান মামুদ,নওগাঁ জেলার পুলিশ সুপার মুহাম্মদ রাশিদুল হক এবং জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক এমপি মো: আব্দুল মালেক। আলোচনা সভায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাজশাহী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ড. মো: আশরাফুল ইসলাম, নওগাঁ সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রফেসর শরীফুল ইসলাম খান, নওগাঁ সরকারি কলেজের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক প্রফেসর এস এম মোজাফফর হোসেন এবং নওগাঁ সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শামসুল আলম। পরে নওগাঁ জেলা শিল্পকলা একাডেমি আত্রাই উপজেলা শিল্পকলা একাডেমি এবং রানীনগর উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির শিল্পী কলা কুশলীদের সমন্বয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হবে। এদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে উদযাপিত হতে যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৩-তম জন্মজয়ন্তী উৎসব। তবে এবার কুষ্টিয়ার দু'টি উপজেলা নির্বাচন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে জন্ম বার্ষিকী একই দিনে হওয়ায় জন সমাগম একটু বিঘ্নিত হতে পারে। যদিও ভোটের দিকে সাধারণ জনগণের তেমন আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। তার পরেও ভোট বলে কথা। পড়ন্ত বৈশাখের বর্ণিল এই উৎসবকে সামনে রেখে কুঠিবাড়িতে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। একদিকে বাঁশ, কাঠ ও ত্রিপল দিয়ে চলছে মঞ্চ তৈরি। অন্যদিকে রং তুলির শেষ আঁচড়ে কুঠিবাড়িকে ঝকঝকে তকতকে করতে ফুরসত নেই শিল্পীদের। জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বসবে দুইদিন ব্যাপী গ্রামীণ মেলা। রংবে রঙের বাহারি পণ্য দিয়ে দোকান সাজাতে ব্যস্ত সময় পার করছে তাই দোকানিরা। আয়োজনের কোথাও রাখছেন না কোন ত্রুটি। জন্মজয়ন্তী উদ্?যাপনের প্রস্তুতির সকল কর্মকাণ্ড তদারকি করেছেন কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসন। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সব ধরনের প্রস্তুতি চলমান রেখেছে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা। এ বছর ১৬৩তম জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন কুষ্টিয়া-৩ আসনের সাংসদ ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব-উল আলম হানিফ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত থাকবেন কুষ্টিয়া -৪ আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রউফ। এছাড়াও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করবেন দেশ ও দেশের বাইরে থেকে আসা ৫৯ টি রবীন্দ্র সংগীতের দল। উল্লেখ্য, বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দাদা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৮০৭ সালে এই অঞ্চলে জমিদারি পান। কবিগুরু ১৯০১ সাল পর্যন্ত শিলাইদহে জমিদারি পরিচালনা করেন। পদ্মা পাড়ের নয়নাভিরাম সৌন্দর্যে মুগ্ধ কবি একে একে রচনা করেন সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালীসহ বিখ্যাত সব কাব্য গ্রন্থ। কুঠিবাড়ির এই কুঠিরে বসেই করেন গীতাঞ্জলি কাব্যের অনুবাদ। যে কাব্য দিয়েই ১৯১৩ সালে সাহিত্যে প্রথম নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন ভানুসিংহ ছদ্ম নামের রবীন্দ্রনাথ। অসংখ্য গান, কবিতা, চিঠি, চিত্রকর্ম ও সাহিত্য শিলাইদহকে করেছে রবীন্দ্রসাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য। এবছর কুঠি-বাড়ি চত্বরে স্থায়ীভাবে নির্মিত মঞ্চে কবিগুরুর গান, কবিতাও শিল্প-সাহিত্যের আলোচনায় মুগ্ধতা ছড়াবেন সাহিত্য সমালোচক ও দেশবিদেশের বরেণ্য রবীন্দ্র শিল্পীবৃন্দ। রবীন্দ্র সাহিত্য ও সুরের মূর্ছনায় সাহিত্য ও ব্যক্তি জীবনের অনুপ্রেরণা পাবেন এমন ধারণা ভক্ত অনুরাগীদের। সাংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় ও কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের আয়োজনে উদযাপিত হচ্ছে এবারের রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী। আয়োজনকে সফল করতে প্রত্যন্ত বিভাগও নিয়েছে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ। শিলাইদহ রবীন্দ্র কুঠিবাড়ির কাস্টোডিয়ান হিসেবে কর্মরত আছেন আল-আমিন হুসাইন। তিনি জানান, বিশ্ব কবির ১৬৩তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় এবং জেলা প্রশাসন কুষ্টিয়ার উদ্যোগে কুঠিবাড়িতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই উৎসব। অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে শিলাইদহ কুঠিবাড়ির পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাসহ সকল কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সকল কাজ শেষ হবে বলে আশা করছি। কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহা. আকিবুল ইসলাম ইসলাম আকিব জানান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আইনশৃঙ্খলার বাহিনীর তরফ থেকে সকল প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে আমাদের একটা মিটিং হয়েছে। অনুষ্ঠান এলাকায় কয়েক স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অতিথি ও দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা সর্বোচ্চ ভূমিকা রাখবো বলে আশা করছি। কবি গুরুর জন্মজয়ন্তী উদ্?যাপন বিষয়ে কুমারখালী উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম মিকাইল ইসলাম বলেন, রবীন্দ্র স্মৃতি বিজড়িত শিলাইদহে বেসরকারিভাবে বিশ্বকবির ১৬৩তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হবে। বিরূপ আবহাওয়া নিয়ে শঙ্কা থাকলে আয়োজনে নেই কোন গড়িমসি। সকলের সহযোগিতায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই প্রস্তুতি সম্পন্ন করে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী উদ্?যাপন করতে পারবো বলে মনে করি। ‘আজি হতে শতর্বষ পরে/ কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি/শত কৌতুহল ভরে/ ...আজি হতে শতর্বষ পরে/এখন করিছো গান সে কোন নুতন কবি/তোমাদের ঘরে!’ এক’শ বছরেরও বেশি আগে বাঙ্গালী পাঠকদের প্রতি এই জিজ্ঞাসা ছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। নানা সংকট-আনন্দ-বেদনায়, আশা-নিরাশার সন্ধিক্ষণে রবীন্দ্র সৃষ্টি আমাদের চেতনায় বরাবর স্পর্শ করছে এবং করবে অন্তত আরো এক’শ বছর পরেও-বাঙ্গালি মাত্রই তা বোধ হয় বলতে পারবেন। কবির আশংকার জবাবে আরো বলা যায় শত বছর পরে এখন অনেক নতুন কবি এসেছেন, নব নব সৃষ্টিতে প্রতিনিয়ত স্ফীত হচ্ছে আমাদের সাহিত্য এবং সংগীতের ভূবন। তারপরেও আমাদের রবীন্দ্রনাথ মাত্র একজন। এখনকার নবীনদের সৃষ্টির উৎসও তিনি। এখনো জীবনের সবকিছুতে হাত বাড়াতে হয় রবীন্দ্রনাথে। তাই, কবির বসন্ত গান শতবছর পরেও ধ্বনিত হয় নবীন কবি আর পাঠকের বসন্ত দিনে। জন্মের দেড় শতাধিক বছর পেরিয়ে এবং মৃত্যুর অনেক বছর পরেও রবীন্দ্রনাথ এখনও কেন প্রাসঙ্গিক-এ ব্যাপারে রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ এবং প্রয়াত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এমিরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, বাঙালীর এই কবি এমন এক সময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যখন রাষ্ট্র ছিল পরাধীন, চিন্তা ছিল প্রথাগত ও অনগ্রসর, বাংলাভাষা ছিল অপরিণত। তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথ একাধারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে বিশ্বমানে উন্নীত করার পাশাপাশি জাতির চিন্তা জগতে আধুনিকতার উন্মেষ ঘটিয়েছেন। বাঙালীর মানস গঠনে পালন করেছেন অগ্রদূতের ভূমিকা। সত্য, সুন্দর, ন্যায় ও কল্যাণের পথে অভিসারী হয়ে ওঠার প্রেরণা যোগানোর মধ্যদিয়ে বাঙালী মননকে বিশ্বমানে উন্নীত করে জাতিকে আবদ্ধ করে গেছেন চিরকৃতজ্ঞতায়। দেড়শত বছর পেরিয়েও কবি আমাদের মাঝে তাই চিরজাগরূক হয়ে আছেন।

আইএমএফের পরামর্শে কর ছাড়

হলো ফসল ভালো হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। এবারের আউস-আমন-বোরোর উৎপাদন বেড়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রথম কাজ হবে সরকারি গোডাউনগুলো ভর্তি করা। স্টক বাড়ান। বাজারকে প্রভাবিত করার জন্য স্টক হলো প্রথম কাজ। তিনি বলেন, কার্ডের মাধ্যমে যে খাদ্য সরবরাহ করা হয়, সেই তালিকা আপডেট ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য স্থানীয় পর্যায়ে তালিকা যাচাইয়ের জন্য ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তালিকা প্রকাশ করতে হবে। স্মার্ট বাংলাদেশ প্রকাশের ক্ষেত্রে এটা একটি স্তর হতে পারে। তাহলে স্থানীয় পর্যায়ে মিলিয়ে দেখবে, খাদ্য সহায়তা দেওয়ার তালিকা করা হয়েছে। যাদের সহযোগিতার দেওয়া হচ্ছে, এটা উপযুক্ত কিনা দেখা দরকার। তিনি বলেন, খোলা বাজারের মাধ্যমে বিভাগীয় ও জেলা শহরে খাদ্য বিতরণ করা হচ্ছে। এটা উপজেলা পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, নিম্নবিত্তরাও এই খাদ্যের প্রয়োজন অনুভব করছে। এমন একটি সময়ে খাদ্য নিরাপত্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। দেবপ্রিয় আরও বলেন, প্রবাসী আয় হুন্ডির মাধ্যমে আসছে। এর ফলে দেশে প্রবাসীদের স্বজনরা টাকা পেলেও ডলার থেকে বিদেশে। প্রবাসী আয় দেশে আসার ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা। বৈধভাবে ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাসী আয় আনতে ২ বা ৩ শতাংশ হারে প্রণোদনা দিয়ে হুন্ডি বন্ধ করা যাবে না। এটা নমনীয় হারে যেতে হবে। একইভাবে সুদের হার নমনীয় করতে হবে। আমাদের দুর্ভাগ্য হলো সুদের হার নির্ধারণ করে দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। এই মুহূর্তে মুদ্রা নীতি ও আর্থিক নীতি সমন্বয় বিকল অবস্থায় আছে। একটি বেশি চলে যায়, আরেকটি পিছিয়ে যায়। এটার সমন্বয় দরকার। বাংলাদেশ সরকারের এখন বড় দুর্ভাগ্য হলো নীতি নেতৃত্ব দুর্বল হয়ে গেছে। সরকারের নীতি ব্যাখ্যা করার জন্য কোন মানুষ দেখছি না এই মুহূর্তে। যাদের এ দায়িত্ব তারা সে দায়িত্ব পালন করেন বলে মনে হয় না। যা বাজারকে সংকেত দেয়। বাজার যদি সংকেত না পায় তাহলে সরকারের উপর ভরসা আসে না বলেও তিনি উল্লেখ করেন। ইআরএফ সভাপতি মোহাম্মদ রেফায়েত উল্লাহ মীরধার সভাপতিত্বে স্মারক বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের সম্পাদক শামসুল হক জাহিদ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আবুল কাশেম।

৫ম বারের মতো প্রেসিডেন্টের শপথ

সম্প্রচার করেছে। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে রুশ সরকারের সব উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও বিদেশি কূটনীতিকদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। মস্কোতে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত পিয়েরে লেভিকেও নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়েছিল এবং তিনি উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত, ইউক্রেনে সামরিক অভিযান ঘিরে ব্যাপক তিক্ততা চলছে প্যারিস এবং মস্কোর মধ্যে।

তবে পোল্যান্ড, জার্মানি এবং চেক রিপাবলিকের রাষ্ট্রদূতদের অনুষ্ঠানে দেখা যায়নি। তিন দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইউক্রেনে রুশ বাহিনীর ‘অন্যায়’ অভিযানের প্রতিবাদ হিসেবে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে নিজ নিজ রাষ্ট্রদূতদের না যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ১৯৯৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের গোয়েন্দা সংস্থা কেজিবিতে একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দেন ভ্লাদিমির পুতিন । পরে তৎকালীন রুশ প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলেৎসিনের বদন্যতায় ১৯৯৯ সালে প্রথমবারের মতো রাশিয়ার অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হন তিনি। ওই বছর পুতিনের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে রাজনীতি থেকে অবসরে গিয়েছিলেন ইয়েলেৎসিন। পরে ২০০০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ৫৩ শতাংশ ভোট পেয়ে প্রথমবারের মতো প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জেতেন পুতিন। ২০০৪ সালের নির্বাচনে ৭১ দশমিক ৩ শতাংশ ভোট পেয়ে ফের প্রেসিডেন্ট হন। যুক্তরাষ্ট্রের মতো রাশিয়ার সংবিধানেও কোনো ব্যক্তি দুই মেয়াদের বেশি প্রেসিডেন্ট পদে থাকার অনুমতি ছিল না। তাই ২০০৮ সালের নির্বাচনে নিজের বিশ্বস্ত অনুসারী দিমিত্রি মেদভেদেভকে তিনি প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করান এবং নিজে প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী হন। সেই নির্বাচনে মেদভেদেভ এবং পুতিনড় উভয়ই জয়ী হয়েছিলেন। কিন্তু ২০১২ সালের নির্বাচনে ফের জয়ী হয়ে প্রেসিডেন্টের মেয়াদকাল ৪ বছর থেকে ৬ বছরে উন্নীত করেন এবং দুই বারের বেশি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থীতা না করার যে বাধ্যবাধকতা ছিলড় তা বাতিল করেন। পরে ২০১৮ সালের নির্বাচনেও জয়ী হন তিনি। রাশিয়ায় এ পর্যন্ত সবচেয়ে দীর্ঘ সময় প্রেসিডেন্টের পদে থাকার রেকর্ডের মালিক সাবেক সোভিয়েত নেতা জোসেফ স্ট্যালিন। টানা ২৮ বছর ক্ষমতায় ছিলেন তিনি। শপথগ্রহণের পর এবারের মেয়াদ সম্পূর্ণ করতে পারলে স্ট্যালিনকে পেছনে ফেলতে সক্ষম হবেন পুতিন। ক্রিমিয়া উপদ্বীপকে রুশ ভূখণ্ড হিসেবে ইউক্রেন স্বীকৃতি না দেওয়ায় প্রায় ৪-৫ বছর দেশটির সঙ্গে টানাপোড়েন শেষে ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি রুশ বাহিনীকে ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরুর নির্দেশ দেন পুতিন। সেই অভিযান এখনও চলছে। এদিকে অভিযান শুরুর পরপরই রাশিয়ার ওপর একের পর এক অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও তার ইউরোপীয় মিত্ররা। এসব নিষেধাজ্ঞার মূল উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়াকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে দেওয়া। যদি সত্যিই এ উদ্দেশ্য সফল হতো, তাহলে পুতিনের পক্ষে এই নির্বাচনে জেতা খুবই কঠিন হতো। কিন্তু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিভিন্ন নীতি গ্রহণের মাধ্যমে সম্ভাব্য সেই অর্থনৈতিক বিপর্যয় এড়াতে সক্ষম হয়েছে রাশিয়া। আর এই ব্যাপারটিই পুতিনের জয়ের পথে সবচেয়ে বড় পাথেয় হিসেবে কাজ করেছে।

ইলেকট্রনিক মুদ্রায় সেবা গ্রহণকারী

এক বছরের মধ্যে লাইসেন্স নিতে হবে। এ বিষয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের এক কর্মকর্তা বলেছেন, বর্তমানে ডিজিটাল পদ্ধতিতে অনেক ধরনের লেনদেন হচ্ছে। মূল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বাইরে ইন্টারনেট ও এজেন্ট ব্যাংকিং, ইলেকট্রনিক তহবিল স্থানান্তর, ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ডসহ বিকাশ, নগদ, রকেট, বিভিন্ন ব্যাংকের ই-ওয়ালেট, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, ইলেকট্রনিক মুদ্রা, ইলেট্রনিকভাবে তহবিল স্থানান্তর, চেক ইলেট্রনিকভাবে উপস্থাপন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডিজিটাল মুদ্রা, ট্যাংকেটেড চেক, ট্রাস্ট কাম সেটেলমেন্ট অ্যাকাউন্ট, সরকারি সিকিউরিটিজ সেটেলমেন্ট সিস্টেম ইত্যাদি। এসব পদ্ধতির মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ, অর্থ গ্রহণ ও গ্রাহকের অর্থ চাহিদা নিস্পত্তি হচ্ছে। আর এসব পদ্ধতি ব্যবহার করছে ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, এজেন্ট ব্যাংকিংসহ বিভিন্ন ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউট। এদের কার্যক্রম তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ঝুঁকি কমানো এবং গ্রাহকের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এ আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে। এই আইনের আওতায়, মূল ব্যাংকিং সেবার বাইরে অর্থ লেনদেন পরিশোধ ব্যবসায় আগ্রহী ব্যাংক কিংবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে পরিশোধ সেবা দেওয়ার আগে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে এ সংক্রান্ত পৃথক অনুমোদন নিতে হবে। ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যাংক কিংবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে মূলধন, মালিকানা ও পরিচালনার বিষয়ে ‘ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১’-এর ১৪ নম্বর আইনের সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান অনুসরণ করতে হবে। এছাড়া ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান-বহির্ভূত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যক্তি অর্থ লেনদেন পরিশোধ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত হতে পারবে। তবে এ ক্ষেত্রে আগ্রহী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান অনুসরণ করে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে লাইসেন্স নিতে হবে এবং ব্যবসা পরিচালনাকারীকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিয়মে সময়ে সময়ে নির্ধারিত পরিমাণে, হারে ও পন্থায় মূলধন সংরক্ষণ করতে হবে।

বিলে বলা হয়েছে, পরিশোধ সেবা প্রদানকারী পরিশোধ সেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে গ্রাহকের হিসাব খোলা, ইলেকট্রনিক মুদ্রা ইস্যু করা ও ইলেকট্রনিক মুদ্রায় লেনদেন সম্পাদন এবং ট্রাস্ট ও সেটেলমেন্ট অ্যাকাউন্টের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবে। পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে লেনদেন নিস্পত্তি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনাসহ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোনো পদ্ধতিতে গ্রাহকদের পরিশোধ কার্যক্রমে সহায়তা করতে পারবে। পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী নিজের বা গ্রাহকের পক্ষে পরিশোধ, নিকাশ ও নিস্পত্তি ব্যবস্থায় অংশগ্রহণসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিস্পত্তি ব্যবস্থা পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

পরিশোধ ব্যবস্থা পরিচালনাকারী, পরিশোধ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী ও পরিশোধ সেবাদানকারী নিস্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সেবাগ্রহীতার অর্থ ধারণ করলে, ওই অর্থের ব্যবস্থাপনা ট্রাস্ট ও সেটেলমেন্ট অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সম্পন্ন করবে। অন্যদিকে, সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা-নিষেধের মধ্যে রয়েছে এ আইনের অধীনে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন ছাড়া কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি ‘অগ্রিম পরিশোধিত দলিল’ ইস্যু বা ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে না এবং জনগণ থেকে কোনো প্রকার বিনিয়োগ গ্রহণ, ঋণ প্রদান, অর্থ সংরক্ষণ বা আর্থিক লেনদেন উদ্ভব হয় এমন কোনো অনলাইন বা অফলাইন প্ল্যাটফর্ম পরিচালনা করতে পারবে না। বিলে বলা হয়েছে, পরিশোধ ব্যবস্থা সেবা প্রদানে লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়মাবলি অনুসরণ-করে নিজস্ব নিয়মাবলি প্রণয়ন ও প্রকাশ করবে। নিয়মাবলিতে তারল্য, নিস্পত্তি, কারিগরি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, সুশাসন, নিরবচ্ছিন্ন পরিচালন, আপৎকালীন ব্যবস্থা, বিরোধ নিস্পত্তি, গ্রাহকসেবা ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এ ক্ষেত্রে শর্ত থাকে যে, নিয়মাবলি নৈর্ব্যক্তিক, বৈষম্যহীন ও সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে এবং গ্রাহকের অধিকারকে বাধাগ্রস্ত করে এমন কোনো বিধান অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। পরিশোধ সেবা পরিচালনাকারী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নীতিমালার আওতায় কোনো তৃতীয় পক্ষ থেকে আউটসোর্সিং সেবা নিতে পারবে বা এজেন্ট নিয়োগের মাধ্যমে গ্রাহককে সংশ্লিষ্ট পরিশোধ সেবা দিতে পারবে।

পাঁচ জনের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন

সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে ছিনতাইকারী হৃদয়কে গ্রেপ্তার করা হয়। তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ সদস্য মাহবুব ও আসিফকে ১০ লাখ টাকাসহ গ্রেপ্তার করা হয়। পরে বাসাবো থেকে শাহজাহান ও রাসেলকে গ্রেপ্তার করা হয়। রাসেলের বাসা থেকে বাকি ১০ লাখ টাকাও উদ্ধার করা হয়। জব্দ করা হয় ছিনতাইয়ে ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটি। এ ঘটনায় ব্যবসায়ী আবদুল্লাহ আল মামুন বাদী হয়ে পল্টন মডেল থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলার পর ডেমরা পুলিশ লাইনসের দুই কনস্টেবল মাহাবুব আলী ও আছিফ ইকবাল এবং তাদের তিন সহযোগী শাহাজান, হৃদয় ও রাসেলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরপর ২২ সেপ্টেম্বর তাদের আদালতে হাজির করা হয়। এরপর মামলার সুষ্ঠু তদন্তের জন্য পাঁচদিনের রিমান্ডে নিতে আবেদন করেন তদন্ত কর্মকর্তা পল্টন মডেল থানার উপ-পরিদর্শক সুমিত কুমার সাহা। শুনানি শেষে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মেহেরা মাহাবুব প্রত্যেকের দুই দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেন। গত ২৪ সেপ্টেম্বর দুই দিনের রিমান্ড শেষে তাদের আদালতে হাজির করে পুলিশ। এরপর মামলার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা পল্টন থানার এসআই সুমিত কুমার সাহা। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মেট্রোপলিন ম্যাজিস্ট্রেট সাইফুল ইসলাম তাদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

পুঁজিবাজারে লেনদেন ছাড়াল ১২০০

বদল হওয়া ২৪৪টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শেয়ার দর বেড়েছে ১১১টির, কমেছে ১১৩টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ২০টি কোম্পানির শেয়ারের দর। মঙ্গলবার সিএসইতে ১১৫ কোটি ৪০ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিটের লেনদেন হয়েছে, যা আগের দিনের চেয়ে প্রায় ১০৩ কোটি টাকা বেশি। আগের দিন সিএসইতে লেনদেন হয়েছিল ১২ কোটি ৮৫ লাখ টাকা।

ঢাকায় বিএনপির সমাবেশ ১০ মে

মামলা প্রত্যাহারসহ কারাবন্দি নেতাদের মুক্তির দাবিতে ১০ মে রাজধানীর নয়াপল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে সমাবেশ করবে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপি। তিনি জানান, সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। সভাপতিত্ব করবেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির আহ্বায়ক আবদুস সালাম এবং সঞ্চালনায় থাকবেন সদস্য সচিব রফিকুল আলম মজনু।

এছাড়া আগামীকাল ৮ মে বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টুর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নিচতলায় মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে বলেও জানান ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির দপ্তর সম্পাদক সাইদুর রহমান মিন্টু।

অনিশ্চয়তায় বেশির ভাগ হজযাত্রী

ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম করেছে সৌদি আরব। তাই সবকিছু বুঝে কাজ করতে একটু সময় লাগছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘কাজ এখন দ্রুত হচ্ছে। অল্প সময়ের মধ্যে ভিসা হয়ে যাবে। আর সময়ও তো তারা বাড়াবে। তাই আশা করি সমস্যা হবে না।’ এর আগে জেদ্দার বাংলাদেশ হজ অফিস থেকে এ বিষয়ে আশঙ্কার কথা জানিয়ে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের কাছে চিঠি পাঠানো হয়। ওই চিঠিতে বলা হয়, এ বছর হজ পরিচালনাকারী এজেন্সির সৌদি আরব পর্বের খরচ বাবদ পাঠানো পুরো অর্থ এরই মধ্যে তাদের স্ব-স্ব আইবিএএন-এ পাঠানো নিশ্চিত করা হয়েছে। হজ ভিসা প্রক্রিয়াকরণের প্রথম পর্বের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর ৭ মে পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। ৩০ এপ্রিল থেকে প্রায় ৪৮ ঘণ্টা সময়ব্যাপী ই-হজ সিস্টেমে বাড়িভাড়া চুক্তি সম্পাদন বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। মুচলেকা দেওয়ার পর বিভিন্ন দেশের বাড়িভাড়া চুক্তির জন্য ই-হজ সিস্টেম খুলে দেওয়া হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ৭ মে পরবর্তী সময়ে তাৎক্ষণিকভাবে ভিসা প্রক্রিয়াকরণ বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে। তাই ৭ মের মধ্যে ভিসা প্রক্রিয়াকরণ শেষ করা প্রয়োজন।

ভিসা প্রক্রিয়াকরণের অন্যতম বাধ্যতামূলক ক্ষেত্র হচ্ছে মক্কা/মদিনায় বাড়িভাড়া চুক্তি সম্পাদন। বাড়িভাড়ার চুক্তি সম্পাদন সংক্রান্ত অগ্রগতি পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রায় অর্ধেকের বেশি সংখ্যক হজযাত্রীর জন্য অদ্যাবধি মক্কা/মদিনার বাড়িভাড়া সম্পন্ন হয়নি, যা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। বাড়িভাড়া ই-হজ চুক্তি ছাড়া ভিসা প্রক্রিয়াকরণ সম্ভব নয়। তাই এজেন্সিগুলোর দ্রুততর সময়ের মধ্যে বাড়িভাড়া চুক্তি সম্পাদন ও ভিসা নিশ্চিতে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা চাওয়া হয় ওই চিঠিতে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, প্রতি বছরের ন্যায় এবারও হজ এজেন্সিগুলো বাড়ি ভাড়া করতে গাফিলতি করেছে। কম রেটে বাড়ি ভাড়া করার জন্য প্রতিবার শেষ সময়ে এসে বাড়ি ভাড়া করেন তারা। এবারও তাই করেছেন। এবার এটা করতে গিয়ে নতুন আইনের ফাঁকে পড়ে যায় হজ এজেন্সিগুলো। বাড়ি ভাড়ার জন্য নির্ধারিত এজেন্সি প্রতিনিধি মোনাজ্জেমদের ভিসা আটকে দেয় সৌদি সরকার। ফলে হজযাত্রীদের বাড়ি ভাড়া করতে সৌদি আরবে যেতে পারেননি তারা। এ জায়গায় ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সহায়তা চেয়েও পায়নি বলে অভিযোগ করছে এজেন্সিগুলো।

বাংলাদেশের কৃষি খাতে পরিবর্তনে

উপস্থাপনা বাংলাদেশের চারটি প্রধান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার ওপর আলোকপাত করে দ্রুত ফসলের ফলন বৃদ্ধি; স্থিতিশীল সরবরাহ ব্যবস্থা প্রণয়ন, খামার যান্ত্রিকীকরণ বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (ফাও) এবং বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের কৃষি ক্ষেত্রে তাদের তাদের অব্যাহত সহায়তা বাড়ানোর ব্যাপারে একমত হন। কৃষি সচিব ওয়াহিদা আক্তার কৃষির রূপান্তরের বিষয়ে সরকারের চিন্তাভাবনা তুলে ধরেন। কানাডার সাস্কাচুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট বালজিত সিং বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা সহায়তা বৃদ্ধি করতে সম্মত হন। কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুস শহীদ অনুষ্ঠানে বলেন, নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে কৃষি খাত অগ্রাধিকার পাবে। বিশেষ করে নেদারল্যান্ডসের কিছু যুগান্তকারী প্রযুক্তি, উদ্ভাবন এবং গবেষণা বাংলাদেশে প্রবর্তন করা হবে। তিনি আরও বলেন, আমি একজন কৃষক থেকে রাজনীতিবিদ হয়েছি। আমার জীবনের সাত দশক ধরে আমি দেখেছি কীভাবে আমাদের লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা আমাদের বদ্বীপে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেছেন। আলোচনা শেষে ওয়াগেনিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডার সাস্কাচুন বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের (বার্ক) মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতার জন্য একটি ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা হয়, যার মাধ্যমে বাংলাদেশের তৃণমূল পর্যায়ে পাইলট উদ্যোগগুলো বাস্তবায়িত হবে। নেদারল্যান্ডস বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কৃষি-খাদ্য রফতানিকারক দেশ। দেশটির কৃষি রফতানির পরিমাণ ১২৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (২০২২)। এখন পর্যন্ত, নেদারল্যান্ডস বাংলাদেশের কৃষি-বাণিজ্য সম্ভাবনার উপর সাতটি মার্কেট পর্যবেক্ষণ করেছে। বাংলাদেশ দূতাবাসের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে এই উচ্চ পর্যায়ের গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর আগে ২০২২ সালে, বাংলাদেশ দূতাবাস ওয়াগেনিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথভাবে বাংলাদেশের কৃষি ভবিষ্যতের সম্ভাবনা, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের ক্ষমতায়নের বিষয়ে প্রথমবারের মতো একটি আলোচনার আয়োজন করে।

২৪ মে হাতিরঝিলে অনুষ্ঠিত হবে

হচ্ছে। এই প্রতিযোগিতায় টাইটেল স্পন্সর হিসেবে যুক্ত হয়েছে সেনোরা লং, পেমেন্ট পার্টনার হিসেবে সাথে আছে বিকাশ, রেজিস্ট্রেশন পার্টনার হিসেবে যুক্ত হয়েছে সহজ এবং ক্রিয়েটিভ পার্টনার থাকছে ইয়ার্কি। এছাড়া স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন দুই টাকার উপহার, প্ল্যাটফরম ডক্টরস ফাউন্ডেশন, আবিষ্কার এবং গন্তব্য ফাউন্ডেশনের দুই শতাধিক স্বেচ্ছাসেবক ম্যারাথনটি আয়োজনে সহযোগিতা করছে। তিনি আরো জানান, এই ইভেন্টে দুটি ভাগ থাকছে। একটি ২ দশমিক ৭ কিলোমিটারের ফান রান। যা হাতিরঝিলের এফডিসি প্রান্তে শুরু হয়ে পুলিশ প্লাজা অংশে গিয়ে শেষ হবে। দ্বিতীয়টি ১০ কিলোমিটারের অপেশাদার দৌড় প্রতিযোগিতা। যা হাতিরঝিলের এফডিসি প্রান্ত থেকে শুরু হয়ে আবার এফডিসি প্রান্ত ঘুরে পুলিশ প্লাজা অংশে গিয়ে শেষ হবে। উভয় প্রতিযোগিতার প্রতিযোগিরা ওইদিন ভোর ৫টায় হাতিরঝিলের এফডিসি অংশে উপস্থিত হবেন। এরপর ভোর সাড়ে ৫ টায় ১০ কিলোমিটারের দৌড় প্রতিযোগিতা ও ভোর ৫টা ৪৫ মিনিটে ২ দশমিক ৭ কিলোমিটারের ফান রান শুরু হবে। আয়োজক সংস্থা আরো জানায়, ম্যারাথনে ৫টি ওয়াটার পয়েন্টের মাধ্যমে দৌড়বিদদের জন্য পানি সরবরাহ করা হবে। এছাড়াও সঙ্গে ২টি অ্যাম্বুলেন্স, ২টি প্যারামেডিক ও মেডিকেল টিম এবং প্রায় দুই শতাধিক স্বেচ্ছাসেবক ম্যারাথনে সহযোগিতা করবে। মূল ম্যারাথনের পুরো রুটে ম্যারাথন চলাকালীন সময়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকবে। ম্যারাথনে অংশ নিতে www.shohoz.com/events/dhaka-women-marathon-2024 এবং www.dwmarathon.com/reg-istraton এ প্রতিযোগিদের রেজিষ্ট্রেশন করতে হবে। ২ দশমিক ৭ কিলোমিটারের ফান রানের রেজিস্ট্রেশন ফি ৫০০ টাকা এবং ১০ কিলোমিটারের দৌড় প্রতিযোগিতার রেজিস্ট্রেশন ফি ৭০০ টাকা। এছাড়া প্রতিযোগিতার বিস্তারিত জানা যাবে www.facebook.com/DHKWM-31G। এরই মধ্যে ঢাকা ওমেনস ম্যারাথনের প্রস্তুতি হিসেবে ঢাকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, করপোরেট প্রতিষ্ঠান ও ক্লাবে প্রচারণা ও নিবন্ধন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। প্রায় সহস্রাধিক নারী প্রতিযোগী এই ম্যারাথনে অংশগ্রহণ করবে বলে আশা আয়োজক সংস্থার। আয়োজক সংস্থার পক্ষ থেকে আরো জানানো হয়, ম্যারাথনে অংশ নেয়া প্রতিযোগিদের ২ দশমিক ৭ কিলোমিটারের ফান রানটি ৩০ মিনিটের মধ্যে এবং ১০ কিলোমিটারের দৌড় প্রতিযোগিতা এক ঘণ্টার মধ্যে শেষ করতে হবে। প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করা প্রতিযোগিদের পুরস্কৃত করা হবে এবং অন্যান্য প্রতিযোগিদেরও ম্যাডেল ও সার্টিফিকেট দেওয়া হবে।

এ সময় সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেডের মার্কেটিং বিভাগের জ্যেষ্ঠ নির্বাহী কর্মকর্তা মীর মনিরুল হোসেন, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার তেহসিনা খানম, সহজ লিমিটেডের অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার ও হেড অব বিজনেস ডেভলপমেন্ট রায়হান আজিজ, সহজ লিমিটেডের সিনিয়র ম্যানেজার ও হেড অব ব্র্যান্ড অ্যান্ড কমিউনিকেশন্স লামিয়া আলমগীর, ইয়ার্কির প্রোগ্রাম লিড ফওজিয়া আফরোজ প্রমুখ।

প্রথম ধাপে উপজেলা নির্বাচনে ৪১৮

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব মো. কামরুজ্জামানের সই করা প্রজ্ঞাপন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। তাতে বলা হয়, অ্যালোকেশন অব বিজনেস অ্যামঙ দ্য ডিফারেন্ট মিনিস্ট্রিজ অ্যান্ড ডিভিশন্স-এর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অংশে ৩৭ নম্বর ক্রমিকের অনুবলে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের চাহিদা মোতাবেক ১৪১টি উপজেলা পরিষদের সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে ভোট গ্রহণের দিন অর্থাৎ ০৮ মে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হলো। এবার ০৮ মে থেকে ০৫ জুন পর্যন্ত চার ধাপে দেশের উপজেলাগুলোয় নির্বাচন করছে ইসি। পরবর্তী ধাপের ভোটের সাধারণ ছুটি থাকবে। প্রথম ধাপে ৮ মে ১৪১ উপজেলায় ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এতে কেন্দ্র রয়েছে ১১ হাজার ৫৫৬টি। ইসি কর্মকর্তারা জানান, চার ধাপে অনুষ্ঠেয় উপজেলা নির্বাচনের সব ধাপেই দুর্গম কেন্দ্রে আগের দিন ব্যালট পেপার পাঠানো হবে। অন্যগুলো যাবে ভোটের দিন সকালে। মাঠ প্রশাসন থেকে দুর্গম এলাকা চিহ্নিত করে প্রতিবেদন পাঠালে নির্বাচন কমিশন সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়। কয়েক বছর ধরে ভোটে কারচুপি রোধ করতে আগের রাতে ব্যালট না পাঠিয়ে সকালে পাঠায় কমিশন। দেশের ৪৯৫টি উপজেলার মধ্যে চার ধাপে ৪৭৬টি উপজেলায় ভোটগ্রহণ করছে নির্বাচন কমিশন। ১৯টি উপজেলা পরিষদে নির্বাচনের সময় হয়নি, পরবর্তীতে সে সব পরিষদে ভোট নেওয়া হবে। তফসিল অনুযায়ী, দ্বিতীয় ধাপে ১৬০ উপজেলায় ২১ মে, তৃতীয় ধাপে ১১২ উপজেলায় ২৯ মে ও চতুর্থ ধাপে ৫৫ উপজেলায় ৫ জুন ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম ধাপে ২২টি, দ্বিতীয় ধাপে ২৪টি, তৃতীয় ধাপে ২১ ও চতুর্থ ধাপে দুটি উপজেলায় ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে (ইভিএম) ভোটগ্রহণ হবে।

দুই পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে

বেগম ফারাহা দিবা ছন্দার আদালত তা গ্রহণ করে কোতয়ালী থানার এসআই সাইফুল ইসলামকে মামলাটি তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন। তবে এ পর্যন্ত তিনি প্রতিবেদন দাখিল না করায় নতুন করে এ দিন নির্ধারণ করা হলো। আদালতে কোতয়ালী থানার সাধারণ নিবন্ধন শাখার এসআই আশ্রাব আলী এ তথ্য জানান। মামলায় অভিযোগ করা হয়, ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ শেখ সাদী ১০ নম্বর আদালতের পাশাপাশি মোটরযান সম্পর্কিত মামলা পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন। গত ২৪ সেপ্টেম্বর দুপুর আড়াইটার দিকে মোটরযান শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত ইনচার্জ এসআই ফুয়াদ উদ্দিন অন্যান্য নথির সঙ্গে নন এফআইআর দুটি মামলা বিচারকের কাছে উপস্থাপন করেন। কিন্তু আসামি না থাকায় বিচারক কোনো পদক্ষেপ নেননি। পরবর্তীতে বিচারক জানতে পারেন, মামলা দুটির জব্দকৃত আলামত মোটরযান শাখার ইনচার্জ ফুয়াদ উদ্দিন ও কনস্টেবল আবু মুছা তাদের অন্যান্য সহযোগিদের যোগসাজসে বিচারকের স্বাক্ষর জাল করে পরোয়ানা ফেরত কাগজে ম্যাজিস্ট্রেটের স্বাক্ষরের জায়গায় নিজেরা স্বাক্ষর প্রদান করে আসামিদের দিয়ে দেয়। যার ফটোকপি নথিতে সংযুক্ত রয়েছে। তাছাড়া এ মামলার নথিতে বিচারকের কোনো স্বাক্ষর নাই এবং কোনো জরিমানা করেন নাই। বিচারক ইতিমধ্যে অবগত হয়েছেন, মোটরযান শাখার ইনচার্জ এসআই ফুয়াদ উদ্দিন ও জিআরও আবু মুছা তাদের অন্যান্য সহযোগীদের যোগসাজসে দীর্ঘদিন ধরে বিচারকের স্বাক্ষর জাল করে একই ধরনের অপরাধ করে আসছেন বলে মামলায় অভিযোগ করা হয়। মামলার পর থেকে তারা দুজন কর্মস্থল থেকে পলাতক রয়েছেন।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীর

দেন। গত ৩ এপ্রিল আদালত অবমাননা এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় বিচারকের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও হেয় প্রতিপন্নমূলক বক্তব্য সম্বলিত ভিডিও প্রকাশ করায় তার ব্যাখ্যা দিতে জহিরুল ইসলাম পলাশকে তলব করেন হাইকোর্ট। ৭ মে তাকে সশরীরে হাজির হয়ে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়। একইসঙ্গে তার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার ঘটনায় কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেন আদালত।

জনগণকে নিরপেক্ষভাবে সেবা

সুপার (এএসপি) প্রবেশনারদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ নির্দেশনা দেন আইজিপি। নবীন বরণ অনুষ্ঠানে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে কর্মরত অতিরিক্ত আইজিপি পর্যায়ের কর্মকর্তারাসহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন বলেন, পুলিশিং একটি চ্যালেঞ্জিং পেশা। আগামী দিনের পুলিশিং হবে জ্ঞান ও বিজ্ঞানভিত্তিক মানবিক পুলিশিং। এ পেশায় প্রতিনিয়ত নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদা, রাজশাহীতে বছরব্যাপী প্রশিক্ষণে আপনারা অপরাধ মোকাবিলার আধুনিক কলাকৌশল, অপরাধ দমনে গোয়েন্দা তথ্য ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান এবং দক্ষতা অর্জন করবেন। আইজিপি বলেন, উন্নত-সমৃদ্ধ, স্মার্ট বাংলাদেশের উপযোগী একজন পুলিশ অফিসার হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য কঠোর অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার সাথে আপনাদের গভীরভাবে প্রশিক্ষণে মনোনিবেশ করতে হবে।

পুলিশ প্রধান বলেন, বর্তমানে অপরাধের ধরন ও প্রকৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে আপনারা অপরাধ উদঘাটন এবং অপরাধীদের আইনের আওতায় আনার ক্ষেত্রে নিজেদের সক্ষমতা প্রমাণে সচেষ্ট থাকবেন। আইজিপি বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ পুলিশ জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস দমনে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। পুলিশের সক্ষমতা বাড়ানোর মাধ্যমে নিরাপদ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে নতুন নতুন ইউনিট গঠন করা হয়েছে, পুলিশের জনবল বাড়ানো হয়েছে, পুলিশের প্রশিক্ষণ আধুনিক ও যুগোপযোগী করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ৪১তম বিসিএস (পুলিশ) ব্যাচে ১শ জন কর্মকর্তা এএসপি হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশে যোগদান করেছেন। তাদের মধ্যে ৯৬ জন পুরুষ এবং ৪ জন নারী।

কাজের অগ্রগতি ১৭% এরও কম

প্রতিবেদনে প্রকল্প বাস্তবায়নের ধীর গতি, বিলম্বের কারণে সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি ব্যয়ের সম্ভাব্য বৃদ্ধির সতর্কতা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। জমির অভাব এবং সাতটি প্রতিষ্ঠানের জন্য যোগ্য লোকবলের অভাব প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনে ঝুঁকি তৈরি করছে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ্য করা হয়। আইএমইডি রিপোর্টে পরিকল্পনা কমিশনের মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি সংশোধিত এবং বাস্তবসম্মত কর্মপরিকল্পনা তৈরি করার এবং প্রকল্পের বাস্তবায়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য যথাযথ সম্ভাব্যতা যাচাই করার সুপারিশ করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রাথমিক কাজগুলির মধ্যে রয়েছে ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি উন্নয়ন, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো স্থাপন, জনবল নিয়োগ এবং ২৩টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সর্বোত্তম কার্যকারিতার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য শারীরিক সুবিধা প্রদান। যে ২৩টি জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে হবে, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, মাদারীপুর, নারায়ণগঞ্জ, রাজবাড়ি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, নোয়াখালী, নাটোর, জয়পুরহাট, বাগেরহাট, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, নড়াইল, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, সুনামগঞ্জ, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, নীলফামারী, পঞ্চগড়, নেত্রকোণা ও জামালপুর।

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মতে, এই প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন নারী এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের কারিগরি শিক্ষার সুযোগ পাওয়ার পথ সুগম করবে। প্রযুক্তিগত ভাবে দক্ষ জনশক্তিকে লালন করার মাধ্যমে, প্রকল্পটির লক্ষ্য বেকারত্বের হার কমানো এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই স্ব-কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করা।

রাজধানীতে মাদকবিরোধী অভিযানে গ্রেপ্তার ২৪

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীতে মাদকবিরোধী অভিযানে বিক্রি ও সেবনের অভিযোগে ২৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। গত সোমবার থেকে গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৬টা পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের অতিরিক্ত উপ-কমিশনার (এডিসি) কে এন রায় নিয়তি জানান, আসামিদের কাছ থেকে ১৫৫ পিস ইয়াবা, ১৭৬ গ্রাম হেরোইন ও ১৭ কেজি ৪০ গ্রাম গাঁজা জব্দ করা হয়। আসামিদের বিরুদ্ধে ডিএমপির থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ১৮টি মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

ফোনে থাকা ছবিকে কেন্দ্র করে বন্ধুর হতে ছাত্রলীগ নেতা খুন

স্টাফ রিপোর্টার : কক্সবাজার জেলার টেকনাফের বাহারছড়া ইউনিয়নের শামলাপুর বাজারে ফোনে ছবি থাকাকে কেন্দ্র করে রাগিব শাহরিয়ার মুরাদ (২১) নামে এক কলেজছাত্র ও ছাত্রলীগ নেতাকে খুন করা হয়েছে। গত সোমবার বিকেলে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় নিহত মুরাদের বড় ভাই আব্দুল্লাহ আল মামুনও গুরুতর আহত হন। তাকে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নিহত মুরাদ বাহারছড়া ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এবং কক্সবাজার সিটি কলেজের শিক্ষার্থী। মুরাদের বাবা মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি। মুরাদের চাচা মিজবাউল আলম জানান, গত সোমবার বিকেলে উখিয়া জালিয়াপালং ইউনিয়নের ছেপটখালী এলাকার রফিক ও আদিল পূর্বপরিকল্পিতভাবে মুরাদকে বাজারে ডেকে নিয়ে গিয়ে ছুরিকাঘাত ও কুপিয়ে হত্যা করেন। এ সময় ভাইকে বাঁচাতে গেলে মামুনকেও কুপিয়ে আহত করা হয়। তিনি বলেন, মুঠোফোনে ছবি থাকাকে কেন্দ্র করে মুরাদ ও রফিকের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিল। এ বিষয়টি মীমাংসার কথা বলে মুরাদকে বাজারে ডেকে নিয়ে যান তারা। বাজারে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্ববর্তী কামারের দোকান থেকে ধারালো দা দিয়ে কুপিয়ে ও ছুরিকাঘাত করা হয়। মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। কক্সবাজার সদর হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা ডা. আশিকুর রহমান বলেন, নিহত মুরাদের গলায় ছুরিকাঘাত করা হয়েছে।

অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণে তার মৃত্যু হয়। টেকনাফ থানার ওসি মুহাম্মদ ওসমান গনি বলেন, মুরাদ ও রফিক বন্ধু। ফোনে গোপন ছবি আদান-প্রদান নিয়ে দুইজনের মধ্যে বিরোধ হয়। এর জেরে বিকেলে শামলাপুর বাজারে তর্কাতর্কির এক পর্যায়ে মুরাদকে ছুরিকাঘাত করা হয়। এ ঘটনায় তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

হালদায় ডিম ছেড়েছে কার্প মা মাছ

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র হালদা নদীতে ডিম ছেড়েছে কার্প জাতীয় মা মাছ। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৬টার সময় ভাটার শেষে দিকে হালদা নদীর রাউজান অংশের মইশকরম এলাকার চইল্যাখালি এলাকায় মা মাছ ডিম ছাড়ে বলে জানিয়েছেন হালদা গবেষক ও চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজের জীববিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. মো. শফিকুল ইসলাম। তিনি জানান, গতকাল মঙ্গলবার স্বল্প পরিসরে ডিম ছেড়েছে কার্প জাতীয় মা মাছ। জেলেরা ১১ টি নৌকার মাধ্যমে ডিম সংগ্রহ করেন। প্রতিটি নৌকায় গড়ে দুই থেকে আড়াই বালতি করে ডিম সংগ্রহ করেন। চলতি মাসের ৬ মে থেকে ১০ মে পর্যন্ত হালদায় কার্প জাতীয় মাছের ডিম ছাড়ার অমাবস্যার জোঁ চলছে বলেও জানান তিনি। ডিম সংগ্রহকারী হরি-রঞ্জন দাশ বলেন, ভোরের দিকে কিছু ডিম পাওয়া গেছে। সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত তিন বালতি মত ডিম পেয়েছি। গত সোমবার বৃষ্টি হওয়ার কারণে মা মাছ ডিম ছেড়েছে। জোয়ারের পানি বৃদ্ধি পাওয়াতে মা মাছ ডিম ছাড়তে অনুকূল পরিবেশ পায়নি। রাতের জোয়ার শেষে ভাটায় মা মাছ ডিম ছেড়েছে। আশাকরি আরও ডিম সংগ্রহ করতে পারবো।

সম্পাদকীয়

ওষুধের দাম

অহেতুক বৃদ্ধি বন্ধ করুন

দেশে গত কয়েক বছর ধরে দফায় দফায় ওষুধের দাম বাড়ানো হয়েছে। বিভিন্ন রোগের ওষুধের দাম গড়ে বেড়েছে ৫৫ শতাংশ। চলতি বছরের শুরুতেই ওষুধের মূল্যবৃদ্ধির কারণ হিসেবে বাংলাদেশ ওষুধ শিল্প মালিক সমিতির নেতারা তখন বলেছিলেন, ঋণের সুদহার বেড়ে যাওয়া, গ্যাস-বিদ্যুতের বাড়তি দর, জ্বালানি সরবরাহ কমে যাওয়া এবং কাঁচামাল ক্রয়ে ডলার সংকটের কারণে ওষুধের উৎপাদন খরচ বেড়েছে। এটা খুবই স্বাভাবিক যে ওষুধের মূল্যবৃদ্ধিতে দেশের মানুষের ওপর আর্থিক চাপ বেড়েছে। এমনিতেই উর্ধ্বমুখী পণ্যমূল্যের বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে মানুষকে হিমশিম খেতে হচ্ছে। এর মধ্যে ওষুধের দাম যে মাত্রায় বাড়ানো হয়েছে, তা শুধু অযৌক্তিক নয়, অন্যায়ও। প্রায় প্রতিবছরই ওষুধের দাম একাধিকবার বাড়ানো হয়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, এ ক্ষেত্রে কারো কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে ন্যূনতম যৌক্তিক অবস্থানে রাখার কোনো চেষ্টাও দৃশ্যমান নয়। দেখা যায়, একই জেনেরিকের বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ওষুধের দামে অনেক পার্থক্য। এদিকে কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)-এর করা রিট আবেদনের শুনানির পর ইচ্ছামাফিক ওষুধের দাম নির্ধারণে কোম্পানিগুলোকে বিরত রাখতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। সেই সঙ্গে অনুমোদন ছাড়া বিদেশি ওষুধের কাঁচামাল আমদানি, ওষুধ তৈরি-বিক্রি থেকে ওষুধ কোম্পানিগুলোকে বিরত রাখতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওষুধ ও কসমেটিকস আইন, ২০২৩ এর ৩০ ধারা অনুসারে ওষুধের দাম নির্ধারণে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের নিষ্ক্রিয়তা কেন বেআইনি ও আইনগত কর্তৃত্ববহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না এবং ওষুধ ও কসমেটিকস আইন, ২০২৩ এর ৩০ ধারা অনুসারে ওষুধের দাম নির্ধারণ করতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, জানতে চাওয়া হয়েছে রুলে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই), জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারম্যানকে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। ক্যাব-এর পক্ষে করা রিটে বলা হয়েছে, ওষুধ আইন, ১৯৪০ ও ওষুধ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ, ১৯৮২-এর বিধান অনুসারে গেজেটের মাধ্যমে ওষুধের দাম নির্ধারণ করে দেওয়ার কথা থাকলেও সরকার ২০০০ সাল থেকে তা করছে না। এ সুযোগে কোম্পানিগুলো ইচ্ছামাফিক ওষুধের দাম নির্ধারণ করে অযৌক্তিক মুনাফা লুটছে। ওষুধ প্রস্তুত, আমদানি ও বিপণনের ব্যবসাটি অন্য দশটি ব্যবসার মতো নয়। ওষুধ একটি সেবাপণ্য। একই ওষুধ বিভিন্ন দামে বিক্রি হতে পারে না। মুনাফার লোভে এ ধরনের প্রবণতা একেবারেই কাম্য নয়। এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী যে বাণিজ্যিক সুবিধা নিচ্ছে তা অপরাধ হিসেবেই বিবেচনা করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে আরো তৎপর হতে হবে।

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, নিম্ন আয়ের মানুষদের কী হবে?

পবিত্র রমজান এবং ঈদকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। প্রতিবারের ন্যায় এবারো রমজান এবং ঈদকে ঘিরে দ্রব্যমূল্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু হতাশার বিষয় হলো ঈদের পরেও এসব দ্রব্য মূল্য রমযানের মতই স্থিতিশীল রয়ে গেলো বরং কিছু কিছু পণ্যর দাম প্রতিনিয়ত আরো বেড়ে যাচ্ছে। যার ফলে নিম্ন আয়ের মানুষেরা আরো বেশি দুর্ভোগনায় পড়ছে। পত্র পত্রিকা খবর থেকে জানা যায়, বাজারে ঈদের পর নতুন করে বেশ কিছু পণ্যের দাম বেড়েছে। গত সপ্তাহে রাজধানীর মালিবাগ, রামপুরা ও কারওয়ান বাজারে মূলত সরবরাহের সংকটে পেঁয়াজ ও রসুনের দাম বেড়েছে। মানভেদে পেঁয়াজের দাম কেজিতে বেড়েছে ৫ থেকে ১০ টাকা। এক সপ্তাহ আগে যে দেশি রসুন প্রতি কেজি ১২০ থেকে ১৫০ টাকা পর্যন্ত দামে বিক্রি হচ্ছিল, তা ১৩০ থেকে ১৭০ টাকা পর্যন্ত উঠেছে। ঈদের পর প্রতি ডজন ডিমে দাম বেড়েছে ১০ টাকা পর্যন্ত। এছাড়াও দাম বেড়েছে বোতলজাত সয়াবিন তেলের। এক লিটার বোতলজাত সয়াবিন তেলের নতুন দাম ১৬৭ টাকা ও পাঁচ লিটারের বোতল ৮১৮ টাকা। বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী দাম বাড়ানোর কারণ হিসেবে ভোজ্যতেলের ওপর থেকে মূল্য সংযোজন কর (মূসক বা ভ্যাট) প্রত্যাহারের মেয়াদ শেষ হওয়ার যুক্তি দেখিয়েছেন। তাহলে প্রশ্ন হলো অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম কেন বাড়ল? বাজার-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলেছেন, চালের দামের উর্ধ্বগতি শুরু হয় মূলত উঠেছিল রোজার আগে থেকে। এ ক্ষেত্রে মিলের মালিক ও অসাধু ব্যবসায়ীদের কারসাজির কথা শোনা গেলেও সরকার কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিয়েছে বলে জানা যায় না। দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরে আওয়ামী লীগের অনেক গুলো ইশতেহারের মধ্যে একটি ইশতেহার ছিল দ্রব্যমূল্য ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসা। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সরকার বিজয়ী হয়েছেন। কিন্তু বাস্তবতা ইশতেহারের বিপরীত দিকেই হাটছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের দাম বেড়েই চলেছে। এখনো দ্রব্যমূল্য ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আসে নাই। একজন স্বল্পআয়ের মানুষের পক্ষে দ্রব্যমূল্যে উর্ধ্বগতিতে পরিবারের দায়িত্ব নেওয়া যেন অনেকে হতাশ হয়ে পড়ে। যার ফলে অতিরিক্ত চিন্তার কারণে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। সরকার এই বিষয়ে সচেতন হওয়া জরুরি। বাজার সিন্ডিকেটের দরে আইনের আওতায় আনতে হবে। উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে কৃষকদের উৎসাহ জাগাতে হবে। অনাবাদি জায়গা যেন একটুও না থাকে সে বিষয়ে সকলকে সচেতন করতে হবে। এছাড়াও জাতীয় ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের দেশের সকল বাজার তদন্ত করে দেখতে হবে এবং সঠিক সমাধান করতে হবে। তাহলে সাধারণ মানুষের মাঝে কিছুটা হলেও স্বস্তি মিলবে।

ছাত্র রাজনীতি নয়, বন্ধ হোক ক্ষমতার অপব্যবহার

বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতির উজ্জ্বল ঐতিহ্য রয়েছে। ৫২এর ভাষা আন্দোলন, ৬২এর শিক্ষা আন্দোলন, ৬৯এর গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে ছাত্র আন্দোলনের গৌরবজনক ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু ৯০ সালে স্বৈরাচারের পতনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের যে নতুন অভিযাত্রা শুরু হয়েছে, তার সময় থেকেই শুরু হয়েছে ছাত্র রাজনীতির পচন। ফলে এখন ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সবাই শঙ্কিত। আমরা জানি ছাত্র যার অভিধা, অধ্যয়ন তার তপস্যা। ভবিষ্যৎ জীবন সুন্দরভাবে গড়তে অধ্যয়নের মাধ্যমে সাফল্য অর্জনই ছাত্রসমাজের প্রধান কাজ। কিন্তু বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের হাতিয়ার হয়ে পড়েছে ছাত্রসমাজ। ছাত্র রাজনীতির যে ঐতিহ্য একদা ছিল, তা আজ বিলীন হতে বসেছে। শিক্ষার্থীদের কাছে নিয়মানুবর্তিতা, শৃংখলা ও দেশের প্রতি দায়িত্ববোধ যেখানে কাঙ্ক্ষিত, সেখানে এর বিপরীত চিত্রই পরিলক্ষিত হচ্ছে বেশি। ছাত্রদের যেন পড়াশোনা নয়, রাজনীতির নামে গুন্ডামি প্রধান হয়ে গেছে এদেশে। এখন ছাত্ররা দেশের স্বার্থের কথা ভাবে না। তারা ভাবে নিজেদের স্বার্থের কথা। রাজনীতিতে তাদের যে আদর্শ ছিল তা আজ ভূলুণ্ঠিত। ছাত্র সংগঠনগুলো অভিভাবকহীন। ফলে রাজনীতির নামে দলীয় রাজনীতিতে ঝুঁকে পড়ায় তাদের মধ্যে সহিংসতা বাড়ছে। সংগঠনগুলো সামান্য কারণেই প্রতিপক্ষের ওপর চড়াও হচ্ছে। অনেক মেধাবী ছাত্রের জীবন এভাবে অকালে ঝরে পড়ছে। সংঘাতের কারণে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বিঘ্নিত হচ্ছে লেখাপড়ার স্বাভাবিক পরিবেশ। অথচ ছাত্র রাজনীতি এমন হলে তা থেকে অসততার, অন্যকে অত্যাচার করার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরিণত হবে। আর তা হওয়া যে উচিত নয়। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি আজকাল বড় হয়ে যাচ্ছে বা হয়! দেশ যখন নানা ধরনের সংকট অতিক্রম করছে ঠিক সেই সময়ে সরকারি দলের সহযোগী এসব সংগঠনের নেতাকর্মীদের মধ্যে বর্ষণ আর সংঘর্ষে। এ ছাড়া কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে খুনের মতো ঘটনা ঘটাচ্ছে। গ্যাং কালচারে জড়িয়ে পড়া এসব কিশোর অপরাধীকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে না পারলে ভবিষ্যতে সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য বড় ধরনের হুমকি হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। বর্তমানে ছাত্ররাজনীতির নামে যে ধ্বংসাত্মক ও রক্তাক্ত কর্মকাণ্ড চলছে, তা মানুষ আর নিতে পারছে না। তাই শিক্ষার পরিবেশ পরিষদ গঠন করুন। সব সংগঠনের সমন্বয়ে নিয়মিত বৈঠকের ব্যবস্থা করুন। সেখানে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হোক। কেউ আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিন। এই বিষয়ে কঠোর হোন, ছাত্ররাজনীতি নয়, অপরাজনীতি বন্ধ হোক চিরতরে। আর সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফিরে আসুক শিক্ষা এবং ছাত্র রাজনীতির সুষ্ঠ পরিবেশ।

শিক্ষার্থীদের কাছে নিয়মানুবর্তিতা, শৃংখলা ও দেশের প্রতি দায়িত্ববোধ যেখানে কাঙ্ক্ষিত, সেখানে এর বিপরীত চিত্রই পরিলক্ষিত হচ্ছে বেশি। ছাত্রদের যেন পড়াশোনা নয়, রাজনীতির নামে গুন্ডামি প্রধান হয়ে গেছে এদেশে। এখন ছাত্ররা দেশের স্বার্থের কথা ভাবে না। তারা ভাবে নিজেদের স্বার্থের কথা

আত্মহত্যা সমাধান নয়, নিজেকে ভালোবাসুন

তৌহিদ-উল বারী

মৃত্যু অপরিহার্য। চিরন্তন সত্য এই যে, প্রত্যেক মানুষকে মৃত্যুর স্বাদ নিতে হবে। আজ নতুবা কাল। মালাকুল মউত যেকোনো সময়ে এসে আমাদের জান কবছ করবেন তা নিঃসন্দেহে মাথায় রাখতে হবে। মেনে নিতে হবে মৃত্যুকে যেভাবেই হোক। তবে এই মৃত্যুর ফয়সালা আমাদের হাতে নয়। বরঞ্চ এটি আল্লাহর হুকুমে। তবে ভিন্ন ধরনের মৃত্যু নিজেই নিজেকে হত্যা করা। বলা হয়ে থাকে নির্মমভাবে নিজেকে হত্যার নামই আত্মহত্যা। সুখ-দুঃখ মানুষের নিত্যদিনের সঙ্গী। মানুষ অতি সুখে উৎফুল্লতায় যেমন বেড়ে উঠে তেমনি অতি দুঃখে হতাশাগ্রস্থ জীবন পরিচালনা করে। যেকোনো মানুষের বেলায় এটি চরম সত্য। কিন্তু ভাবনার আর চিন্তার বিষয় হচ্ছে সুখের দিনে নয় বরং চরম থেকে চরম দুঃসহনীয় দিনে। যেদিনে একটা মানুষ নিজেকে নিজেই হত্যা করার মতো বিষয় বেছে নেয়। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো পরিস্থিতি তার আয়ত্তে থাকে না। সে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে আর মোটেও প্রস্তুত নয়। শুধুই মাথায় ঘুরপাক কিভাবে মানসিক শান্তি পাওয়া যায়। কিভাবে নিজেকে দশ জনের থেকে আড়াল করা যায়। খালি চিন্তা, নিজেকে শেষ করতে পারলেই বুঝি বাঁচা গেলো। এমন কষ্টের আর দুর্দিনের পরিস্থিতিতেই মানুষ আত্মহত্যার মতো নিকৃষ্ট পথ বেঁচে নেয়। আত্মহত্যা যে কত নির্মম, আত্মহত্যা যে কত নিষ্ঠুর-তা যদি একজন আত্মহত্যাকারী তার মৃত্যুর আগে সুস্থ মস্তিষ্কে বুঝতে পারতো! হয়তো, মৃত্যুর ওপারের জীবন কেমন আমাদের জানার সুযোগ নেই। তাই হয়তো বেঁচে থাকার এপারের জীবনে মানুষ এমন কিছু ঘটনার সম্মুখীন হয় যে ঘটনায় তার জীবন হয়ে ওঠে অতি তুচ্ছ। যা হননে একজন মানুষ একটি মুহূর্তের জন্য এই মায়াবী পৃথিবীটাকে ভুলে যায়। সিদ্ধান্ত নেয় নিজেকে হত্যার মতো জঘন্যতম ঘটনা। এই নিষ্ঠুর ঘটনা হতে পারে একটি পরিবারের স্বপ্ন ভঙ্গের অন্যতম কারণ। যেটি পরে রূপ নেয় ভয়ংকর বিষণ্নতায় মোড়া এক অলীক পরিণতির। কেন এই আত্মহত্যার প্রতি মানুষের এত ঝুঁক? কেন এই সিদ্ধান্ত নিতে মানুষ একটা মুহূর্তের জন্যও ভেবে উঠে না? কি বলছে বিশিষ্টজনরা-প্রতিবছর প্রায় দশ লক্ষ মানুষ আত্মহত্যা করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে প্রতি বছর সারা বিশ্বে যে সব কারণে মানুষের মৃত্যু ঘটে তার মধ্যে আত্মহত্যা ত্রয়োদশতম প্রধান কারণ। কিশোর-কিশোরী আর যাদের বয়স পঁয়ত্রিশ বছরের নিচে, তাদের মৃত্যুর প্রধান কারণ হচ্ছে আত্মহত্যা। নারীদের তুলনায় পুরুষদের মধ্যে আত্মহত্যার হার অনেক বেশি। পুরুষদের আত্মহত্যা করার প্রবণতা নারীদের তুলনায় তিন থেকে চার গুণ বেশি। উইকিপিডিয়ার তথ্য মতে, প্রায় ২৭% থেকে ৯০% এরও বেশি সময় আত্মহত্যার সাথে মানসিক অসুখের সম্পর্ক থাকে। এশিয়াতে, মানসিক রোগের হার পশ্চিমা দেশের চেয়ে অনেক কম। যাদেরকে সাইকিয়াট্রিক ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছে তাদের পূর্ণ আত্মহত্যার ঝুঁকি রয়েছে ৮.৬%। আত্মহত্যার মাধ্যমে মারা যায় তাদের প্রায় অর্ধেকের মধ্যে জটিল ডিপ্রেশন থাকতে পারে; এই বা অন্য কোনো মানসিক রোগ যেমন বাইপোলার ডিসঅর্ডার আত্মহত্যার জন্য ২০ গুণের বেশি ঝুঁকি বাড়ায়। অন্যান্য অবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সিজোফ্রেনিয়া (১৪%), ব্যক্তিত্বের রোগ (৮%), দ্বিপক্ষীয় ব্যাধি, মোটা হওয়া জনিত ব্যাধি, এবং ট্রোমাউত্তর স্ট্রেস ডিসঅর্ডার। অন্যরা অনুমান করে যে প্রায় অর্ধেক যারা আত্মহত্যা করে এমন ব্যক্তিদের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র রোগের আবির্ভাব ঘটতে পারে যাকে সীমানাগ্রাহ্য ব্যক্তিত্বের ব্যাধি হিসাবে দেখা হয়। সিজোফ্রেনিয়া রোগে আক্রান্তদের মধ্যে প্রায় ৫% মানুষ আত্মহত্যা করেন। ঝুঁকির পরিমাণ বেশি থাকে এমন রোগ হল অতিরিক্ত খাওয়া জনিত রোগ। প্রায় ৮০% আত্মহত্যা করেছেন যারা মৃত্যুর আগে এক বছরের মধ্যে ডাক্তার দেখিয়েছেন, এবং যারা আগের মাসে ডাক্তার দেখিয়েছেন তাদের প্রায় ৪৫% আত্মহত্যা করেছেন। যারা আত্মহত্যা করেছিলেন তাদের প্রায় ২৫-৪০% আগের বছর মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবাগুলির সাথে যোগাযোগ করেছিল। ঝঝজও টাইপের এন্টিডিপ্রেসেন্ট শিশুদের মধ্যে আত্মহত্যার ঝুঁকি বৃদ্ধি করে কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কদের ঝুঁকি পরিবর্তন করে না। তবে ইসলাম ধর্মে বলা আছে যে, এক কথায় আত্মহত্যা করা কবিরা গুনাহ বা বড় গুনাহ। যা তাওবা ছাড়া মাপ হওয়া সম্ভব না। একমাত্র তাওবার মাধ্যমেই এ গুনাহ থেকে মাফ পাওয়া যায়। কিন্তু আত্মহত্যাকারী ব্যক্তির তাওবার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু তাওবা না করলেও আল্লাহ তাআলা ইচ্ছে করলেই ওই ব্যক্তিকে নিজ রহমতে মাফ করে দিতে পারেন। কিংবা তাকে দীর্ঘস্থায়ী শাস্তি দিতে পারেন। আমাদের বিষন্ন লাগতেই পারে। মন খারাপ হতে পারে, হতাশ থাকতে পারে। এগুলো কোনো বড় বিষয় নয়। শরীরের রোগের মতো মনের রোগের চিকিৎসার বিষয়টি নিয়ে আমাদের সচেতন হতে হবে। আমাদের মনের যত্ন নিতে হবে। আত্মবিশ্বাসী হতে হবে, এ জায়গায় নিজেকে কঠোর থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, জীবনে আঘাত, দুঃখ, বেদনা, কষ্ট আসে জীবনকে শক্ত করার জন্য; মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্য নয়। মৃত্যু আমাদের জীবনের লক্ষ্য নয়, বেঁচে থাকাটাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য। আমরা চাই, মানুষ নিজেকে ভালবেসে বেঁচে থাকুক, আত্মহত্যার মতো পাপ নিয়ে না ঘটাক জীবনের ইতি।

(লেখক: শিক্ষার্থী)

আপনি কি এখনো কিছুই করছেন না?

সাইফুল হোসেন

আপনারা যারা ভরহভধপঃং চ্যানেলে আমার ভিডিও নিয়মিত শুনেন তাঁদের মধ্যে অনেকেরই প্রশ্ন 'আমি কি করবো, আমি কাজ করতে চাই, আমি কাজ করতে পারছি না, কি কাজ করবো একটা পরামর্শ দেন'। আমি তাদেরকে বলছি যে এভাবে তৎক্ষণাৎ কোন রেডিমেড পরামর্শ দেয়া সম্ভব নয়। আমি আপনার সম্পর্কে জানি না ,আপনার এডুকেশন সম্পর্কে জানি না, আপনার অবস্থান সম্পর্কে জানি না, আপনার ইচ্ছা সম্পর্কে জানি না, আপনার স্কিল সম্পর্কে জানি না, আমি কিভাবে বলতে পারি যে আপনি এই কাজটা করেন। আসলেই কি এটা সম্ভব? আপনি যাকে এই প্রশ্নটা করবেন সে আপনাকে সঠিক উত্তরটা দিতে পারবে না। তাহলে সত্যি উত্তরটা আছে কার কাছে। সঠিক উত্তর দেওয়ার জন্য আপনিই হচ্ছেন সঠিক ব্যক্তি কারণ একমাত্র আপনিই জানেন যে আপনি কি করতে চান। আর আমি আমার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দিয়ে জানি যে আপনার মন আপনাকে যেটাতে সায় দিবে আপনি সেটাই করতে পারবেন। কারণ আপনি অনেক পাওয়ারফুল, আপনি ইউনিক। আপনার মধ্যে আল্লাহ তালা অনেক ক্ষমতা দিয়েছেন যা অন্যদের মধ্যে দেননি। যদি মানসিকভাবে আপনার কোন অসুস্থতা না থেকে থাকে তাহলে আপনি অনেক কিছুই পারবেন যদি আপনি চান। আমরা জানি অধিকাংশ মানুষেরই কমপ্লেন যে আমি কিছু করতে পারছি না। তার মানে আপনার কিছু করার ইচ্ছে আছে। আপনার একটা গাইডলাইন দরকার। চলুন গাইডলাইন নিয়েই বরং কথা বলি। আমার প্রথম অনুরোধ হচ্ছে আপনি নিজের সাথে বসুন, নীরবতায় নিজের সাথে বসুন। খাতা কলম নিয়ে বসুন । এইবার চোখ বন্ধ করে ভেবে দেখুনতো আপনার কি কি গুণ আছে, কোন কোন গুণের প্রশংসা আপনার আপনজনেরা অতীতে করেছে। কেউ বলেছেন আপনি এই কাজটা ভালো করেন, কেউ বলেছেন আপনি ওই কাজটা ভালো করেন। এই গুলো ভাবুন ও লিখুন। কাজ হোক আপনার নিত্য সঙ্গী, সাফল্য আপনার আসবেই, দুদিন আগে বা দুদিন পরে। ভুলে গেলে চলবে না যে কোনো পরিশ্রমী মানুষ বিফল হয় না কিন্তু অনেক যোগ্য মানুষ বিফল হয় শুধুমাত্র পরিশ্রম না করার কারণে। প্রত্যেক মানুষের এক বা একাধিক হিডেন ট্যালেন্ট আছে, প্রতিটা মানুষই গুণ সম্পন্ন মানুষ বিশেষ গুণ-সম্পন্ন মানুষ। যদি সেটাই হয় তাহলে কেন আমরা কোন কাজ খুঁজে বের করতে পারছি না। তাই জন্য বলছি যে আপনি নিজের সাথে বসুন, এবং চোখ বন্ধ করে ভাবুন যে আপনি কি কি করতে পারেন। এক দুই তিন করে আপনি লিখুন। আপনি ক্রিয়েটিভ । অনেক কিছু লিখতে পারেন। ধরুন যেমন আপনাকে কেউ যদি একটু দেখিয়ে দেয় আপনি একটা ওয়েবসাইট তৈরি করে ফেলতে পারবেন। এভাবে নিজেকে একটু ভাঙ্গুন চিন্তার মধ্যে। আপনার গুন গুলো খুঁজে বের করুন, আপনি কি কি পারেন শুধু সেটাই চিন্তা করুন, কি কি পারেন না সেটা চিন্তা করার দরকার নেই। সবশেষে আপনি দেখুন, আপনি যে কাজগুলো পারেন, সেগুলো মানুষের কোন কাজে আসে কিনা। যদি কারোর কাজে লাগে আপনার কাজ হল তার কাছে পৌঁছানো। যদি তার কাজটা করে দিতে পারেন তাহলে সে আপনাকে পয়সা দিবে। আমাদের দেশে প্রধানত দুই ভাবে আয় করা যায়, চাকরি করে আর বিজনেস করে। খন্ডকালীন কাজ আছে আবার ফ্রিল্যান্সিং করে আয়েরও পথ আছে। তবে মেইন হলো চাকরি আর ব্যবসা। ধরুন আপনি মনে করছেন যে আপনার ব্যবসা করার খুব ইচ্ছা কিন্তু টাকা নেই। টাকার খুব দরকার, কিন্তু ভাবছেন টাকা কই পাবো। আমার পরামর্শ হচ্ছে আপনি প্রথমেই টাকার চিন্তাটা না করে, কোন ব্যবসাটা করতে চান সেটার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করুন। ওই ধরনের ব্যবসা যে করছে তাকে আপনি হেল্প করা শুরু করুন। অল্প বেতন হলেও আপনি সেই কাজটা শিখতে পারবেন। আপনার উদ্দেশ্যে কিন্তু ওখানে বেশি বেতন পাওয়া না, আপনার কাজ হচ্ছে এই ব্যবসার ব্যাপারে সবকিছু জানা। এই জানতে জানতেই দেখবেন আপনার অনেকগুলো দরজা খুলে যাবে। আপনি নিজেও জানেন না যে কখন কোন সুযোগ চলে আসবে। এক সময় গিয়ে দেখবেন আপনি ঠিকই ওই ব্যবসার সাথে যুক্ত হয়ে গেছেন। এভাবে পৃথিবীর অনেক লোক বড় বড় ব্যবসায়ী হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তুলেছেন। এখন যারা বড় বড় ব্যবসায়ী তারা এককালে অনেক ছোট কিছু দিয়ে শুরু করেছিলেন। আমার কথা হচ্ছে আপনি কেন শুরু করছেন না? অলস বসে থাকবেন না, ঘুরে বেড়াবেন না, কিছু না কিছু শুরু করুন। আপনি গ্রাজুয়েট হয়েছেন আপনি কোন কিছু না করতে পারলে চায়ের দোকানে গিয়ে হেল্প করেন। সেটাও একটি কাজ। লজ্জাকে দূরে ঠেলে দিন। আমি চায়ের ব্যবসায় জড়িত হতে বললাম কারন আপনি হয়তো মনে করবেন যে চায়ের ব্যবসা অনেক ছোট একটি কাজ। মনে রাখতে হবে কোন কাজই ছোট না। আপনি একটা ছোট কাজকেই গ্রেট ওয়েতে করতে পারেন। একটা গ্রেট ওয়ার্ক ছোট হয়ে যেতে পারে যদি আপনি সেটা ছোট মানুষের মতো করেন কিন্তু একটা ছোট কাজ যদি আপনি গ্রেট মানুষের মতো করেন তাহলে সেই ছোট কাজটি গ্রেড হয়ে যেতে পারে। আপনি যদি চাকরি না করেন তাহলে ব্যবসা শুরু করুন। আশেপাশে তাকালেই দেখতে পাবেন যে কেউ কেউ একটি ভালো চাকরির আশায় এক দুই বছর বেকার। আমি তো প্রথমেই বলেছি যে আপনি কোনো কাজ শুরু করতে চাইলে দেখবেন অনেকগুলো দরজা খুলে গেছে। দেখবেন অনেক মানুষের সাথে আপনার যোগাযোগ হবে, অনেক মানুষের সাথে পরিচয় হবে, অনেক জ্ঞান বুদ্ধি মাথায় আসবে। যেটা আপনাকে সামনে পরবর্তীতে বড় কাজ করতে সহায়তা করবে। সুতরাং বসে থাকবেন নাকি কাজ করবেন এই ডিসিশনটা আপনার। কিন্তু আমার মনে হয় বসে থাকা কোনো সল্যুশন নয়। আপনি ঘরে বসে থাকলে এক সময় ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে অসুস্থ হয়ে যাবেন। তখন আপনার জন্য কাজ পাওয়া সহজ হবে না। আপনার বারবার চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টা করতে করতে দেখবেন যে এক সময় গিয়ে কিছু একটা হয়ে গেছে। চেষ্টা না করে আপনি যতদিন ঘরে বসে থাকবেন, দেখবেন কিছুই হচ্ছে না। কারণ কাজ যে দিবে সেই মানুষটার কাছে আপনার যেতে হবে, আপনার নেটওয়ার্কিং করতে হবে। শুধু মামা চাচা আছে বলে কাজ পাবেন যাদের নাই তারা পাবেন না ব্যাপারটা ঐরকম নয়। যারা মামা চাচা নয় তাদেরকে মামা চাচা বানিয়ে নিতে হবে আপনার সততা দিয়ে, আপনার ভালো ব্যবহার দিয়ে ,আপনার গুড নেটওয়ার্ক দিয়ে। মনে রাখবেন সবাই সৎ ও যোগ্য মানুষ খুঁজে বেড়ায়। সুতরাং আর একদিনও বলবেন না যে আপনার দ্বারা কিছু হবে না, আপনার হাতে কাজ নেই। বরং আপনি যে কাজ করতে পারেন সে কাজ দিয়ে শুরু করুন, সেটা যদি মাটি কাটাও হয় সেটাই শুরু করুন। যদি আপনার লক্ষ্য থাকে, মনোবল থাকে, সততা থাকে এবং সঠিক ভিশন থাকে, তাহলে দেখবেন যে আপনি যতই ছোট কাজ দিয়ে শুরু করুন না কেন, আপনার পরিসমাপ্তি হচ্ছে খুব বড় কাজ দিয়ে। কাজ হোক আপনার নিত্য সঙ্গী, সাফল্য আপনার আসবেই, দুদিন আগে বা দুদিন পরে। ভুলে গেলে চলবে না যে কোনো পরিশ্রমী মানুষ বিফল হয় না কিন্তু অনেক যোগ্য মানুষ বিফল হয় শুধুমাত্র পরিশ্রম না করার কারণে। ভালো থাকুন। লেখক: দি আর্ট অব পার্সোনাল ফাইনান্স ম্যানেজমেন্ট বইয়ের লেখক, কলামিস্ট, ইউটিউবার এবং ফাইনান্স ও বিজনেস স্ট্রাটেজিস্ট।

হালাল উপার্জনে হৃদয়ে প্রশান্তি মেলে

মাহমুদ আহমদ

ইসলামে হালাল উপার্জনের গুরুত্ব অপরিসীম। হালাল উপার্জনই শ্রেষ্ঠ উপার্জন কিন্তু আজ আমরা সম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে এতটাই লাগামহীন হয়ে গেছি যে হালাল-হারাম দেখার যেন সময়ই নেই। যেভাবে পারছি সম্পদ হস্তগত করে ছাড়ছি। বিশ্বনবি (সা.) বলেছেন, 'মানুষের এমন এক কাল অতিক্রম করবে, যাতে মানুষ এ কথার চিন্তা করবে না, যে সম্পদ উপার্জন করা হচ্ছে তা হালাল না হারাম?' (মিশকাত) বর্তমান আমরা এমন যুগই অতিক্রম করছি। অথচ রিজিকের মালিক হলেন সৃষ্টিকর্তা। তিনি যাকে চান প্রভূত রিজিক দান করেন। আমাদের কাজ হল তার নির্দেশ অনুযায়ী পরিশ্রম করে হালাল উপার্জন করা। যেভাবে আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেন: 'তুমি বল, নিশ্চয় আমার রব যার জন্য চান রিজিক সম্প্রসারিত করে দেন এবং সংকুচিতও করে দেন কিন্তু অধিকাংশ, লোক তা জানে না।' (সুরা সাবা : আয়াত ৩৬) ইসলাম এমন একটি শান্তিপ্রিয় ধর্ম যেখানে সবকিছুর সমাধান বিদ্যমান। একজন মানুষ কেবল তখনই শান্তির ধর্মের প্রকৃত অনুসারী হতে পারে যখন সে আল্লাহর সকল নির্দেশাবলীর ওপর আমল করে চলে। আল্লাহর নির্দেশাবলীর ওপর পরিপূর্ণ আমল করলে রিজিকেরও ঘাটতি হতে পারে না। মূলত আমাদের নিজেদের ভুলের জন্যই সংসারে অভাব-অনটন দেখা দেয়। সংসারে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য হালাল জীবিকার গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা ইবাদত কবুলের পূর্বশর্তই হলো হালাল জীবিকা উপার্জন করা। আল্লাহর রাসুল (সা.) হালাল রোজগারের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। হাদিসে এসেছে হজরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রা.) বলেন, হজরত রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ তার রশি নিয়ে চলে যাক, পিঠে কাঠের বোঝা বহন করে এনে তা বিক্রি করুক এবং তার চেহারাকে আল্লাহর আজাব থেকে রক্ষা করুক। এটা তার জন্য মানুষের কাছে ভিক্ষা করার চেয়ে উত্তম। চাই তাকে দান করুক বা না করুক (মুসলিম) রাসুল (সা.) বলেন, 'কেয়ামতের ময়দানে বনু আদমকে পাঁচটি প্রশ্ন করা হবে। সেই পাঁচটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত কোনো মানুষ অর্ধ হাত পরিমাণ সামনে অগ্রসর হতে পারবে না। তার মধ্যে একটি হলো-সে কোন পথে উপার্জন করেছে।' (তিরমিজি) হালাল উপার্জনের পাশাপাশি রিজিক বৃদ্ধির জন্য আমাদেরকে সবসময় দোয়াও করতে হবে। অভাব মোচনে যে দোয়াটি আমরা অধিক পাঠ করতে পারি- 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা আনযিল আলায়না মা ইদাতাম মিনাস সামাই তাকুনু লানা ঈদাল্লি আওওয়ালিনা ওয়া আখিরিনা ওয়া আয়াতাম মিনকা ওয়ারযুকনা ওয়া আনতা খায়রুর রাযিকিন।' (সুরা মায়েদা: আয়াত ১১৪) অর্থ: 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ! তুমি আকাশ থেকে আমাদের জন্য খাবার ভরতি খাঞ্চা অবতীর্ণ কর যেন তা আমাদের প্রথম অংশের জন্য আর আমাদের শেষ অংশের জন্য আনন্দোৎসব হবে এবং তোমার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন হয়। তুমি আমাদেরকে রিযিক দান কর। প্রকৃতপক্ষে তুমিই উত্তম রিজিকদাতা।' আমরা যদি সবসময় দোয়া করি আর হালাল রিজিক ভক্ষণ করি তাহলে আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারব। হজরত আবু সাইদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, হজরত রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি হালাল রিজিক ভক্ষণ করল আর সুন্নত মতে আমল করল এবং মানুষ তার কষ্ট থেকে নিরাপদ রইল, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তখন এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসুল, এ ধরনের লোক বর্তমানে অনেক। তিনি বলেন, আমার পরে তা কয়েক যুগ পাওয়া যাবে।' (তিরমিজি) এছাড়া বেশি বেশি ইস্তেগফার করলেও রিজিক বৃদ্ধি পায় আর অভাব মোচন হয়। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি নিয়মিত ইস্তেগফার করবে আল্লাহ তার সব সংকট থেকে উত্তরণের পথ বের করে দেবেন, সব দুশ্চিন্তা মিটিয়ে দেবেন এবং অকল্পনীয় উৎস থেকে তার রিজিকের সংস্থান করে দেবেন।' (আবু দাউদ ও ইবনে) আসলে আমাদের মাঝে যখন অভাব দেখা দেয় তখন আল্লাহর দিকে ঝুঁকি কিন্তু অভাব দূর হওয়া মাত্রই আল্লাহকে ভুলে যাই আর কৃপণতা দেখাই। আজ বেশির ভাগ পরিবারে ঝগড়া-বিবাদ আর অশান্তি যেন লেগেই আছে। সংসারে শান্তি নেই, ছেলেমেয়েদের সাথে পিতামাতার সম্পর্ক নেই, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মিল নেই, যার ফলে প্রতিদিন কতইনা সংসার ভেঙ্গে যাচ্ছে। আমি মনে করি পরিবারে অশান্তির কারণগুলোর মধ্যে বিশেষ একটি কারণ হল অধিক চাহিদা আর হারাম উপার্জন। মানুষের চাহিদা যখন বেড়ে যায় তখন অপ্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানোর জন্য সে আর হালাল-হারাম নিয়ে ভাবেনা। আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাই যারা হালাল উপার্জন করে সহজ-সরল জীবন-যাপন করেন তাদের পরিবারের সদস্যরা এমনিতেই স্বল্পেতুষ্ট থাকেন। এদের এতসব চাহিদাও নেই আর পরিবারে সবসময় বিরাজ করে অনাবিল সুখ-শান্তি। আরেকটি বিষয় আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, আমরা যদি আমাদের আত্মীয়স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখি তাহলে আল্লাহতায়ালা আমাদের রিজিকে বরকত দিবেন আর আমাদের আয়ু বাড়িয়ে দিবেন। হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহকে (সা.) বলতে শুনেছি তিনি ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি কামনা করে তার রিজিক প্রশস্ত করে দেয়া হোক এবং তার আয়ু দীর্ঘ করা হোক সে যেন তার আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখে।' (বুখারি ও মুসলিম) হালাল উপর্জনে হৃদয়ে যে প্রশান্তি পাওয়া যায় তা আর কোনভাবেই পাওয়া সম্ভব নয়। তাই আসুন, পরিবারে সুখ-শান্তি ও হৃদয়ের প্রশান্তির জন্য হারাম উপার্জন ত্যাগ করে হালাল উপার্জন করি। আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে হালাল উপার্জন ও হালাল রিজিক ভক্ষণ করার তৌফিক দান করুন, আমিন।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও গবেষক।

মোবাইল ব্যাংকিং যেভাবে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ করছে

দীপিকা মজুমদার

একবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই তথ্য ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন মানুষের জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। প্রযুক্তির এই কল্যাণে E-Business, E-Commerce, E-Marketing, E- Banking ইত্যাদি পরিভাষার সাথে প্রতিনিয়ত পরিচিত হচ্ছে অর্থনীতি। এমনই একটি পরিভাষা হলো মোবাইল ব্যাংকিং (গড়নরষব ইধহশরহম) যা আধুনিক ব্যাংকিংয়ের নতুন সংযোজন।মোবাইলের মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবা গ্রহণের প্রক্রিয়াকে বলা হয় মোবাইল ব্যাংকিং। প্রযুক্তিপ্রেমী সমাজকে সেকেলে ও কাগুজে ব্যাংকিং কার্যক্রমের পরিবর্তে অত্যাধুনিক ও বিদ্যুৎগতির ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করছে মোবাইল ব্যাংকিং। ১৯৯৯ সালে সর্বপ্রথম মোবাইল ব্যাংকিং সুবিধা নিয়ে আসে ইউরোপীয় ব্যাংকগুলো। সীমাবদ্ধ সুবিধা সম্পন্ন এই সেবাটি তখন এসএমএস ব্যাংকিং নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীতে ২০১০ সালে অ্যাপলের আইফোন ও অ্যান্ড্রয়েড ভিত্তিক স্মার্টফোনের জন্য মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপলিকেশন (অ্যাপ) নির্মাণের মাধ্যমে, মোবাইল ব্যাংকিং সেবার দুনিয়ায় আসে যুগান্তকারী পরিবর্তন। সময়ের স্রোতে প্রযুক্তির হাত ধরে প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে মোবাইল ব্যাংকিং সেবার মান ও পরিধি। ডিজিটাল লাইফস্টাইলে যুক্ত করেছে নতুনমাত্রা। সময় অসময় বলে কোনো কথা নেই। মুহূর্তেই লেনদেনের জন্য মোবাইল ব্যাংকিংয়ের কোনো জুড়ি নেই। ২০১০ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক ও ২০১১ সালে ডাচ-বাংলা ব্যাংক বাংলাদেশে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা চালু করে। বর্তমানে ১৩টি প্রতিষ্ঠান মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) দিচ্ছে। এগুলোর মধ্যে বিকাশ, নগদ, রকেট, সিউর ক্যাশ, এম ক্যাশ, উপায় ইত্যাদি বাংলাদেশের মোবাইল ব্যাংকিং খাতে খুবই পরিচিত নাম। ঘরে বসেই ঝামেলামুক্তভাবে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা প্রতিষ্ঠানে খোলা যাচ্ছে হিসাব। ফলস্বরূপ দিন দিন বেড়ে চলেছে গ্রাহকের সংখ্যা। বাংলাদেশ ব্যাংকের এমএফএস হালনাগাদ পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত মোবাইল ব্যাংকিংয়ে নিবন্ধিত গ্রাহক সংখ্যা ২২ কোটি ১৪ লাখ ৭৮ হাজার। অনেক গ্রাহক খুলেছেন একাধিক হিসাব। গ্রাহক সংখ্যার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মোবাইল ব্যাংকিং খাতে লেনদেনের পরিমাণ। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেই মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে গ্রাহকরা ৭৭ হাজার ২২ কোটি টাকার লেনদেন করেছেন। যা ২০১৫ সালের জুলাই মাসে ছিল মাত্র ১৩ হাজার কোটি টাকা। এই বিপুল পরিমাণ অর্থের লেনদেন অবদান রাখছে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে। বাড়ছে মাথাপিছু আয়। ১৯৯৯ সালে সর্বপ্রথম মোবাইল ব্যাংকিং সুবিধা নিয়ে আসে ইউরোপীয় ব্যাংকগুলো। সীমাবদ্ধ সুবিধা সম্পন্ন এই সেবাটি তখন এসএমএস ব্যাংকিং নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীতে ২০১০ সালে অ্যাপলের আইফোন ও অ্যান্ড্রয়েড ভিত্তিক স্মার্টফোনের জন্য মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপলিকেশন (অ্যাপ) নির্মাণের মাধ্যমে, মোবাইল ব্যাংকিং সেবার দুনিয়ায় আসে যুগান্তকারী পরিবর্তন।

কোভিড-১৯ মহামারির প্রাদুর্ভাবের পর সহজে, দ্রুততম সময়ে এবং নিরাপদে আর্থিক সেবা পাওয়ার মাধ্যম হিসেবে রাতারাতি বাড়তে থাকে এমএফএস-এর গুরুত্ব ও গ্রাহক সংখ্যা। ২০১৯ সালে এমএফএস গ্রাহক সংখ্যা ছিল ৮ কোটি ৪৩ লাখ যা বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী পরবর্তী চার বছরে ১৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যক্তিগত লেনদেনেও মোবাইল নির্ভরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। হাতে থাকা মোবাইলটি মানুষের নগদ অর্থের চাহিদা পূরণ করছে। ব্যাংকে না গিয়ে মোবাইল ফোন ব্যবহার করে ব্যাংকিং সুবিধা গ্রহণের পাশাপাশি বিভিন্ন বিল (বিদ্যুৎ, ওয়াসা, গ্যাস, টেলিফোন) পরিশোধ করা যাচ্ছে এক নিমিষেই। এতে লাঘব হয়েছে মানুষের সময় ও শ্রম ব্যয়। স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন, সুপার শপ ও অনলাইনে কেনাকাটা, সরকারি ভাতা, পেনশন, বাস, ট্রেন ও প্লেনের টিকিট ক্রয়, ক্রেডিট কার্ড ও ব্যাংক ঋণের কিস্তি পরিশোধ, মোবাইল রিচার্জ, বিভিন্ন অনুদান ও সাহায্য প্রদান, রেমিট্যান্স পাঠানো ইত্যাদি ক্ষেত্রে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা এখন অন্যতম পছন্দের মাধ্যম। একযুগ পাড়ি দিয়ে মোবাইল ব্যাংকিং সার্ভিস আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। বর্তমানে এমএফএসগুলোর মাধ্যমে প্রতিমাসে এক ট্রিলিয়ন টাকা লেনদেন হচ্ছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে জাতীয় বাজেটের পরিমাণ ছিল যেখানে ৭ ট্রিলিয়ন টাকার বেশি। সেইখানে প্রতিবছরে শুধুমাত্র এমএফএসগুলোর মাধ্যমে বাজেটের চেয়ে বেশি লেনদেন হচ্ছে। ২০১০ সালের আগে এই পরিস্থিতি চিন্তাও করা যেত না। সেই সময় কাউকে টাকা পাঠানোর জন্য সরাসরি যেতে হতো বা ডাক বিভাগের মানি অর্ডার ও কুরিয়ার সার্ভিসের সাহায্য নিতে। আর এখন হাতের মুঠোর মোবাইল দিয়ে এক ক্লিকেই টাকা পাঠানো যাচ্ছে শহর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে। ২০২১ সালে প্রকাশিত সরকারের জাতীয় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কৌশলপত্রে ২০২৬ সালের মধ্যে শতভাগ জনগণকে আর্থিক সেবার আওতায় নিয়ে আসার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে এমএফএস। এর মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবার বাইরে থাকা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বড় অংশকে অর্থনীতির মূলধারায় সংযুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। মোবাইল ব্যাংকিং অর্থ স্থানান্তরের ক্ষেত্রে গ্রামীণ জনজীবনে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতি বেড়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ গ্রামের আত্মীয়স্বজনের কাছে সরাসরি পৌঁছে দিতে মোবাইল ব্যাংকিং ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বলছে, শহরের ৩১.২৬ শতাংশ এবং গ্রামের ২২.৫১ শতাংশ মানুষ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত। যেখানে ২০১১ সালে প্রাপ্তবয়স্ক ৩২ শতাংশ মানুষ আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় ছিল। মোবাইল ব্যাংকিং অর্থ স্থানান্তরের ক্ষেত্রে গ্রামীণ জনজীবনে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতি বেড়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ গ্রামের আত্মীয়স্বজনের কাছে সরাসরি পৌঁছে দিতে মোবাইল ব্যাংকিং ভূমিকা রাখছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রাপ্ত টাকার সিংহভাগই গ্রামের মানুষ খরচ করে থাকে ভোগে। তাই বলা যায়, গরিবের ভোগ বৃদ্ধি তথা দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যাপক অবদান রাখছে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা। পিছিয়ে পড়া নারীদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস। চাকরিজীবী থেকে শুরু করে গৃহস্থালি কাজ সামলানো নারী সবাই যুক্ত হতে পারছেন এমএফএস খাতে। এমএফএস হিসাব খোলার দিক গ্রামীণ নারীরা শহুরে নারীর চেয়ে এগিয়ে আছে। নারীদের বড় অংশ বাড়িতে বসে শহর থেকে পাঠানো অর্থ হাতে পাচ্ছে। এতে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা। লিঙ্গভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, দেশের ৫২.৩৩ শতাংশ পুরুষ এবং ২৬.৫৭ শতাংশ নারী মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন করেছেন। মোবাইল ব্যাংকিং সার্ভিস এজেন্ট ব্যবসার মাধ্যমে অনেক বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। এজেন্টরা সরাসরি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে কাজ করতে পারছে। বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান এবং শিল্পমালিক থেকে শুরু করে অল্প আয়ের মানুষ, সবাই পাচ্ছে এমএফএস-এর সুবিধা। ভোগ্যপণ্য প্রতিষ্ঠান তাদের পণ্য বিক্রির টাকা এই সেবার মাধ্যমে সংগ্রহ করছে। শ্রমিকের বেতন দেওয়া, ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও আদায় এবং বিদেশি সংস্থার তহবিল বিতরণও হচ্ছে এর মাধ্যমে। মোবাইল ব্যাংকিং সেবার সিংহভাগই বিকাশের দখলে। মোবাইল ব্যাংকিং বাজারে একচেটিয়া মনোভাব ভেঙে প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে এই খাতের অগ্রযাত্রা ত্বরান্বিত করা সম্ভব। সাথে প্রয়োজন এমএফএস-এর মাধ্যমে অর্থ পাচার রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ। সামগ্রিক অর্থনীতি ও জীবন যাত্রার মানের উপর মোবাইল ব্যাংকিং সেবার ধনাত্মক ভূমিকা দৃশ্যমান। স্মার্ট বাংলাদেশে ফিনান্সিয়াল ইকোসিস্টেম শক্তিশালী করে ক্যাশলেস সমাজ বিনির্মাণে মোবাইল ব্যাংকিং হয়ে উঠেছে প্রধান হাতিয়ার।

মোবাইল ব্যাংকিং অর্থ স্থানান্তরের ক্ষেত্রে গ্রামীণ জনজীবনে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতি বেড়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ গ্রামের আত্মীয়স্বজনের কাছে সরাসরি পৌঁছে দিতে মোবাইল ব্যাংকিং ভূমিকা রাখছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রাপ্ত টাকার সিংহভাগই গ্রামের মানুষ খরচ করে থাকে ভোগে। তাই বলা যায়, গরিবের ভোগ বৃদ্ধি তথা দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যাপক অবদান রাখছে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা। পিছিয়ে পড়া নারীদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে মোবাইল

দীপিকা মজুমদার ।। সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

জোড়া বোমা বিস্ফোরণে ডিআর কঙ্গোতে শিশুসহ নিহত ১২

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক (ডিআর) অব কঙ্গোর পূর্বাঞ্চলীয় শহর গোমাতে জোড়া বোমা বিস্ফোরণে আশ্রয় নেওয়া বাস্তুচ্যুত মানুষের দুটি শিবিরে আঘাত হেনেছে। এতে শিশুসহ অন্তত ১২ জন নিহত হয়েছে। দেশটির সরকারি কর্মকর্তা, জাতিসংঘ এবং একটি সাহায্যকারী গোষ্ঠী এই তথ্য জানিয়েছে। স্থানীয় সময় শুক্রবার এই জোড়া বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। কঙ্গোর উত্তর কিভু প্রদেশের রাজধানী গোমা শহরের কাছে ল্যাক ভার্ট এবং মুগুঙ্গার ক্যাম্পগুলো লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হয় বলে জাতিসংঘ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, এ ঘটনায় আরো অন্তত ২০ জন আহত হয়েছে। কঙ্গোলিজ সামরিক বাহিনী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিবেশী রুয়ান্ডার সামরিক বাহিনী এবং এম২৩ বিদ্রোহী গোষ্ঠীকে এর হামলার জন্য দায়ী করেছে। তবে শনিবার রুয়ান্ডা মার্কিন এই অভিযোগকে 'হাস্যকর' বলে উড়িয়ে দিয়েছে। রুয়ান্ডার সরকারের মুখপাত্র ইয়োল্যান্ডে মাকোলো বলেছেন, রুয়ান্ডা প্রতিরক্ষা বাহিনী (আরডিএফ) একটি পেশাদার সেনাবাহিনী। ওরা কখনোই বাস্তুচ্যুত লোকদের আক্রমণ করবে না। এক্স (সাবেক টুইটার)-এর একটি পোস্টে মাকোলো উল্টো কঙ্গোলিজ সামরিক বাহিনী সমর্থিত মিলিশিয়াদের ওপর এ হামলার দায় চাপিয়েছেন। অন্যদিকে একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে কঙ্গো সরকারের মুখপাত্র প্যাট্রিক মুয়ায়াত্তি এ হামলার জন্য এম২৩-গোষ্ঠীকে দোষারোপ করেছেন। গোষ্ঠীটি গত দুই বছরে উত্তর কিভুর বিভিন্ন অংশ দখল করেছে। আলজাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এম২৩ নিয়ন্ত্রিত এলাকা থেকে গোলা ছোঁড়া হয়েছিল। তবে গোষ্ঠীটি এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে এবং উল্টো ডিআরসি বাহিনীকে দায়ী করেছে। শিবিরের একজন বাসিন্দা আলজাজিরাকে বলেছেন, যখন হামলা চালানো হয় তখন অনেকে তাদের তাঁবুতে ঘুমাচ্ছিল। তিনি বলেন, 'শিবিরে বোমা হামলার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দৌড়াতে শুরু করি। আন্তর্জাতিক দাতব্য সংস্থা সেভ দ্য চিলড্রেন বলেছে, শিবিরে যখন এ হামলা হয় তখন তারা ক্যাম্পে উপস্থিত ছিল। তারা জানায়, হামলায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে। তাদের মধ্যে বেশির ভাগই নারী ও শিশু এবং মৃতের সংখ্যা এখনো অস্পষ্ট।

নিজ্জার হত্যার অভিযোগে কানাডায় তিন ভারতীয় গ্রেপ্তার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হরদীপ সিং নিজ্জারকে হত্যার অভিযোগে তিন ভারতীয়কে গ্রেপ্তার করেছে কানাডার পুলিশ। শুক্রবার তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। ভারত সরকারের সঙ্গে তাদের কোনো যোগসূত্র আছে কিনা তা এখন তদন্ত করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এই খবর জানিয়েছে। গত বছরের জুনে শিখ প্রধান ভ্যাঙ্কুভার শহরতলির একটি শিখ মন্দিরের বাইরে ৪৫ বছর বয়সী নিজ্জারকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এই ঘটনার কয়েক মাস পর, নিজ্জার হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ভারত সরকারের সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়ার দাবি করেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো, যা ভারতের সঙ্গে কানাডার কূটনৈতিক সংকটের সৃষ্টি করে। আটককৃত ওই তিনজনের নাম প্রকাশ করেছে রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশ। তারা হলেন, করণপ্রীত সিং (২৮), কমলপ্রীত সিং (২২) এবং করণ ব্রার (২২)। পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার আলবার্টার এডমন্টন শহরে এই তিন ভারতীয়কে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সোমবারের মধ্যে তাদের ব্রিটিশ কলাম্বিয়া পাঠানোর কথা রয়েছে। একটি টেলিভিশন সংবাদ সম্মেলনে আরসিএমপি সুপারিনটেনডেন্ট মনদীপ মুকার বলেছেন, 'ভারত সরকারের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা আমরা তা তদন্ত করছি।' অটোয়ায় ভারতীয় মিশনকে এ বিষয়ে মন্তব্যের জন্য অনুরোধ করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো সাড়া পায়নি রয়টার্স। একজন কানাডিয়ান নাগরিক ছিলেন নিজ্জার। ভারতে শিখদের জন্য খালিস্তান নামের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র তৈরির প্রচারণায় কাজ করেছেন তিনি। কানাডায় শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীর উপস্থিতি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে হতাশ রয়েছে ভারত। দেশটি নিজ্জারকে 'সন্ত্রাসী' হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। কানাডার পুলিশ মার্কিন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে কাজ করার কথা জানিয়েছে। তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানায়নি তারা। তারা বলছেন, নিজ্জার হত্যায় সংশ্লিষ্ট আরও কয়েকজনকে আটক করা হতে পারে। সহকারী আরসিএমপি কমিশনার ডেভিড টেবুল বলেছেন, 'এই তদন্ত এখানেই শেষ নয়। অন্যরাও যে এই হত্যাকাণ্ডে ভূমিকা রাখতে পারে এ বিষয়েও আমরা যথেষ্ট সচেতন। হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের প্রত্যেককে খুঁজে বের করে গ্রেপ্তার করতে আমরা নিবেদিত।' সেপ্টেম্বরে, এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ভারতীয় সরকারি এজেন্টদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগগুলো কানাডিয়ান কর্তৃপক্ষ খতিয়ে দেখছে বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন ট্রুডো। তবে ট্রুডোর এমন দাবিকে অযৌক্তিক বলে।

৬৩ বছরের মধ্যে পাকিস্তানে 'সবচেয়ে আর্দ্র এপ্রিল' রেকর্ড

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ১৯৬১ সালের পর সবচেয়ে আর্দ্র এপ্রিল দেখল পাকিস্তান। এই মাসে দেশটিতে স্বাভাবিকের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি বৃষ্টি হয়েছে। দেশটির আবহাওয়া সংস্থার একটি প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে এএফপি শনিবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। পাকিস্তানের মেট্রোলজি বিভাগ শুক্রবার তাদের মাসিক জলবায়ু প্রতিবেদনে জানিয়েছে, এপ্রিলে ৫৯.৩ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে, যা স্বাভাবিক গড় ২২.৫ মিলিমিটারের চেয়ে 'অনেক বেশি'। এ ছাড়া '১৯৬১ সালের পর সবচেয়ে আর্দ্র এপ্রিলে' প্রবল বৃষ্টির কারণে বজ্রঝড় ও বাড়ি ধসে কমপক্ষে

১৪৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় খাইবার পাখতুনখোয়ায় সবচেয়ে বেশি মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। সেখানে ৩৮ শিশুসহ ৮৪ জন মারা গেছে এবং সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এএফপি বলেছে, পাকিস্তান ক্রমবর্ধমানভাবে অপ্রত্যাশিত আবহাওয়ার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। সেই সঙ্গে দেশটিতে প্রায়ই ধ্বংসাত্মক মৌসুমি বৃষ্টিপাত হয়, যা সাধারণত জুলাই মাসে দেখা যায়। ২০২২ সালের গ্রীষ্মে পাকিস্তানের এক-তৃতীয়াংশ অভূতপূর্ব বর্ষার বৃষ্টিতে নিমজ্জিত হয়েছিল। এতে লাখ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়। বিশ্বব্যাংকের অনুমান অনুসারে দেশটির ৩০ বিলিয়ন ডলার ক্ষতি হয়েছিল। পাকিস্তানের আবহাওয়া অধিদপ্তরের মুখপাত্র জহির আহমদ বাবর বলেছেন, 'জলবায়ু পরিবর্তন একটি প্রধান কারণ, যা আমাদের অঞ্চলের অনিয়মিত আবহাওয়ার ধরণকে প্রভাবিত করছে।' প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে এশিয়ার বেশির ভাগ অংশ তাপপ্রবাহের কারণে ঝলসে যাচ্ছে, সেখানে এপ্রিল মাসে পাকিস্তানের জাতীয় মাসিক তাপমাত্রা ছিল ২৩.৬৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা গড় তাপমাত্রা ২৪.৫৪ ডিগ্রির চেয়েও .৮৭ ডিগ্রি কম। পাশাপাশি সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ বেলুচিস্তানে, যা গড়ের চেয়ে ৪৭৩ শতাংশ বেশি। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মতে, দক্ষিণ এশীয় দেশটির বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম জনসংখ্যা রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে দমন-পীড়নে দুর্বল হয়ে পড়ছে শিক্ষার্থীদের যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ফিলিস্তিনপন্থি প্রতিবাদ-বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠা যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্যাম্পাস ক্রমশ শান্ত হয়ে আসছে। গত শুক্রবার ক্যাম্পাসগুলোর পরিবেশ ছিল অনেকটাই নীরব। পুলিশের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের ব্যাপক সংঘর্ষের পর শৃঙ্খলা ফেরাতে হোয়াইট হাউসের কঠোর নির্দেশনার পাশাপাশি গণগ্রেপ্তারের কারণে গাজায় ইসরায়েলের আগ্রাসন বিরোধী বিক্ষোভ-সমাবেশ এখন অনেকটাই ম্রিয়মাণ। খবর এএফপির। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক নগরীর ম্যানহাটনে নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে শনিবার সকালে শিক্ষার্থীদের একটি যুদ্ধবিরোধী শিবির তুলে দেয় পুলিশ। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত ভিডিওগুলোতে দেখা যায় প্রতিবাদকারীরা কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুসারে তাদের তাঁবুগুলো গুটিয়ে নিচ্ছে। দেশজুড়ে ক্যাম্পাসগুলোর যে প্রতিবাদী রূপ ছিল এতদিন তার সঙ্গে তুলনা করলে এই দৃশ্যকে শান্তই বলা যায়। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি বিশ্বের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়েও ছড়িয়ে পড়েছিল এই শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ।

পেঁয়াজ রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল ভারত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক পেঁয়াজ রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল ভারত। প্রায় ৬ মাস নিষেধাজ্ঞা জারি রাখার পর গতকাল শনিবার এই ঘোষনা দিয়েছে দেশটির সরকার। ধারণা করা হচ্ছে, ভোটের ফলাফলে যেন কৃষকদের ক্ষোভের আঁচ না লাগে সেজন্যই বিজেপি এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে। গতকাল শনিবার দেশটির বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কেন্দ্রীয় সংস্থা ডিরেক্টোরেট জেনারেল অব ফরেন ট্রেড (ডিজিএফটি) এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, প্রতি টন পেঁয়াজের নূন্যতম রপ্তানিমূল্য (মিনিমাম এক্সপোর্ট প্রাইস- এমইপি) ৫৫০ ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে। এদিকে ভারতের রাজনীতি বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, চলমান লোকসভা নির্বাচনের কারণে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারে আসীন দল বিজেপি। গত বছর ডিসেম্বরে পেঁয়াজ রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা প্রদানের কারণে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য মহারাষ্ট্রের কৃষকরা ব্যাপক লোকসানের শিকার হন; ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি ক্ষোভ রয়েছে তাদের। অন্যদিকে এবারের নির্বাচনে রাজ্যটির প্রতিটি সংসদীয় আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বিজেপি প্রার্থীরা। ভোটের ফলাফলে যেন কৃষকদের ক্ষোভের আঁচ না থাকে- সেজন্যই বিজেপি এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে বলে ধারণা অনেক রাজনীতি বিশ্লেষকের। অন্যদিকে এর আগে গত ২৩ মার্চ ভারত পেঁয়াজ রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা অনির্দিষ্টকালের জন্য বাড়ানোর ঘোষণা দেয় ভারত। তখন দেশের বাজারে দাম কিছুটা বাড়লেও, দুই দিন পর থেকে দেশের বাজারে পেঁয়াজের দাম কমতে শুরু করে। তখন খুচরা বাজারে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৬০-৬৫ টাকা থেকে কমে বিক্রি হয়েছিল ৫২-৬০ টাকায়। পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি পেঁয়াজের দাম ৪৭-৫৩ টাকা থেকে কমে ৪২-৫২ টাকা হয়েছিল। কারওয়ান বাজারের মেসার্স মাতৃভাণ্ডারের স্বত্বাধিকারী সজিব শেখ দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন,ঙভারত পেঁয়াজ রপ্তানির নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে মানুষ প্রচুর পরিমাণে পেঁয়াজ কিনেছে। এরপর বাজারে চাহিদা কমে গেছেￔ উল্লেখ্য, মহারাষ্ট্রকে বলা হয় ভারতের পেঁয়াজের রাজধানী। দেশটির মোট উৎপাদিত পেঁয়াজের অধিকাংশই আসে এই রাজ্য থেকে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর পর বাংলাদেশ, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও মরিশাসসহ আফ্রিকার কয়েকটি দেশে পেঁয়াজ রপ্তানি করে ভারত।

নাইজেরিয়ায় গ্রামে ঢুকে বন্দুক হামলা, ২৫ বাসিন্দা নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : নাইজেরিয়ায় গোপন আস্তানায় সামরিক অভিযানের প্রতিশোধ নিতে উত্তর-পশ্চিম নাইজেরিয়ার চারটি গ্রামে হামলা চালিয়েছে বন্ধুকধারীরা। এই হামলায় ২৫ জন নিহত হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার কাতসিনা রাজ্যের চারটি গ্রামে হামলা চালানো হয়। খবর ভয়েস অব আমেরিকার। ওই রাজ্যের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা কমিশনার নাসিরু বাবাঙ্গিদা বলেছেন, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে সাবুওয়া জেলার উংগুয়ার সারকি, গঙ্গারা, টাফি এবং কোরে গ্রামে দস্যুরা হামলা চালিয়েছে। তারা গ্রামের লোকজনের ওপর গুলি চালিয়েছে। নাসিরু বাবাঙ্গিদা বলেন, চার গ্রামে হামলায় ২৫ জন নিহত হয়েছে।

কায়রো সফরে যাচ্ছে হামাসের প্রতিনিধিদল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মিসরের কায়রোতে সফর করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস। গোষ্ঠীটির একটি প্রতিনিধিদল গতকাল শনিবার কায়রো সফর করবে বলে জানিয়েছেন হামাসের এক কর্মকর্তা। এই সফরে অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় যুদ্ধবিরতি এবং জিম্মি মুক্তির বিষয়ে ইসরায়েলি প্রস্তাবের লিখিত প্রতিক্রিয়া জানাবে হামাস। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এই খবর জানিয়েছে। মিসরীয় নিরাপত্তা সূত্র এবং কায়রো বিমানবন্দরে তিনটি সূত্র জানিয়েছে, গাজায় সংঘাতের বিষয়ে বৈঠকের জন্য শুক্রবার মিসরের রাজধানীতে পৌঁছান সিআইএ পরিচালক উইলিয়াম বার্নস। এরপরই হামাসের এক কর্মকর্তার সঙ্গে আলাপ করেন হামাসের ওই কর্ম কর্মকর্তা। তবে পরিচয় প্রকাশে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন তিনি। গত মাসের শেষের দিকে এই আলোচনা পুনরায় শুরু করার জন্য নতুন করে চাপ দিয়েছিল মধ্যস্থতাকারী দেশ মিসর। দক্ষিণ গাজার রাফাহ শহরে সশস্ত্র এই গোষ্ঠীটির বিরুদ্ধে ইসরায়েলি স্থল অভিযানের আশঙ্কা নিয়ে শঙ্কিত দেশটি। সেখানে ১০ লাখেরও বেশি ফিলিস্তিনি আশ্রয় নিয়েছেন।

হামাসের পাশাপাশি গাজায় ইসরায়েলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশ নেওয়া আরেকটি গোষ্ঠী পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অব ফিলিস্তিন। পৃথকভাবে, এই গোষ্ঠীটি শুক্রবার ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ গোষ্ঠীগুলোর করা দাবি পুনরায় তুলে ধরেছে। এর মধ্যে স্থায়ী যুদ্ধবিরতি, গাজা থেকে ইসরায়েলি বাহিনীর প্রত্যাহার এবং সব বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের নিজ বাড়িতে ফেরার প্রস্তাব রয়েছে। মিসরের একটি ঊর্ধ্বতন সূত্রের বরাত দিয়ে দেশটির রাষ্ট্রীয় টিভি আল কাহেরা নিউজ শনিবার কায়রোতে হামাস প্রতিনিধিদলের সফরের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

বিনোদন

রাজনীতি নয়, অভিনয়ে মন দিতে চান সোনাক্ষী

বিনোদন ডেস্ক : বলিউড অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহা। তার আরেক পরিচয় অভিনেতা-রাজনীতিবিদ শত্রুঘ্ন সিনহার কন্যা। তৃণমূলের রাজনীতি করেন শত্রুঘ্ন। গতবারের মতো এবারো লোকসভা নির্বাচনে আসানসোল থেকে তৃণমূলের টিকিট পেয়েছেন এই তারকা অভিনেতা। এখন নির্বাচনি প্রচার নিয়ে অধিক ব্যস্ত সময় পার করছেন তিনি। কিছু দিন ধরে গুঞ্জন উড়ছে, বাবার মতো রাজনীতিতে যোগ দেবেন সোনাক্ষী সিনহা। কিন্তু এ খবর কতটা সঠিক? জোর চর্চার মধ্যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন এই অভিনেত্রী। এ বিষয়ে সোনাক্ষী সিনহা বলেন, 'আমার মনে হয় না আমি কখনো এটা (রাজনীতি) করব। কারণ, আমি আমার বাবাকে দেখেছি। আমি মনে করি না, রাজনীতি করার মতো প্রতিভা আমার আছে। আমার বাবা মানুষের খুব প্রিয়। আমি খুব ব্যক্তিগত জীবন কাটাতে পছন্দ করি। কিন্তু রাজনীতিবিদদের জনগণের মানুষ হতে হয়। আপনাকে সবসময় তাদের জন্য থাকতে হবে, তাদের জন্য ভাবতে হবে। এসব আমি আমার বাবাকে করতে দেখেছি। তাই আমি মনে করি, এসব গুণাবলী আমার মধ্যে নেই।' রাজনীতি নয়, অভিনয়ে মন দিতে চান সোনাক্ষী। তা জানিয়ে এ অভিনেত্রী বলেন, 'রাজনীতিবিদ হতে হলে আপনাকে কারো কাছে আবেদন করতে হবে।

অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন দেব

বিনোদন ডেস্ক : অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন টলিউডের সুপারস্টার দেব। নির্বাচনী প্রচারণার সময় দেবের হেলিকপ্টারে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। তবে অভিনেতার কোনো ক্ষতি হয়নি। তিনি সুস্থ আছেন। ভোটের কাজে ব্যবহৃত হেলিকপ্টারের মান নিয়ে বারবারই প্রশ্ন উঠেছে। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়ে নানা সময় তাঁর চিন্তা ও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর সেই আশংকাই সত্যি করে গত শুক্রবার মালদহে দেবের হেলিকপ্টারে লেগে গেল আগুন। মাঝআকাশে আগুন লাগায় ভয় পেয়ে যান দেব সহ তাঁর সঙ্গে উপস্থিত টিম। বড় বিপর্যয় এড়ানো গেছে বলেই প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে। আগুন লাগার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমকল। কেউ আহত হননি। এ বিষয়ে গণমাধ্যমের পক্ষ থেকে দেবের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি প্রথমে কথা বলতে চাননি। এরপর দেব নিজেই বলেন, 'খুব বেশি বলা যাবে না। মানুষের ভালোবাসায় ও আশীর্বাদে বেঁচে গেছি। মৃত্যুকে কাছ থেকে দেখলাম। এখন ভালো আছি। মানুষ সঙ্গে আছে। আমার পরবর্তী সভা আছে মুর্শিদাবাদের রানীনগরে, যেখানে ৪ ঘণ্টা দেরি হলেও গাড়ি করে যাব, সভা করব।' আগুনের ঘটনায় দেব আরো বলেন, 'কারো প্রতি কোনো অভিযোগ নেই। পাইলটরা নিজের মতো করে সেরা চেষ্টা করেছে। মেশিন কারোর হাতে থাকে না। মাঝ আকাশে ধোঁয়া বেরোচ্ছিল। দুর্ঘটনা কারোর হাতে থাকে না। আমরা এখনও বেঁচে আছি, সেটা শুধুমাত্র সেরা পাইলটদের জন্য। একটা সময় মনে হয়েছিল আর বাঁচব না তবে পাইলটদের দক্ষতায় ফিরে এসেছি। ভালো আছি, বেঁচে আছি। বাবা-মার আশীর্বাদে, ঠাকুরের আশীর্বাদে, বাংলার মানুষের আশীর্বাদে বেঁচে গেছি।' পুরো ঘটনাতেই একটু ট্রমায় চলে যান দেব। এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'একটু ট্রমা তো হবে। এই টারবুল্যান্স, এই ধোঁয়া, গন্ধে মানসিকপ্রভাব তো পড়েই। আমি মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করে বললাম, আর হেলিকপ্টারে চড়ার ইচ্ছে নেই। আর হেলিকপ্টারের কাছেই যেতে পারব না।

কঙ্গানার বিরুদ্ধে লড়বেন রাখি সাওয়ান্ত

বিনোদন ডেস্ক: ভারতের লোকসভা নির্বাচনে এবার তারকা প্রার্থী হিসেবে নাম লেখাতে যাচ্ছেন বলিউডে আলোচিত নাম রাখি সাওয়ান্ত। ভারতীয় গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, রাহুল গান্ধীর থেকে ফোন পেয়ে নাকি নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন রাখি। শোনা যাচ্ছে মোদির বিজেপির টিকিট পাওয়া কঙ্গনা রানাউতের বিরুদ্ধে প্রার্থী হতে চান বলিউডেরঙড্রামা কুইন্ন রাখি সাওয়ান্ত। ঘটনা সত্যি হলে বলিউড কুইন বনামঙড্রামা কুইন্ন লড়াই দেখতে পাবে ভোটাররা। সম্প্রতি গণমাধ্যমে রাখি বলেন, রাহুল গান্ধীর ফোন এসেছিল। উনি বললেন, হ্যাঁ, আপনি ভোটে লড়ছেন। মোদিজি আপনাকে টিকিট না দিলে কী হয়েছে, আমরা আপনার খেয়াল রাখব। এর আগে মোদির কাছ থেকে মাণ্ডির নির্বাচনের টিকিট চেয়েও পাননি বলে জানান এই অভিনেত্রী। তাই তিনি রাহুল গান্ধীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন। রাখি বলেছিলেন, রাহুল হান্ধীর কাছে আবেদন জানাচ্ছি, যাতে তিনি কঙ্গনার বিরোধিতায় আমার পাশে দাঁড়ান। আমি নিশ্চিতভাবে জিতব। মাণ্ডির প্রত্যেকটা ঘরে পৌঁছে যাব।

ফের শাড়িতে উত্তাপ ছড়ালেন রুনা খান

বিনোদন ডেস্ক : বর্তমান সময়ের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী রুনা খান। রুনা খান জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন অনবদ্য সব কাজের মাধ্যমে। দীর্ঘদিন ওজন কমানোর জার্নিতে ছিলেন তিনি। তবে শেষপর্যন্ত জয়ী হয়েছেন ৩৯ কেজি ওজন কমিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। খুবই স্পষ্টবাদী। তাইতো ক্যামেরার সামনেও সাহসী এই অভিনেত্রী। যত দিন যাচ্ছে ফিটনেস ও সৌন্দর্য দিয়ে সবসময়ই নিজেকে রাখছেন আলোচনার শীর্ষে। জনপ্রিয় এই অভিনেত্রীকে সোশ্যাল মিডিয়াতেও বেশ একটিভ দেখা যায়। প্রায় বিভিন্ন ধরণের লুকে নিজের ছবি পোস্ট করে ভক্তদের মুগ্ধ করে থাকেন। সম্প্রতি এই অভিনেত্রী সাদা-কালো শাড়ি পরিধান করে নিজের ভ্যারিফায়েড ফেসবুক পেজে পোস্ট করে লিখেছেন ঙও যে মানে না মানা.. ।ছবিগুলোতে এই অভিনেত্রী স্নিগ্ধ ও চমৎকার দেখা যাচ্ছে। যার প্রমাণ মিলে ভক্তদের কমেন্টের মাধ্যমে। ছবিটির নীচে কাজী আসফা আলম নামের এক ফেসবুক ব্যবহারকারী মন্তব্যের ঘরে লিখেন ঙআহা কি দারুন দেখতে.. চোখ দুটি টানা টানা, যেন.. শুধু বলে ভালবাসতে, আহা।

মিথিলার মুকুটে যুক্ত হলো নতুন পালক

বিনোদন ডেস্ক : বাংলাদেশি অভিনেত্রী রাফিয়াত রশিদ মিথিলার মুকুটে যুক্ত হলো নতুন পালক। সম্প্রতি দিল্লির মর্যাদাপূর্ণ 'দাদাসাহেব ফালকে' পুরস্কার জিতেছেন এই অভিনেত্রী। টালিউড সিনেমা 'ও অভাগী'র জন্য সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার ঘরে তোলেন মিথিলা। এক ভিডিও বার্তার মাধ্যমে নিজেই এই পুরস্কারপ্রাপ্তির তথ্য জানিয়েছেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'অভাগীর স্বর্গ' অবলম্বনে সিনেমাটি নির্মাণ করেছেন অনির্বাণ চক্রবর্তী। পরিচালনার পাশাপাশি চিত্রনাট্যও লিখেছেন তিনি। ভিডিও বার্তায় মিথিলা বলেন, 'আমি খুবই খুশি এবং আপ্লুত। এজন্য আমাদের পরিচালক অনির্বাণ চক্রবর্তী, প্রযোজক ড. প্রবীর ভৌমিক এবং আমাদের গোটা টিমকে অনেক ধন্যবাদ জানাই।' দিল্লিতে বসেছিল ১৪তম দাদাসাহেব ফালকে আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভাল। তবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি মিথিলা। তার জায়গায় পুরস্কার গ্রহণ করেছেন ছবির পরিচালক ও প্রযোজক। মুক্তির পর থেকেই দর্শকদের মধ্যে আলাদা উন্মাদনা ছিল 'ও অভাগী' সিনেমা নিয়ে। 'ও অভাগী' সিনেমায় মিথিলা ছাড়া আরো অভিনয় করেছেন সুব্রত দত্ত, দেবযানী চ্যাটার্জি, ঈশান মজুমদার, সায়ান ঘোষ, সৌরভ হালদার প্রমুখ। ছবিতে মিথিলার ভূমিকার প্রশংসা করে তার স্বামী ও জনপ্রিয় চলচ্চিত্র নির্মাতা সৃজিত মুখার্জি তার ফেসবুকে লিখেছিলেন, " 'ও অভাগী' হলো শরৎ চন্দ্র ক্লাসিকের একটি সুন্দর ও সংবেদনশীল ব্যাখ্যা। যেখানে রফিয়াথ রশিদ দুর্দান্ত অভিনয় করেছেন।"

ঈদে দর্শকের চমক দেখাবেন সিয়াম

বিনোদন ডেস্ক : মানিকগঞ্জে এম রাহিমের কোরবানির ঈদের ছবি 'জংলি'র শুটিং করছেন সিয়াম আহমেদ। স্পটে গিয়ে অভিনেতার সঙ্গে কথা বলেছেন সংবাদ মাধ্যম। জংলিতে স্বস্তি দীর্ঘ বিরতির পর 'জংলি'র মাধ্যমে বড় পর্দার ছবিতে চুক্তিবদ্ধ হলেন সিয়াম। বিরতির কারণে অভিনেতার ভক্তরা বেশ চিন্তায় পড়ে গিয়েছিল। তবে সিয়াম আছেন বেশ ফুরফুরে মেজাজে। বলেন, "এই সময়ে এসে বিশেষ পাণ্ডুলিপির খোঁজে ছিলাম আমি, যেটা অপরাপর ছবি থেকে ইউনিক হবে। 'জংলি'তে সেটা খুঁজে পেয়েছি।" শুধুই জংলি ছবিটির ঘোষণার পরপরই সিয়াম ভক্তরা নড়েচড়ে বসেছে। প্রিয় তারকাকে কোন রূপে, কেমন চরিত্রে দেখা যাবে-তা নিয়ে আগ্রহের কমতি নেই তাদের। সিয়ামও জানেন সেটা। গল্প বা চরিত্র নিয়ে কিছুই বলতে চাইলেন না, তবে চমক যে থাকবে সেটা বললেন, 'এ ছবির চরিত্রের জন্য টানা প্রায় পাঁচ-ছয় মাস কোনো কাজ করিনি, জংলির চরিত্র নিয়েই ছিলাম। এখানে আমার লুকও ভিন্ন রকম। আমি চাইনি এই লুকে অন্য কোনো কাজে আসি। ঈদে দর্শকের জন্য চমক হিসেবে রাখতে চাই। দর্শনার্থীর ঢল 'জংলি'র সেট ফেলা হয়েছে মানিকগঞ্জে। টানা ১০-১২ দিন শুটিং হবে সেখানে। এই দাবদাহে আউটডোর শুটিং খুবই কষ্টকর। তবে উপভোগ করছেন সিয়াম, 'আউটডোর শুটিং সব সময়ই আমাদের জন্য রোমাঞ্চকর। যদিও এবার দাবদাহে কষ্ট হচ্ছে বেশ, তবে আমরা স্পটে যথাযথ ব্যবস্থা রেখেছি। আমি অবাক হয়েছি শুটিং দেখতে আসা মানুষের ঢল দেখে। তীব্র গরমেও নারী-পুরুষ সবাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে শুটিং দেখছে। ঢাকার বাইরে এলে এ দৃশ্যটা বরাবরই দেখা যায়, তাদের উচ্ছ্বাসও দেখার মতো।' টানের বুবলী জংলির বুবলী বছর দুয়েক আগে রায়হান রাফীর ওয়েব ছবি 'টান'-এ প্রথমবার জুটি বেঁধেছিলেন সিয়াম ও বুবলী। বড় পর্দায় তাঁদের প্রথমবার দেখা যাবে 'জংলি'তে। টানের বুবলী আর জংলির বুবলী কেমন? "দুজনেরই অভিজ্ঞতা খুব ভালো ছিল 'টান'-এ, দর্শক পছন্দও করেছিল আমাদের। এরপর আরো বেশ কিছু ছবির প্রস্তাব আসে, কোনোটিই করা হয়নি। 'জংলি'র পাণ্ডুলিপি আমার যেমন ভালো লেগেছে, তেমনি বুবলীরও। দুজনই বড় পর্দার জন্য এমন ছবিই চাইছিলাম। নায়িকা হিসেবে তো বটেই, অভিনেত্রী হিসেবেও বুবলী এখন অনেক দক্ষ ও পরিণত। 'টান'-এর মতো এখানেও সে প্রশংসিত হবে", বলেন সিয়াম। শান থেকে আরো শাণিত দুই বছর আগে রোজার ঈদে এম রাহিমের অভিষেক ছবি 'শান'-এ অভিনয় করেছিলেন সিয়াম। তাঁর দ্বিতীয় ছবিতেও নায়ক তিনি। সিয়াম বলেন, "আসলে রাহিম ভাইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় অনেক পুরনো। আমার প্রথম ছবি 'পোড়ামন ২'-তে তিনি সহযোগী পরিচালক ছিলেন, 'দহন' করতে গিয়ে হৃদ্যতা বাড়ে আমাদের। পরে যখন নিজেই পূর্ণ পরিচালক হলেন, তখন আমাকেই নায়ক নিলেন। 'শান' খুব পছন্দ করেছিল দর্শক। 'জংলি' করতে গিয়ে বুঝলাম, আরো শাণিত হয়েছেন রাহিম।" ঈদমুখী ঢাকাই ছবি রোজার ঈদে ১১টি ছবি মুক্তি পেয়েছিল। ছবিগুলো আশানুরূপ চলেনি। কোরবানির ঈদের দৌড়েও আছে সমসংখ্যক ছবি। এ নিয়ে চিন্তিত চলচ্চিত্রের অনেকেই। সিয়াম বলেন, "আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা ঈদ ছাড়া সিনেমা মুক্তির উৎসব করতে পারিনি। আবার এটাও ঠিক, প্রযোজক তো পুঁজি ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা চাইবেন, তাই ঈদকেই বেছে নেন। যাঁরা আগে ঘোষণা দিয়ে রাখেন, আর যাঁরা হুট করেই ঈদে চলে আসেন, দুটো তো পুরো আলাদা। গত বছর আমার 'অর্ন্তজাল' ঘোষণা দিয়েও অন্য সিনেমার সম্মানার্থে সরে এসেছিল। এবার যেমন আমাদের 'জংলি' বা 'তুফান' আগেই ঘোষণা দিয়ে রেখেছে। এ ক্ষেত্রে আমাদের অভিভাবক সংগঠনগুলোর অগ্রণী ভূমিকা পালন করা উচিত। তারা সিদ্ধান্ত নেবে কোন ছবি আসতে পারে।

ফের টালিউডের সিনেমায় বাঁধন

বিনোদন ডেস্ক : বাংলাদেশী অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধন এই মুহূর্তে শুধু বাংলাদেশ বা কলকাতায় নয় হিন্দিতেও কাজ করছেন। দুই বাংলাতেই তিনি রীতিমতো আলোচিত। 'রেহানা মরিয়ম নূর', 'খুফিয়া', 'রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনো খেতে আসেননি' এমনই বেশ কিছু জনপ্রিয় সিনেমা-সিরিজের মুখ তিনি। সবকিছু পরিকল্পনা মাফিক চললে আবারও কলকাতার ছবিতে কাজ করতে দেখা যাবে অভিনেত্রী আজমেরি হক বাঁধনকে। প্রসেনজিৎ বিশ্বাসের 'অ্যান্থোলজি ফিল্ম ফেয়ার অ্যান্ড আগলি'র একটি গল্পে অভিনয়ের জন্য বাঁধনের কাছে প্রস্তাব এসেছে। এমনই খবর জানিয়েছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সংবাদমাধ্যম সংবাদ প্রতিদিন। সূত্রের বরাদে তারা জানায়, বাঁধন কাজটি করতে ইচ্ছুক। ইতোমধ্যেই সেখানে যাওয়ার প্রস্তুতিও নিচ্ছেন তিনি। এই গল্পে বাঁধন ছাড়াও থাকছেন 'ফারজি', 'ব্রহ্মাস্ত্র'খ্যাত শাকিব আইয়ুব এবং দেবপ্রসাদ হালদার। মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে বাঁধনের শূটিং শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। পরিচালক প্রসেনজিতের অ্যান্থোলজিতে মোট ৫টি গল্প। কয়েকটির শূটিং ইতোমধ্যেই হয়ে গেছে। বিভিন্ন গল্পে পার্নো, সম্রাট, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, কৌশিক সেন, মুমতাজ, সায়ন মুন্সিরা শূটিং করেছেন। এর আগে ২০১৮ সালে সৃজিত মুখার্জি পরিচালিত 'হইচই'র সিরিজ 'রবীন্দ্রনাথ এখানে কখনো খেতে আসেননিতে অভিনয় করেছিলেন বাঁধন। এরপর ২০২৩ সালে বিশাল ভরদ্বাজের 'খুফিয়া'তে প্রথমবার বলিউডে কাজ করেন এই অভিনেত্রী। যেখানে তার অভিনয় নজর কাড়ে সবার।

বরিশালে প্রতিবন্ধী কিশোরীকে দলগত ধর্ষণ, গেস্খপ্তার ২

বরিশাল প্রতিবেদক : চলন্ত অটোরিকশা থেকে নামিয়ে ১৫ বছরের এক বুদ্ধি প্রতিবন্ধী কিশোরীকে দলগত ধর্ষণের অভিযোগে দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনাটি জেলার সদর উপজেলার চরবাড়িয়া ইউনিয়নের সাপানিয়া এলাকার।

শনিবার সকালে বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-পুলিশ কমিশনার (উত্তর) ফারুক হোসেন তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, বর্তমানে ভূক্তভোগী কিশোরী বরিশাল ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সার্ভিসে (ওসিসি) রয়েছে। কাউনিয়া থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ আসাদুজ্জামান বলেন, খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক অভিযান চালিয়ে দুইজনকে আটক করা হয়েছে। পরবর্তীতে ৩ মে ভূক্তভোগীর বাবা বাদী হয়ে থানায় মামলা দায়েরের পর ওই মামলায় আটক দুইজনকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। এ ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গ্রেপ্তারকৃত দুই যুবকের মধ্যে মোঃ সোহেল (৩৩) ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলার বরাইয়া গ্রামের মৃত সাহেব আলীর ছেলে ও জাকির হোসেন মোল্লা (৩৫) বরিশাল সদর উপজেলার চরবাড়িয়া ইউনিয়নের সাপানিয়া গ্রামের মৃত ইউনুস মোল্লার ছেলে।

এজাহারের বরাত দিয়ে থানা পুলিশ জানিয়েছেন, মেয়েটি বৃহস্পতিবার (২ মে) দিবাগত রাতে নগরী থেকে অটোরিকশাযোগে সাপানিয়া এলাকার স্বজনের বাড়িতে যাচ্ছিলো। সাপানিয়া পোল সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছালে অটোরিকশা থামিয়ে অভিযুক্তরা ভূক্তভোগীকে নিয়ে যায়। এরপর কিশোরীকে পার্শ্ববর্তী নির্জন এলাকায় নিয়ে দলগত ধর্ষণ করে। স্থানীয় এক ব্যক্তি বিষয়টি দেখতে পেয়ে মোবাইল ফোনে বিষয়টি পুলিশকে জানায়। তখন পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে সোহেলকে আটক করে। এরপর সোহেলের দেওয়া তথ্যে অভিযান চালিয়ে জাকির নামের আরেক যুবককে আটক করা হয়।

দুর্বার গতিতে ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন মধু

বরিশাল প্রতিবেদক : প্রথম ধাপের নির্বাচনে বরিশাল সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রার্থী অ্যাডভোকেট মাহবুবুর রহমান মধু ঘোড়া প্রতীক নিয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছেন। একাধিকবারের নির্বাচিত ভাইস চোয়ারম্যান মাহবুবুর রহমান মধু করোনাকালীন দুর্যোগ মহামারীতে নিজের সম্পত্তি বিক্রি করে বরিশাল সদর উপজেলার প্রতিটি অসহায় পরিবারের দ্বারে দ্বারে গিয়ে সাধ্যমতো সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। নিজে ভাইস চেয়ারম্যান হলেও স্থানীয় সংসদ সদস্য ও প্রতিমন্ত্রীর সাথে তার গভীর সখ্যতা থাকায় ইতোমধ্যে এলাকায় ব্যাপক উন্নয়নমূলক কাজে তিনি অবদান রেখেছেন। সব মিলিয়ে আগামী ৮ মে'র নির্বাচনে সদর উপজেলাবাসী মাহবুবুর রহমান মধু'র ঘোড়া মার্কাকে বিপুলভোটে বিজয়ী করবেন বলে তিনি শতভাগ বিশ্বাস করছেন। এ উপজেলায় চেয়ারম্যান পদে পাঁচজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্ধীতা করছেন।

ডাকাতিয়া নদী কচুরিপানা মুক্ত করতে শিগ্রহী ব্যবস্থা

ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর প্রতিনিধি : চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া এককালেল প্রমত্তা ডাকাতিয়া নদী বর্তমানে দখল ও দূষণের পাশপাশি কচুরিপানায় পরিপূর্ণ। কচুরিপানার কারণে ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে নৌকা দিয়ে মালামাল পরিবহন। উপজেলার মাঝ বরাবর দিয়ে যাওয়া নদীটির বিভিন্ন অংশ কচুরিপানা জটের কারণে নদীর পানি নষ্ট হয়ে গেছে। ধানুয়া, চররাঘররায়, গোয়ালভাওড়, রামপুরসহ বিভিন্ন অংশে কথিত মৎস্য ব্যবসায়ীরা নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য কচুরিপানা আটকে রেখেছে। আবার কয়েকটি স্থানে নদী প্রবাহই বন্ধ করে দিয়ে চলাচলেরন পথ করা হয়েছে। শনিবার ফরিদগঞ্জ উপজেলার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ডাকাতিয়া নদীর বিভিন্ন অংশ পরিদর্শন করেছেন চাঁদপুর জেলা প্রশাসক কামরুর হাসান। এ সময় তার সাথে অতিরিকআত জেলা প্রশাসক বশির আহমেদ, ফরিদগঞ্জ উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা মৌলি মন্ডল, সহকারি কমিশনার (ভুমি) জাহিদ হাসান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। নদীর দুরাবস্থা পরিদর্শন কালে জেলা প্রশাসক বলেন, সরকারি বরাদ্দ না থাকলেও আগামী বর্ষার পূর্বেই বিডি ক্লি এনজিও মাধ্যমে ডাকাতিয়া নদী কচুরিপানা মুক্ত করার পদক্ষেপ নিবেন। এসশয় তিনি নদী রক্ষায় জনগণকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান।

বাঘায় শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক আবদুল হামিদ নির্বাচিত

বাঘা, রাজশাহী প্রতিনিধি : রাজশাহীর বাঘায় আবদুল হামিদকে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০২৪ মাধ্যমিক পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক নির্বাচিত করা হয়েছে। শিক্ষারমান নিশ্চিতকরণ ও শিক্ষা ক্ষেত্রে বহুমুখী অবদান রাখার জন্য তিনি উপজেলায় শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন। আবদুল হামিদ বাঘা ইসলামি একাডেমি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।জানা যায়, আবদল হামিদ ১৯93 সালে ইসলামি একাডেমি উচ্চ বিদ্যালয়ে বাংলা বিষয়ে সহকারী শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন।

বাঙ্গির পসরা সাজিয়ে বসেছেন বিক্রেতা। ফেটে যাওয়া বাঙ্গিগুলো দোকানের সিলিংয়ে ঝুলিয়ে নিয়েছেন। মুন্সিগঞ্জ থেকে আনা এসব বাঙ্গি আকৃতি অনুযায়ী ৭০ থেকে ১৫০ টাকা দরে বিক্রি করা হচ্ছে। ফতুল্লা বাজার এলাকা, নারায়ণগঞ্জ।

আছে নগদ ১ কোটি টাকা, জানেন না টিভি-ফ্রিজ আসবাবপত্রের মূল্য

গোদাগাড়ী, রাজশাহী প্রতিনিধি : আগামী ৮ মে ৬ষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রথম ধাপের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এর মধ্যে রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী ও তানোর উপজেলার ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এবারের নির্বাচনে গোদাগাড়ী উপজেলার ৫ জন প্রার্থী চেয়ারম্যান পদে লড়াই করছেন। তাদের মধ্যে মাত্র ১ জন বিএনপির নেতা। বাকি চারজনই আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী পদধারী নেতা। গত ২৩ এপ্রিল থেকে প্রচার-প্রচারণায় তুঙ্গে আছেন প্রার্থীরা। ৫ চেয়ারম্যান প্রার্থীর মধ্যে প্রচার-প্রচারণায় মাঠে ব্যাপক সাড়া ফেলেছেন উপজেলা যুবলীগের অর্থ বিষয়ক সম্পাদক ও সদ্য পদত্যাগকৃত দেওপাড়া ইউপি চেয়ারম্যান বেলাল উদ্দীন সোহেল। বয়সে তরুণ এবং অনেক টাকার মালিক সোহেল এই প্রচারণায় ভোটারসহ সকল বয়সী মানুষের কাছে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তবে এত টাকার মালিকানা কিভাবে অর্জন করেছেন বা তার আয়ের উৎস কি তা নিয়ে জানার আগ্রহের কমতি নেই ভোটারদের মাঝে। মাইকিং, পোস্টার, গাড়ীবহর, নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন ও কর্মীদের পেছনে তার মোটা অংকের টাকা ব্যয় করার কথা এখন সবার মুখে মুখে। নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক প্রার্থীকে সম্পদের পরিমাণ, আয়-ব্যয়সহ বিভিন্ন বিষয়াদির তথ্য প্রদান করতে হয় নির্বাচন কমিশনে। তিনি তার হলফ নামায় নিজেকে আমদানি ও সাধারণ ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি উল্লেখ করেছেন। বর্তমানে ফৌজদারি মামলা হিসেবে গোদাগাড়ী থানার মামলা নং ৬৮, যা গত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ সালে দায়ের হলে গোদাগাড়ী আমলী আদালত-৭ বিচারাধীন অবস্থায় আছে। অতীতে ফৌজদারি মামলা হিসেবে গোদাগাড়ী আমলী আদালত সিআর-২৬৪ সি/২০২৩ উল্লেখ করে মামলার বর্তমান অবস্থা নিষ্পত্তি দেখানো হয়েছে। নিজের নগদ টাকার পরিমাণ ১ কোটি ২ লাখ ৬৬ হাজার ৪৬৭ টাকা ও স্ত্রীর নামে ৬ লাখ টাকা উল্লেখ করেছেন। আয়ের উৎস হিসেবে কৃষি খাত থেকে বাৎসরিক আয় ৪ লাখ ৬২ হাজার টাকা, ব্যবসা থেকে ৮২ লাখ ৮২ হাজার ১০ টাকা। সম্মানী ভাতা থেকে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা, মৎস্যসহ অন্যান্য খাত থেকে ১৯ লাখ ৩৬ হাজার ৬২ টাকা। অস্থাবর সম্পদ হিসেবে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত নিজের নামে অর্থ জমা আছে ১৫ লাখ ২৪ হাজার ৭৯৮, স্ত্রীর নামে ৫০ হাজার টাকা। বন্ড ও ঋণপত্র থেকে আয় ৫৫ লাখ টাকা। বাস-ট্রাকসহ ব্যক্তিগত গাড়ীর সম্পদ ৩০ লাখ ৮৯ হাজার ৫৪২ টাকা।বিবাহসূত্রে পাওয়া স্ত্রীর নামে রয়েছে ১৫ ভরি স্বর্ণ। বাসায় ব্যবহৃত ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী, টিভি, ফ্রিজ ও আবসাবপত্র, খাট, আলমারি ও ওয়ারড্রপের অর্জনকালীন মূল্য জানা নেই বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। স্থাবর সম্পদ হিসেবে সোহেলের আছে, ৪৫ বিঘা কৃষি জমি যা অর্জনকালীন আর্থিক মূল্য ২ কোটি ৭৩ লাখ ৩৩ হাজার ৫০০ টাকা। অকৃষি জমি ৪ বিঘা যার অর্জনকালীন মূল্য ৫ কোটি ৭৯ লাখ ৭৭৫০ টাকা। দালান (আবাসিক ও বাণিজ্যিক) সংখ্যা হিসেবে রাজশাহী উপশহরে সাড়ে ৩ কাঠা জমিতে ১০ তলা ভবনের ৪ তলা পর্যন্ত নির্মাণ খরচ ১ কোটি ৩৪ লাখ ৩১ হাজার ৯২৩ টাকা অর্জনকালীয় সময়ে মূল্য দেখানে।

'আমি অসহায় বিধবা নারী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমার চাকরিটা ফিরিয়ে দিন'

নড়াইল প্রতিনিধি : খোদেজা বেগম নড়াইল শহরের ভওয়াখালী এলাকার বাসিন্দা। ১৯৯৮ সালে বিধবা হয়েছেন। যখন তার স্বামী মারা যান, তখন বড় ছেলের বয়স ১২ বছর। ছোট সন্তান প্রায় আট বছরের। স্বামীর মৃত্যুর পর সংসারে হাল ধরার মতো কেউ ছিল না তার। প্রথমে ব্র্যাকের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে ৫০০ বেতনে চাকরি করতেন। এরপর ২০০৬ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পরিচালিত মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের চাকরি নেন। প্রথম দিকে এখান থেকে সম্মানী পেতেন ১২০০ টাকা। সবশেষ পেয়েছেন পাঁচ হাজার টাকা। চাকরির শুরু থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ১৮ বছর সুষ্ঠু-সুন্দর ভাবে কেন্দ্র পরিচালনা করে আসলেও খোদেজা বেগমকে বয়স বিবেচনায় হঠাৎ করে চাকরি থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। যদিও ইসলামিক ফাউন্ডেশন নিয়মানুযায়ী ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত চাকরি করতে পারবেন তিনি। এখন তার বয়স ৬১ বছরের কাছাকাছি। দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে চাকরি ফিরে পাওয়ার আকুতি করেন খোদেজা বেগম। একই অবস্থা আরেক বিধবা নারী নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলার মাকড়াইল খানপাড়া কেন্দ্রের শিক্ষক সানজিদা খানমের। তিনি বলেন, আমি অসহায় বিধবা। এই চাকরি আমার সংসারের একমাত্র আয়ের উৎস। মাত্র পাঁচ হাজার টাকা বেতনে আমি তিন শিশু সন্তানকে নিয়ে কোনো রকম সংসার চালাই। হঠাৎ একদিন সকাল সাড়ে ৭টায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে পরিদর্শনে গিয়ে কোনো ছাত্রছাত্রী না দেখে আমাকে বিনা নোটিশে চাকরি থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। অথচ আমার কেন্দ্রে ক্লাস শুরু হওয়ার কথা সকাল সাড়ে ৯টায়। তাহলে এত সকালে কীভাবে ছাত্রছাত্রী দেখতে পাবে? চাকরিচ্যুত করায় আমি মানবেতর জীবনযাপন করছি। আমি অসহায় বিধবা নারী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আমার চাকরিটা ফিরিয়ে দিন। একই ভাবে নড়াইল জজকোর্ট মসজিদের সাবেক ইমাম হাফেজ মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামানকে বিনা কারণে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। এমন হয়রানির শিকার শুধু খোদেজা বেগম, সানজিদা খানম ও মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামানই নন। নড়াইলে মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের এমন ভুক্তভোগী শিক্ষকের সংখ্যা ৪৫জন। নড়াইলে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক মিজানুর রহমান ও ফিল্ড সুপারভাইজার ফাইজার রহমানের বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়মের এমন অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী শিক্ষকরা। এভাবেই জেলার ৪৮২টি মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের শিক্ষকদের বিভিন্ন ধরণের হয়রানি করা হয়েছে। বিভিন্ন অঙ্কের উৎকোচ না দেওয়ার কারণে গত এক বছরে ৪৫জনকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। যেসব কেন্দ্রের শিক্ষকদের চাকরিচ্যুত করা হয়েছে, সেইসব শুন্য পদের বিপরীতে অর্থের বিনিময়ে নতুন করে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে ভুক্তভোগী শিক্ষকরা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অভিযোগ করেছেন। ভুক্তভোগী শিক্ষকদের লিখিত অভিযোগে জানা যায়, প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম নড়াইলে বেশ সুনামের সাথে চলে আসছে। ২০২৩ সালের ১ মার্চ বর্তমান উপ-পরিচালক মিজানুর রহমান যোগদানের পর থেকে বিভিন্ন দুর্নীতি ও অনিয়ম শুরু হয়েছে। প্রতিটি শিক্ষকদের কাছ থেকে অন্যায় ভাবে বিভিন্ন অঙ্কের ঘুষ দাবির অভিযোগ উঠেছে। ঘুষ দিতে না পারায় ৪৫জনকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। এদিকে, শুন্যপদে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও রয়েছে ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ।

মাদারীপুরে স্ত্রীর বিরুদ্ধে অর্থ স্বর্ণালঙ্কার হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ

মাদারীপুর প্রতিনিধি : মাদারীপুর জেলার ডাসার উপজেলার নবগ্রাম বেদগ্রামের বিবেকানন্দ সরকারের মেয়ে স্বপ্না সরকার ওরফে তাসলিমা আক্তার স্বপ্না (২৭) দীর্ঘ ৫ বছরের প্রেমের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ট করতে হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করে বিয়ে করে প্রতারণা ও ব্ল্যাকমেইলিং করে নগদ অর্থ স্বর্ণালঙ্কার হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে ডাসার থানায় স্ত্রীরির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন ওসমান বেপারী (৩৬) নামে এক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। মাদারীপুর জেলার ডাসার থানায় সম্প্রতি করা অভিযোগে স্ত্রী স্বপ্না সরকার ওরফে তাসলিমা আক্তার স্বপ্না, বাবা বিবেকানন্দ সরকার, ভাই বিপ্লব সরকার, বোন মুক্তা সরকার, পরকীয়া প্রেমিক সাগর সরকার কে বিবাদি করা হয়েছে। লিখিত অভিযোগে বলা হয়, স্বপ্না সরকার একজন হিন্দু ধর্মের মেয়ে। তার সাথে ওসমানের দীর্ঘ ৫ বছরের প্রেমের সম্পর্ক ছিলো। এই ৫ বছরই স্বপ্না সরকার ওসমানের বাড়ীতে ছিলেন। এই ৫ বছর স্বপ্নার পরিবারের সাথে কোন যোগাযোগ ছিলো না। স্বপ্না সরকারের সমস্ত খরচ ওসমান নিজেই বহন করেন। পরবর্তীতে বিদী স্বপ্না সরকার গত ২৭/০৯/২০২২ইং খ্রিঃ নোটারী পাবলিকের কার্যালয় ঢাকা কোর্টে গিয়ে স্বজ্ঞানে হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করে এবং তার নাম পরিবর্তন করে স্বপ্না সরকার হইতে তাসলিমা আক্তার স্বপ্না হয়। গত ০৮/১২/২০২২ খ্রিঃ বিবাদি স্বপ্না সরকার ওরফে তাসলিমা আক্তার স্বপ্নার সাথে ইসলামিক শরিয়ত মোতাবেক ওসমান বেপারীর বিয়ে হয়। বিবাহের পর গইতে স্বপ্না ও ওসমানের সংসার ঠিকঠাক ভাবেই চলছিলো। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর তাসলিমা আক্তার স্বপ্না তার পরিবারের সদম্যদের সাথে যোগাযোগ শুরু করেন। স্বপ্নার পরিবার তাকে বিভিন্ন ধরনের কুপরামর্শ ও উস্কানিমূলক কথাবার্তা বলতে ছিলেন।

ধান কাটতে গিয়ে হিট স্ট্রোকে শ্রমিকের মৃত্যু

বাঘা, রাজশাহী প্রতিনিধি : ধান কাটতে গিয়ে তীব্র তাপদাহে হিট স্ট্রোকে আশিক ইসলাম (২৪) নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে নাটোরের সিংড়া উপজেলার খরখরি গ্রামের একটি ধান খেতে এ ঘটনা ঘটে। আশিক ইসলাম রাজশাহীর বাঘা উপজেলার বলরামপুর গ্রামের আশরাফ আলীর ছেলে।জানা গেছে, শুক্রবার সকালে কয়েকজন শ্রমিক এক সাথে বাড়ি থেকে ধান কাটতে সিংড়া উপজেলার খবখরি গ্রামে যায়। বিকালে তারা মাঠে ধান কাটতে শুরু করে। ধান কাটা শেষে মাথায় করে মালিকের বাড়িতে নিচ্ছিলেন। আশিক ইসলাম তীব্র তাপদাহে 'হিট স্ট্রোক' করে মাটিতে পড়ে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়। শনিবার (৪ মে) সকাল ৯টায় নিজ গ্রামে জানাজা শেষে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়।

ঝিকরগাছা মাছ চাষীদের মাঝে উপকরণ বিতরণ

ঝিকরগাছা, যশোর প্রতিনিধি : শনিবার সকালে যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলায় মৎস্য অধিদপ্তরের অর্থায়নে মৎস্য চাষীদের মাঝে মাছের খাবার এবং ভ্যান বিতরণ করেন যশোর-২ আসনের সংসদ সদস্য ডাঃ তৌহিদুজ্জামান তুহিন। শনিবার সকালে যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলা পরিষদ চত্বরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার নারায়ণ চন্দ্র পালের সভাপতিত্বে ২০ জন মাছ চাষীদের মৎস্য খাবার এবং ১০ জন বাওড়ের সুফল ভোগীদের মাঝে ভ্যান বিতরণ করা হয়েছে। ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার এণ্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (মৎস্য অধিদপ্তর অংশ) এর অর্থায়নে ঝিকরগাছা উপজেলার গঙ্গানন্দপুর ইউনিয়নের ২০ জন মাছ চাষির মাঝে ২০টি জলবায়ু সহিষ্ণু মাছ চাষ প্রদর্শনী প্যাকেজের আওতায় প্রদর্শনী খামারের উপকরণ বিতরণ করা হয়।

গাছে ফুটেছে লাল কৃষ্ণচূড়া। ঘরে সাজিয়ে রাখার জন্য দুই কিশোর কৃষ্ণচূড়া ফুলের গাছ সংগ্রহ করছে। উলালঘুনি, বরিশাল।

কাপ্তাই হ্রদে পোনা অবমুক্ত ও ভিজিএফ চাল বিতরণ কর্মসূচি উদ্বোধন

রাঙ্গামাটি প্রতিনিধি : এশিয়ার বৃহত্তম কৃত্রিম কাপ্তাই হ্রদ ড্রেজিং এর মাধ্যমে নাব্যতা ফিরিয়ে এনে কাপ্তাই হ্রদের মাছের সোনালী অতীত ফিরিয়ে আনা হবে বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী আবদুর রহমান এমপি। তিনি বলেন, কাপ্তাই হ্রদের ড্রেজিংএর বিষয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের সাথে সমন্বয় করে আগামী কিছু দিনের মধ্যে এই কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। শনিবার সকাল সাড়ে ১১টায় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বৃহৎ ৭৩৫বর্গ কিলোমিটার আয়তনের কাপ্তাই হ্রদে কার্প জাতীয় মাছের পোনা অবমুক্ত ও মৎস্যজীবীদের মাঝে ভিজিএফ কার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী আবদুর রহমান এমপি এসব কথা বলেন। মাছের পোনা অবমুক্ত ও জেলেদের মাঝে বিতরণের আগে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান সাঈদ মাহমুদ বেলাল হায়দর এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, রাঙ্গামাটি সংসদ সদস্য ও বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি দীপংকর তালুকদার এমপি, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহা পরিচালক মো: জুলফিকার আলী, নৌ পুলিশর অতিরিক্ত আইজি মোহাঃ আবদুল আলীম মাহমুদ বিপিএম, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাং সেলিম উদ্দিন, জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন খান, পুলিশ সুপার মীর আবু তৌহিদ, মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশন রাঙ্গামাটির ব্যবস্থাপক কমান্ডার আশরাফুল আলম ভুঁইয়া। মৎস্য মন্ত্রী বলেন, কাপ্তাই হ্রদ নিয়ে পুরো বাংলাদেশের মানুষের প্রত্যাশা ভিন্ন রকম। সেই অবস্থায় কাপ্তাই হ্রদের যে অবস্থা থাকার কথা ছিল সেই আবস্থায় কাপ্তাই হ্রদ নেই। তাই এটিকে পুনরুদ্ধার করা আমাদের প্রধান কাজ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে কাপ্তাই হ্রদের অবস্থান সম্পর্কে জানানো হবে। কিভাবে এই কাপ্তাই হ্রদকে পুনরুদ্ধার, পুনজীবন বা হ্রদের সোনালী অতীত কিভাবে ফিরিয়ে আনা যায় তার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মৎস্য মন্ত্রী আরো বলেন, আপাতত আমাদের দৃষ্টিতে যেটি মনে হয়েছে কাপ্তাই হ্রদের নাব্যতা কমে গেছে। এই নাব্যতা কিভাবে ফিরিয়ে আনা যায় সেই দিকে আমাদের প্রথমেই জোর দিতে হবে।

পিরোজপুরে পুত্র হত্যার বিচারের দাবীতে মায়ের সংবাদ সম্মেলন

পিরোজপুর প্রতিনিধি : পিরোজপুরে এক কলেজ ছাত্র হত্যার ঘটনায় সুষ্ঠু তদন্ত, মামলার আসামীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী করেছেন নিহতের মা। শুক্রবার রাত ৮ টায় পিরোজপুর প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে নিহত সৈয়দ রাসেল মীর এর মা জাহানারা বেগম এ দাবী জানান। নিহতের মা জাহানারা মানসিকভাবে অসুস্থ থাকায় তার পক্ষে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন রাসেলের ছোটবোন রেশমা বেগম। লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, পিরোজপুর সদর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী এস এম বায়জীদ হোসেন তার ছেলে কলেজ ছাত্র রাসেলকে গত ২৩ এপ্রিল মঙ্গলবার সকালে ফোন দিয়ে ডেকে নিয়ে তার লোকজনকে দিয়ে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা করে। ওই দিন বেলা ১১টার দিকে রাসেল বায়েজিদের সাথে তার বাড়ীতে দেখা করে কথাবার্তা বলে বের হয়ে মোটর সাইকেলে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলে স্থানীয় কদমতলা ইউনিয়ন পরিষদের সামনে বায়েজিদের লোকজন ধারালো অস্ত্র ও লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে ও কুপিয়ে মারাত্মক আহত করে। স্থানীয়া গুরুতর অবস্থায় রাসেলকে পিরোজপুর জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাকে খুলনা সিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে ওইদিন রাত ১২টার দিকে তার মৃত্যু হয়। লিখিত বক্তব্যে তিনি অভিযোগ করেন, তারা যখন খুলনায় রাসেলের লাশের সুরতহাল ও পোস্টমর্টেম নিয়ে ব্যস্ত তখন চেয়ারম্যান প্রার্থী বায়জীদ তাদের বাড়িতে গিয়ে তার মেয়েকে দিয়ে জোড় পুর্বক মুল আসামীদের নাম বাদ দিয়ে একটি এজাহার তৈরি করে পিরোজপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করায়। মামলার এজাহার সঠিক না হওয়ায় তারা পুনরায় থানায় মামলা দিতে গেলে থানা মামলা নিতে টালবাহনা করে। তখন নিহতের মা জাহানারা বেগম বাদী হয়ে ২৯ এপ্রিল এস এম বায়জীদ হোসেনকে প্রধান আসামি করে ১১ জন নামীয় ও অজ্ঞাত ৩/৪ জনকে আসামি করে পিরোজপুর সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হত্যা মামলা দায়ের করেন।

পোরশায় ছড়ে যাচ্ছে গরুর ল্যাম্পি ডিজিজ

পোরশা, নওগাঁ প্রতিনিধি: নওগাঁর পোরশা হালাইহুলাই গ্রামে গরুর ভাইরাসজনিত রোগ 'ল্যাম্পি স্কিন ডিজিজ' ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে আতঙ্কিত ও দিশেহারা হয়ে পড়েছেন গরু খামারীরা পালনকারীরা। এ রোগের সুনির্দিষ্ট কোনো প্রতিশেধক বা ভ্যাকসিন না থাকায় খামারীদের মধ্যে আরো আতঙ্ক বেড়েছে গেছে। উপজেলার বড়গ্রাম হালাইহুলাই গ্রামের গরু পালনকারী শরীফ উদ্দিনের ছেলে কামাল হোসেন জানান, তার একটি গরুর খামার রয়েছে। হঠাৎ করে তার ৩ টি গরু আক্রান্ত হলে তাৎক্ষনিক চিকিৎসা দেওয়ার পরেও গরুগুলি মারাগেছে। এতে তার প্রায় দুই লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে। বর্তমানে তার খামারে ৮ টি গরু আক্রান্ত রয়েছে।

শেষ মুর্হুতে প্রচার-প্রচারণায় সরগরম নাসিরনগর

নাসিরনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি : প্রতীক বরাদ্দের পর নাসিরনগর উপজেলা পরিষদ নিবার্চনে শেষ মুহুর্তে প্রার্থীদের প্রচার-প্রচারণা জমে উঠেছে। উপজেলা সদরসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ হাট-বাজার ও মোড় ছেয়ে গেছে প্রার্থীদের পোস্টারে। আগামী ৮ মে অনুষ্ঠিতব্য ৬ষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নিবার্চনে নাসিরনগর উপজেলা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে প্রতীক বরাদ্দ পেয়ে মাঠে ভোটযুদ্ধে নেমে পড়েন। উপজেলার সবর্ত্র বিরাজ করছে উৎসবের আমেজ। প্রার্থী ও সমর্থকরা বিরামহীন ভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন শেষ মুর্হূতের প্রচারণা। প্রায় প্রতিদিনই প্রার্থীরা হাট-বাজার-পাড়া-মহল্লায় চষে বেড়াচ্ছেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রার্থীরা ভোটারদের কাছে যাচ্ছেন এবং সেই সাথে নিজেদের সৎ ও দূনীর্তিমুক্ত রেখে এলাকার উন্নয়নে ও অসহায় মানুষদের সহযোগিতার আশ্বাস সকলের কাছে দোয়া ও ভোট চাইছেন। চায়ের দোকান থেকে শুরু করে সবর্ত্রই চলছে প্রার্থীদের নিয়ে আলোচনা। প্রার্থীদের নিয়ে চলছে শেষ মুর্হূতের হিসাব-নিকাশ। তবে মুখ খুলছেন না ভোটাররা। কে চেয়ারম্যান নিবার্চিত হবেন তা নিয়ে চায়ের দোকানে, হাট-বাজার, অফিস-আদালত ও গ্রামাঞ্চলে সবর্ত্রই এখন আলোচিত হচ্ছে। তবে এবার দলীয় প্রতীক না থাকায় প্রতিনিয়ত পাল্টাচ্ছে ভোটারদের হিসাব-নিকাশ। এ উপজেলায় চেয়ারম্যান পদে ৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা থাকলেও অসুস্থতার কারণে উন্নত চিকিৎসার জন্য সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ও সাবেক উপজেলা আওয়ামী লীগ সাংগঠনিক সম্পাদক প্রদীপ কুমার রায়ের প্রতীক দোয়াত-কলম, তিনি নির্বাচন থেকে সরে গেছেন।

দলত্যাগী বিএনপি নেতার দুধ ঢেলে গোসল

বরিশাল প্রতিবেদক : সংবাদ সম্মেলন করে বিএনপি থেকে পদত্যাগের ঘোষণার পর দুধ ঢেলে গোসল করেছেন জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলায় বাগধা ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক কেএম রেজাউল ফয়েজ রেজা। শুক্রবার দিবাগত রাতে দুধ ঢেলে তার গোসলের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ায় বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। এর আগে ওইদিন (৩ মে) আগৈলঝাড়া প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন রেজাউল ফয়েজ রেজা। এরপর নিজ বাড়িতে গিয়ে দুধ দিয়ে তিনি গোসল করেন। দুধ দিয়ে গোসল করার সময়ের ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দলত্যাগী বিএনপি নেতা ফয়েজ রেজাকে বলতে শোনা যায়, আমি দীর্ঘবছর একটি দলের সাথে ছিলাম। এটা একটি ব্যবসায়িক দল। এটা কোনো রাজনৈতিক দল না। যারা বিএনপি করে তারা, ব্যবসার জন্য রাজনীতি করে। নিজের জন্য, ব্যক্তির জন্য রাজনীতি করে। তাই অরাজনৈতিক, অসাংগঠনিক দল থেকে নিজেকে মুক্ত করেছি। পরিপূর্ণ পবিত্রতার জন্য দুধ দিয়ে গোসল করছি।এর আগে তিনি (ফয়েজ রেজা) ও একই ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক লাভলু ভাট্টি স্থানীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে দলের পদ ও প্রাথমিক সদস্য পদ থেকে চিরদিনের জন্য পদত্যাগের ঘোষণা করেন। সংবাদ সম্মেলনে তারা বলেন, বিএনপি করে হামলা, মামলা ও নির্যাতনের শিকার হয়েও দলের কাছ থেকে কোনোধরনের সাহায্য সহযোগিতা ও সহানুভূতি পাইনি। এমনকি হামলা-মামলার শিকার হয়েও নেতাদের খোঁজ না নেওয়ায় অভিভাবক শূন্য হয়ে আমরা আজ সর্বস্বান্ত। দলের উপজেলা আহ্বায়ক কবির হোসেন তালুকদার দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ হয়ে ঢাকায় চিকিৎসা নিচ্ছেন।

প্রার্থী হয়েছেন ভাই, প্রচারনায় সংসদ সদস্য

বরিশাল প্রতিবেদক : কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে প্রথমধাপে জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ভাইস চেয়ারম্যান পদে নিজ ভাইকে প্রার্থী করে বিজয় নিশ্চিত করতে নেতাকর্মীদের নিয়ে বৈঠক করেছেন বরিশাল-৬ (বাকেরগঞ্জ) আসনের সংসদ সদস্য আবদুল হাফিজ মল্লিক। উপজেলা নির্বাচন থেকে আওয়ামী লীগের মন্ত্রী ও এমপিদের আত্মীয়দের সরে দাঁড়ানোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সেইসাথে নির্দেশনা না মানলে সাংগঠনিক কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের সতর্ক করা হলেও এখানে তার কোন ছিটেফোঁটা লাগেনি। শনিবার দুপুরে প্রতিদ্বন্ধী অন্যান্য প্রার্থীরা অভিযোগ করেন, বাকেরগঞ্জ উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী এমপি হাফিজ মল্লিকের ভাই আবদুল সালাম মল্লিকের পক্ষে কাজ করার জন্য তিনি (এমপি) আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের নির্দেশনা দিয়েছেন। এ ছাড়া কবাই ইউনিয়নের শিয়ালগুনি এলাকায় গত ৩ মে মধ্যরাত পর্যন্ত এমপি তার ভাইয়ের বিজয় নিশ্চিত করতে বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় এমপি উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শংকর কুন্ডকে সাথে নিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়েছেন। সংসদ সদস্যর এমন কর্মকাণ্ডে অন্যান্য প্রার্থীসহ উপজেলায় সাধারণ নেতাকর্মীর মাঝে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। সুষ্ঠু পরিবেশে নির্বাচন হবে কিনা তা নিয়েও নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী ও উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি সাইফুল ইসলাম ডাকুয়া অভিযোগ করে বলেন, আগামী ৮ মে অনুষ্ঠিত হবে উপজেলা পরিষদের নির্বাচন। এখানে আমি তালা প্রতীকে ভাইস চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্ধীতা করছি। কিন্তু নির্বাচনী এলাকায় সংসদ সদস্য হাফিজ মল্লিক অবস্থান করে তার আপন ছোট ভাই সালাম মল্লিকের উড়োজাহাজ মার্কার পক্ষে প্রচার প্রচারনা অংশগ্রহণ করে ভোটারদের বিভিন্নভাবে প্রভাবিত ও চাপ প্রয়োগ করছেন। সংসদ সদস্যর এমন কর্মকাণ্ডে সুষ্ঠু ভোট হবে কিনা তা নিয়ে আমিসহ সাধারণ ভোটাররা চরম শঙ্কিত।

প্রচণ্ড গরমের সঙ্গে ভোগান্তি বাড়াচ্ছে ঘন ঘন লোডশেডিং। প্রতিবার এক ঘণ্টা করে দিনেরাতে কয়েক দফায় লোডশেডিংয়ে বন্ধ থাকছে কলকারখানা। সাধারণ মানুষের কষ্টের সঙ্গে ব্যাহত হচ্ছে ব্যবসায়িক উৎপাদন। কালাচাঁদপাড়া, পাবনা।

ইংল্যান্ড বড় শিরোপার অনেক কাছে : গুয়ার্দিওলা

স্পোর্টস ডেস্ক : ইউরোপীয় ফুটবলে সমীহ জাগানো শক্তি হলেও ইংল্যান্ডের ট্রফি ঘর বেশ ফাঁকা। বড় শিরোপা কেবল একটি, ১৯৬৬ বিশ্বকাপ। বিস্ময়কর হলেও সত্যি এখনও অধরা ইউরোপের ফুটবল শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ। পেপ গুয়ার্দিওলা মনে করছেন, ইংল্যান্ডের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হতে পারে এবার। ম্যানচেস্টার সিটির কোচ ইংলিশদের দেখছেন ইউরো শিরোপার খুব কাছে। আগামী ১৫ জুন শুরু হবে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ। গত আসরের রানার্সআপ ইংল্যান্ডের এবার আরেক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার জোর সম্ভাবনা দেখছেন গুয়ার্দিওলা। গ্যারেথ সাউথগেটের দলের সঙ্গে নিজের ক্লাব সিটির বেশ মিল খুঁজে পাচ্ছেন স্প্যানিশ এই কোচ। সাউথগেটের কোচিংয়ে গত কয়েক বছর ধরে দুর্দান্ত খেলছে ইংল্যান্ড। ২০১৮ বিশ্বকাপে তারা উঠেছিল সেমি-ফাইনালে। ২০২০ সালের ইউরোতে শিরোপা জয়ের খুব কাছেই পৌঁছে গিয়েছিল দলটি। ফাইনালে টাইব্রেকারে ইতালির বিপক্ষে হেরে ভাঙে তাদের স্বপ্ন। ২০২২ সালের বিশ্বকাপে সাউথগেটের দলটি খেলে কোয়ার্টার-ফাইনালে। শিরোপার কাছে গিয়েও হতাশা নিয়ে ফেরার অভিজ্ঞতা কম নয় সিটির। ক্লাব ফুটবলে ইউরোপ সেরার মঞ্চ চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বারবারই শেষ পর্যায়ে গিয়ে ভাঙছিল তাদের স্বপ্ন। অবশেষে গত মৌসুমে তারা অধরা সেই ট্রফি প্রথমবারের মতো ঘরে তোলে। এবার অবশ্য কোয়ার্টার-ফাইনালে রেয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে টাইব্রেকারে হেরে বিদায় নিয়েছে দলটি। গুয়ার্দিওলা মনে করছেন, সিটির মতো ইংল্যান্ডও শিরোপা খরা শিগগিরই কাটাবে। তবে এর জন্য নিজেদের সামর্থ্যের ওপর আস্থা রাখাতে হবে।

শেখ জামালকে হারিয়ে ব্রাদার্সের প্রথম জয়

স্পোর্টস ডেস্ক : হারের বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছিল ব্রাদার্স ইউনিয়ন। টানা ১৩ ম্যাচ প্রিমিয়ার লিগে জয়হীন থাকার পর শেখ জামালের বিপক্ষে চমক দেখাল তারা। ৩-২ ব্যবধানের জয়ে মৌসুমে প্রথমবারের মতো জয়ের স্বাদ পেল দলটি। গোপালগঞ্জের শেখ ফজলুল হক মণি স্টেডিয়ামে ভালো শুরু করে ব্রাদার্স। তবে আক্রমণে ছাড় দেয়নি শেখ জামালও। ২৫তম মিনিটে সুযোগ পায় তারা। তবে ইগোর লেইত গোলরক্ষককে একা পেয়েও লক্ষ্যে শট নিতে পারেননি। প্রথমার্ধের শেষ মিনিটে এগিয়ে যায় ব্রাদার্স। রাহুলের বাড়ানো পাস ধরে বক্সে ঢুকে বল জালে পাঠান কিংসলে। বিরতির পর আক্রমণে ধার বাড়ায় শেখ জামাল। ৭২তম মিনিটে জায়েদ আহমেদ ব্রাদার্সের বক্সে ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টি পায় তারা। সফল স্পট কিকে সমতা ফেরান লেইতে। তিন মিনিট পর শাখজোদ শাইমানোভের গোলে এগিয়ে যায় শেখ জামাল। ফ্রি কিক থেকে উড়ে আসা বল হেডে লক্ষ্যভেদ করেন তিনি। তবে বেশিক্ষণ এগিয়ে থাকতে পারেনি শেখ জামাল। ৮৪তম মিনিটে ব্রাদার্সকে সমতায় ফেরান আহমেদ মহসিন। ইনসানের সঙ্গে বল দেওয়া নেওয়া করে বক্স থেকে লক্ষ্যভেদ করেন তিনি। চার মিনিট পর ব্রাদার্সকে এগিয়ে নেন রাহুল। মিরাজুল ইসলামের থ্রু পাস ধরে বক্সে ঢুকে কোনাকুনি শটে জাল খুঁজে নেন তিনি। আর হতাশার বলয় থেকে বেরিয়ে প্রথম জয়ের আনন্দে মাতে ব্রাদার্স। লম্বা সময় পর জয় পেলেও টেবিলের তলানিতেই আছে ব্রাদার্স। ১৪ ম্যাচে এক জয়, ৩ ড্র ও ১০ হারে ৬ পয়েন্ট তাদের। ১৫ পয়েন্ট নিয়ে সাতে শেখ জামাল।

ডি মারিয়ার সঙ্গে চুক্তি, মুখ খুললেন মায়ামি কোচ

স্পোর্টস ডেস্ক : লিওনেল মেসির সঙ্গে ইন্টার মায়ামিতে জুটি বেঁধেছেন বার্সেলোনার সাবেক দুই তারকা সার্জিও বুশকেটস ও জোর্দি আলবা।

বৃহস্পতিবার গুঞ্জন উঠেছিল, আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডের বিশ্বকাপ জয়ী সতীর্থ অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়াও আমেরিকায় তার ক্লাব সঙ্গী হতে যাচ্ছেন। বেনফিকার সঙ্গে এই মৌসুমে চুক্তি শেষে মায়ামিতে পা রাখবেন ম্যানইউ ও রিয়াল মাদ্রিদের সাবেক খেলোয়াড়। এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন শুনতে হলো মায়ামি কোচ জেরার্ডো মার্টিনোকেও। প্যারাগুয়ান রেডিও মনুমেন্টাল এএম ১০৮০- কে আর্জেন্টাইন কোচ বলেছেন, 'সত্যি হচ্ছে আমার এই সম্পর্কে ধারণা নেই। তবে আমার মনে হয় না আর্থিকভাবে কিংবা বৈধভাবে তাকে আনার মতো অবস্থায় আমরা আছি। অ্যাঞ্জেলকে নিয়ে স্পোর্টস ডিরেক্টরের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো কিছু জানতে পারিনি।' বেতন নিয়ে বিধিনিষেধের কারণে ডি মারিয়াকে আনা সম্ভব নয় বললেন মার্টিনো, 'লিগের কিছু আর্থিক বিধিনিষেধ আছে, কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। সেই নিয়ম মেনে আমরা কাজ করছি। কিন্তু এই ধরনের ব্যতিক্রমী খেলোয়াড়কে আনার মতো অবস্থা আমি দেখছি না।'

এবার বাজারে আসছে মেসির হাইড্রেশন ড্রিংক

স্পোর্টস ডেস্ক : ক্যারিয়ারের সায়াহ্নে চলে এসেছেন লিওনেল মেসি। ফুটবল থেকে যা যা পাওয়া সম্ভব তার প্রায় সবই জিতেছেন এই আর্জেন্টাইন সুপারস্টার। হয়তো আর কিছু দিন পর ফুটবল থেকে অবসর নেবেন বিশ্বকাপজয়ী এই তারকা। তাই এবার ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোযোগী হচ্ছেন মেসি। আগে থেকেই বেশ কিছু ব্যবসার সঙ্গে জড়িত আটবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী এই ফুটবলার। এবার বাজারে আনতে যাচ্ছেন হাইড্রেশন ড্রিংক। এ বছরের ২৪ জুন পানীয়টি বাজারজাত করা হবে। শুরুতে এই পণ্য শুধু যুক্তরাষ্ট্র আর কানাডার বাজারে পাওয়া যাবে। গত বুধবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও পোস্ট করে এই পানীয় বাজারে আনা নিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন মেসি। স্ত্রী আন্তোনেল্লা রোকুজ্জোকে সঙ্গে নিয়ে একটি পানীয় প্রস্তুতকারক কারখানা পরিদর্শন করতে দেখা যায়। ভিডিওতে মেসি বলেন, 'আমরা নিজেদের হাইড্রেশন ড্রিংকটি বাজারে আনার জন্য কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে প্রস্তুতি নিচ্ছি। কারণ, হাইড্রেশন (জলযোজন) সবার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।

ঘুরে দাঁড়িয়ে শেখ রাসেলের জয়

স্পোর্টস ডেস্ক : এবিজি বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে ফর্টিস এফসির বিপক্ষে পিছিয়ে পড়েও ২-১ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র। রাজশাহী জেলা স্টেডিয়ামে গানিউ আতান্দে এবং ওমর সজিবের গোলে জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে ইয়োগোস্লাভ ত্রেনচভস্কির দল। এর আগে ফর্টিসের হয়ে গোল করেছিলেন পা ওমর বাদু। ১৪ মিনিটে পা ওমর বাদুর দূর পাল্লার শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে এগিয়ে যাওয়া হয়নি ফর্টিসের। ৩২ মিনিটে এগিয়ে যায় ফর্টিস ফুটবল ক্লাব। ফর্টিসের ফরোয়ার্ডের দূরপাল্লার শট ফিস্ট করে ফিরিয়ে দেন শেখ রাসেলের গোলরক্ষক মিতুল মারমা। ফিরতি বলে বল দূরপাল্লার শটে দলকে এগিয়ে দেন বাদু। সমতায় ফিরতে খুব বেশি সময় নেয়নি শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র। চার মিনিট পরেই কোডাই লিডার বাঁকানো ফ্রি কিকে পা ছুইয়ে দলকে সমতায় ফেরান গানিউ আতান্দা। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে শেখ রাসেলের রক্ষণে চাপ দিতে থাকে ফর্টিস। তবে প্রতিপক্ষের আক্রমণ সামলে ৬৪তম মিনিটে এগিয়ে যায় শেখ রাসেলই। সতীর্থের লম্বা ক্রস নিয়ন্ত্রণে নিয়ে পায়ের কারিকুরিতে ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে বক্সে আড়াআড়ি ক্রস বাড়ান মনির আলম। হেডে দূরের পোস্ট দিয়ে লক্ষ্যভেদ করেন দীপক রায়। শেষ দিকে সমতাসূচক গোলের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে ফর্টিস। ৮১তম মিনিটে ডি বক্সের ঠিক বাইরে থেকে মামুনুল ইসলাম মামুনের গতিময় শট উড়ে যায় ক্রসবারের উপর দিয়ে। দ্বিতীয়ার্ধের যোগ করা সময়েও সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করেন এই অভিজ্ঞ মিডফিল্ডার। কয়েক জনের পা ঘুরে বক্সে ফাঁকায় বল পেয়ে যান মামুনুল। প্রথম প্রচেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার পর দেখে-শুনে শট নেন এই মিডফিল্ডার। বল মিতুলে হাতে লেগে গতি কমার পর গোললাইন থেকে ক্লিয়ার করে এক ডিফেন্ডার। এর একটু পরই বাজে শেষের বাঁশি। ভুলতে বসা জয়ের আনন্দ সঙ্গী হয় শেখ রাসেলের। দিনের অন্য ম্যাচে ময়মনসিংহের রফিক উদ্দিন ভূইয়া স্টেডিয়ামে সাজ্জাদ হোসেন ও এদুয়ার্ড মোরিওর গোলে ২-০ ব্যবধানে রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস অ্যান্ড সোসাইটিকে হারিয়েছে

বাংলাদেশ পুলিশ এফসি। ১৪ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে আছে পুলিশ। সমান ম্যাচে শেখ রাসেলের পয়েন্ট ১৪। ফর্টিসের পয়েন্ট ১৬। টানা তৃতীয় হারের তেতো স্বাদ পাওয়া রহমতগঞ্জ ১০ পয়েন্ট নিয়ে ১০ দলের মধ্যে আছে নবম স্থানে

যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বকাপ দল ঘোষণা

স্পোর্টস ডেস্ক : ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে আগামী ২ জুন থেকে শুরু হবে এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ঘরের মাঠে অনুষ্ঠেয় বিশ্বকাপকে সামনে রেখে দল ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। তাদের বিশ্বকাপ দলে জায়গা পেয়েছেন নিউজিল্যান্ডের হয়ে ২০১৫ বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলা অলরাউন্ডার কোরি অ্যান্ডারসন। নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রিকেটে পাড়ি জমান অ্যান্ডারসন। সদ্য সমাপ্ত কানাডা সিরিজে খেলেছেন এই অলরাউন্ডার। বিশ্বকাপে যুক্তরাষ্ট্রকে নেতৃত্ব দেবেন ৩১ বছর বয়সী উইকেটরক্ষক ব্যাটার মোনাঙ্ক প্যাটেল। এছাড়াও হ্যামস্ট্রিং ইনজুরি থেকে ফিরে বিশ্বকাপ দলে জায়গা পেয়েছেন পেসার আলি খান। যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলা সৌরভ নেত্রালভাকার, অ্যারন জোন্স ও দেশের হয়ে সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারী স্টিভেন টেলর জায়গা করে।

রোনালদোর পথেই হাঁটছেন ভিনিসিয়ুস

স্পোর্টস ডেস্ক : রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো যা করে গেছেন, সেই পথেই হাঁটছেন দলটির ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। ক্লাবটিতে যোগ দিয়ে রোনালদোর সেই জার্সি নম্বর নেওয়ার পাশাপাশি বড় দলগুলোর বিপক্ষে যোগ্যতার জানান দিয়ে যাচ্ছেন তিনি। এবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ২০১৪ সালে বায়ার্ন মিউনিখের বিপক্ষে তাদের মাঠেই জোড়া গোল করে রিয়াল মাদ্রিদকে ফাইনালে ওঠানোয় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন রোনালদো। সেই পথ ধরেই চ্যাম্পিয়ন্স লিগের এবারের আসরে সেমিফাইনালের প্রথম লেগে জোড়া গোল করেছেন ভিনি-সিয়ুস। যদিও বায়ার্নও পায় দুটি গোল, তবে দ্বিতীয় লেগে ভয়ঙ্কর সান্তিয়াগো বার্নাব্যু অপেক্ষা করছে তাদের জন্য। প্রতিপক্ষের মাঠে টনি ক্রুসের দারুণ পাস থেকে প্রথম গোলটি করে ভিনিসিয়ুস। এরপর রদ্রিগো ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টি পায় তারা। সফল স্পট কিকে ম্যানুয়েল নয়্যারকে বোকা বানিয়ে দ্বিতীয় গোল আদায় করে নেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। এর আগে লিরয় সানে ও হ্যারি কেনের পেনাল্টিতে ড্র করতে সক্ষম হয় বাবারিয়ানরা। সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগে আগামী মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় বার্নাব্যুতে বায়ার্নকে আতিথ্য দেবে রিয়াল। সেই ম্যাচেই ফাইনালের ভাগ্য নির্ধারণ হবে লস ব্লাঙ্কোসদের।

জয়ে ফিরল সিরাজ স্মৃতি সংসদ

স্পোর্টস ডেস্ক : সংসদ ঘুরে দাঁড়ালো দ্বিতীয় ম্যাচে। আজ বৃহস্পতিবার কমলাপুর স্টেডিয়ামে ৪-০ গোলে হারিয়েছে জামালপুর কাঁচারিপাড়া একাদশকে। ম্যাচে জোড়া গোল করেছেন থুইনু মারমা। ২৭ মিনিটে থুইনুর গোলে লিড নেয় সিরাজ স্মৃতি সংসদ। ৫৩ মিনিটে তিনিই ব্যবধান দ্বিগুণ করেণ। ৬৫ মিনিটে আলপি আক্তার ও ৮৩ মিনিটে রুমা আক্তার গোল করে সিরাজ স্মৃতি ৪-০ ব্যবধানের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে। জামালপুর কাঁচারিপাড়া একাদশ আগের ম্যাচে ১৯ গোল খেয়েছিল নাসরিন স্পোর্টস একাডেমির কাছে।

স্বাস্থ্য

জিহ্বা দেখে রোগ চিনবেন যেভাবে

স্বাস্থ্য ডেস্ক : জ্বর হোক কিংবা পেটের যন্ত্রণা- চিকিৎসকেদের কাছে গেলেই তারা সবার আগে রোগীর জিভ দেখতে চান। কেন বলুন তো? কারণ আর কিছুই নয়, খাবার ভালো না মন্দ বুঝতে যেমন জিভের উপরেই ভরসা রাখতে হয়, তেমনই শরীর হাল বুঝতেও কাজে আসে এই অঙ্গ। জিভের স্বাভাবিক লাল রঙের আভা বদলে গেলে তা বিভিন্ন সমস্যার লক্ষণ হতে পারে। অনেক সময়ে জিভের ওপর সাদাটে আস্তরণ পড়তে দেখা যায়। কেন হয় এমন? চিকিৎসকদের মতে মুখের স্বাস্থ্যের সঠিক খেয়াল না রাখলে জিভের ওপর সাদা আস্তরণ পড়ে। ব্যাক্টেরিয়া ও ছত্রাকের আক্রমণে এমনটা হতে পারে। শরীরে জলের ঘাটতি হলেও জিভ সাদা হয়ে যায়। নিয়মিত মদ্যপান, ধূমপান করলেও কিন্তু জিভের উপর সাদা স্তর পড়ে। এ ছাড়া কিছু রোগের ক্ষেত্রেও জিভে দেখেই যাচাই করেন চিকিৎসকেরা। জেনে নিন কখন সাবধান হবেন। ১) লিউকোপ্লাকিয়ার কারণে এমনটা হতে পারে। নাম খটমট হলেও সমস্যাটি সাধারণত খুব একটা উদ্বেগের নয়। জিভ বা মুখগহ্বরের ওপরের ত্বকের কোষের অত্যধিক বৃদ্ধির কারণে এই সমস্যা দেখা দেয়। এই কোষগুলো কেরাটিন নামের একটি প্রোটিনের সাথে মিশে জিভে একটি সাদা আস্তরণ তৈরি করে। সাধারণত নিজে থেকে সেরে গেলেও কখনো কখনো লিউকোপ্লাকিয়া থেকে মুখের ক্যানসারের আশঙ্কা থাকে। তাই সময় থাকতে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়াই ভালো।২) মুখের ভেতরেই 'ক্যান্ডিডা ইস্ট' নামের একপ্রকার ছত্রাক থাকে। এ ছত্রাকটি মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে গেলেও জিভে সাদাটে আস্তরণ তৈরি হতে পারে। বিজ্ঞানের ভাষায় একেই বলে ওরাল থ্রাশ। সাধারণত এটি গুরুতর সমস্যা না হলেও ওরাল থ্রাশ শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দিতে পারে। তাই এই সমস্যার আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারে কোনো গভীর সমস্যাও। ৩) সিফিলিস একটি যৌন রোগ। জিভে সাদা রঙের আস্তরণ এই রোগের অন্যতম লক্ষণ। সাধারণত অসুরক্ষিত যৌন মিলনের মধ্য দিয়ে এই রোগের ব্যাক্টেরিয়া ছড়িয়ে পড়ে সুস্থ ব্যক্তির দেহে। সময়মতো চিকিৎসা না হলে এই রোগ মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। তাই জিভে এই ধরনের কোনো সমস্যা দেখা দিলে দেরি না করে যেতে হবে চিকিৎসকের কাছে। ৪) জিভের রং হঠাৎ নীলচে বা বেগুনি হয়ে গেলে বুঝতে হবে শরীরে অক্সিজেনের অভাব হচ্ছে। এ ছাড়া, শ্বাসযন্ত্র কিংবা কার্ডিয়োভাসকুলার কোনো সমস্যা থাকলেও জিভের রং নীল হয়ে যেতে পারে। ৫) জিভের রং একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেলে তা রক্তে আয়রনের অভাবকেই ইঙ্গিত করে। আবার জিভের ওপর লাল এবং সাদা চাকা চাকা দাগ অটোইমিউন রোগের ইঙ্গিতও বহন করে।

গরমে র‍্যাশ বা চুলকানি এড়াতে করনীয়

স্বাস্থ্য ডেস্ক : গ্রীষ্মকালে অসহনীয় গরমের সঙ্গে ঘাম ও ঘামাচির যন্ত্রণা যেমন বাড়ে তেমনি বাড়ে ত্বকে র‍্যাশ বা চুলকানির সমস্যাও। গরমে এসব সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে করণীয় কী জানেন? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গরমে হিট র‍্যাশের সমস্যা এড়াতে আপনাকে মেনে চলতে হবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ এ সময়ের আর্দ্র বাতাসে পরিবেশে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে নানা ধরনের রোগ-জীবাণু। যা শরীরে ঘামের সংস্পর্শে এসে ছত্রাক তৈরি করে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই ছত্রাক থেকেই ত্বকের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দেয়া শুরু হয়। যা গ্রীষ্মে অত্যন্ত বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গরমে ত্বকে সবচেয়ে বেশি যে ছত্রাকটির সংক্রমণ দেখা যায় সেটি হলো টিনিয়া। এ ছত্রাক শরীরের বিভিন্ন অংশে জমে থাকা ঘাম এবং ধূলাবালিতে দ্রুত বংশ বিস্তার করে। ছত্রাকের এই উপস্থিতি ত্বকে বিভিন্ন ধরনের ক্ষত ও চুলকানি তৈরি করে। করণীয়

১। ত্বকে চামড়ার ভাঁজে এই সমস্যা বেশি হতে দেখা যায়। এ ধরনের সমস্যা নিয়ন্ত্রণে প্রথমেই আপনাকে যেটি নিশ্চিত করতে হবে তা হলো শরীরকে শুকনো রাখা। গোসলের পর কিংবা কোনো কারণে ঘামে শরীর ভিজে গেলে দ্রুত তা তোয়ালে দিয়ে মুছে নিন।

গরমে মাইগ্রেনের যন্ত্রণা এড়াবেন যেভাবে

স্বাস্থ্য ডেস্ক : অতিরিক্ত গরম, প্রখর রোদের তাপ মাইগ্রেনের সমস্যা আরও বাড়িয়ে দেয়। যাদের প্রতিদিন রোদে বেরোতে হয়, তারা মাইগ্রেনের সমস্যায় বেশি ভোগেন। সেই সঙ্গেই গরমের কারণে ঘুম না হওয়া, মানসিক চাপ বেড়ে যাওয়া, ডিহাইড্রেশন আরও গুরুতর করে দেয় মাইগ্রেনের সমস্যাকে। তা ছাড়া শরীরে আয়রন, ম্যাগনেশিয়াম ও ভিটামিন ডি-র ঘাটতি হলেও মাইগ্রেনের সমস্যা বেড়ে যায়। রোদ থেকে ফিরে একবার মাথার যন্ত্রণা শুরু হলে সহজে তো সারেই না, বরং চোখে ব্যথা, ঘাড়ে ব্যথা, গা-বমি ভাব পরিস্থিতিকে আরও অসহনীয় করে তোলে। মাইগ্রেনের সমস্যা দূর করার সবচেয়ে ভাল উপায় হল কেন মাথা যন্ত্রণা হচ্ছে, সেই কারণ খুঁজে বার করা। জেনে নিন কোন কোন অভ্যাসের কারণে মাইগ্রেনের আশঙ্কা বেড়ে যায়। ঘুমে অনিয়ম বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দৈনিক অন্তত ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা ঘুমাতে হবে। অবশ্য গরমে সেই ঘুম হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। তাই একান্তই না পারলে অন্তত ৬ ঘণ্টা ঘুমান। এমনকি, দিনের পর দিন রাত জাগলে ঘুম কম হয়, এতেও মাইগ্রেনের সমস্যা বাড়বে।অত্যাধিক চিনি খাওয়া আপনার যদি মাইগ্রেনের সমস্যা থাকে তবে চিনি আছে এমন খাবার এড়িয়ে চলুন। গরমে আমরা সবাই বাজারজাত ঠান্ডা পানীয় খেয়ে থাকি। যা একেবারেই ভালো নয়। কারণ, রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়লে মাইগ্রেনের যন্ত্রণাও বাড়তে পারে। দীর্ঘ সময় পেট খালি রাখা গরমে আমাদের খাওয়ায় অনীহা হয়ে থাকে। কিছু খেতেই ইচ্ছে করে না। এই সময় বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নির্দিষ্ট সময় অন্তর টুকটাক কিছু খেতে থাকুন। তবে, তা স্বাস্থ্যকর হতে হবে। দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকলে গ্যাস্ট্রিকের প্রকোপ শুরু হয়। মাইগ্রেন টেনে আনতে গ্যাস্ট্রিকেও দায়ী করা হয়। তাই গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা এড়াতে পেট খালি না রাখাই উচিত। সময়ে সময়ে জল খেতে হবে। স্বাস্থ্য সচেতন হতে হবে। শরীরে পানির ঘাটতি গরমের দিনে এমনিতেই ডিহাইড্রেশন সমস্যা হয়। তাই এই ডিহাইড্রেশনের সমস্যা থেকেও কিন্তু মাইগ্রেন হতে পারে। তাই বাইরে বের হলেই সঙ্গে জল রাখুন। জল ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের পানীয় যেমন ডাবের জল, টাটকা ফলের রস খেতে পারেন। তবে সোডাযুক্ত পানীয় এড়িয়ে চলুন। একটানা কম্পিউটারের দিকে তাকানো অনেকেই একটানা কম্পিউটারের সামনে বসে কাজ করেন। মাঝে মধ্যে বিরতি না নিলে কিন্তু মাইগ্রেনের সমস্যা বাড়বে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে একটু চোখে-মুখে পানির ঝাপটা দিন। বারবার বসার জায়গা থেকে একটু উঠে হাঁটুন। কীভাবে মাইগ্রেন প্রতিরোধ করবেন ১. মাইগ্রেনে আক্রান্ত ব্যক্তিদের পর্যাপ্ত পরিমাণে পানির পাশাপাশি তরল পান করতে হবে। যেমন, ডাবের পানি, আখের রস ও টাটকা ফলের রস ইত্যাদি। ২. প্রয়োজন ছাড়া রোদে বের হবেন না। তবে খুব দরকারে বের হলে টুপি এবং ছাতা ব্যবহার করতে হবে। এমনকি, সানগ্লাসও ব্যবহার করতে হবে। ৩. পর্যাপ্ত ঘুম মাইগ্রেন প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ৪. পাশাপাশি মেডিটেশন, শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম মানসিক চাপজনিত মাথাব্যথা কমাতে ভূমিকা রাখে।

হিট স্ট্রোকের লক্ষণ চেনার উপায়

স্বাস্থ্য ডেস্ক : গরমের সময়ের একটি মারাত্মক স্বাস্থ্যগত সমস্যার নাম হিট স্ট্রোক। চিকিৎসা শাস্ত্র অনুযায়ী, প্রচণ্ড গরম আবহাওয়ায় শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে শরীরের তাপমাত্রা ১০৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট ছাড়িয়ে গেলে ঘাম বন্ধ হয়ে যায় এবং আক্রান্ত ব্যক্তি অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে, তাকে হিট স্ট্রোক বলে। তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহে নানা রকম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। প্রাথমিকভাবে হিট স্ট্রোকের আগে অপেক্ষাকৃত কম মারাত্মক হিট ক্র্যাম্প অথবা হিট এক্সহসশন হতে পারে। হিট ক্র্যাম্পে শরীরের মাংসপেশিতে ব্যথা হয়, শরীর দুর্বল লাগে এবং প্রচণ্ড পিপাসা পায়। এর পরের ধাপে হিট এক্সহসশনে দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস, মাথাব্যথা, ঝিমঝিম করা, বমিভাব, অসংলগ্ন আচরণ ইত্যাদি দেখা দেয়। এই দুই ক্ষেত্রেই শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রণ ঠিক থাকে এবং শরীর অত্যন্ত ঘামতে থাকে। এ অবস্থায় দ্রুত ব্যবস্থা না নেওয়া হলে হিট স্ট্রোক হতে পারে। এর লক্ষণগুলো হলো- (১) শরীরের তাপমাত্রা দ্রুত ১০৫ ডিগ্রিগ্দ ফারেনহাইট ছাড়িয়ে যায়। (২) ঘাম বন্ধ হয়ে যায়। (৩) ত্বক শুষ্ক ও লালচে হয়ে যায়।(৪) নিশ্বাস দ্রুত হয়। (৫) নাড়ির স্পন্দন ক্ষীণ ও দ্রুত হয়।

লিভার ভালো রাখার উপায়

স্বাস্থ্য ডেস্ক : শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো লিভার। শরীর সুস্থ রাখতে লিভারের খেয়াল রাখতেই হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লিভার খারাপ হওয়ার কারণ হয় কিছু বদ অভ্যাস। জেনে নিন লিভার সুস্থ রাখার কিছু সহজ নিয়ম ১. লো-ফ্যাট বা 'লোয়ার ইন ফ্যাট' ফুডে না: ফ্যাটি লিভারের সমস্যা এড়াতে অতিরিক্ত মদ্যপান, তেল-মশলাযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলা উচিত ঠিকই, তবে লো-ফ্যাট ফুড হতে সাবধান। সুপার মার্কেটে গিয়ে লো-ফ্যাট বা ৯৯ শতাংশ লোয়ার ইন ফ্যাট লেখা ফুড কেনা অবিলম্বে ত্যাগ করুন। এইসব খাবার থেকে ফ্যাট বাদ দেয়া হয় ঠিকই, কিন্তু স্বাদ ধরে রাখতে যোগ করা হয় প্রচুর পরিমাণ চিনি। এতে লিভারের সমস্যা আরও বেড়ে যায়। ২. স্ট্রেস থাকলে খাবেন না: বোর হলে, এনার্জি কম লাগলে কী করি আমরা? অনেকেই এই সময় খাবার খেয়ে মুড ঠিক করতে চান। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন লিভার সুস্থ রাখতে স্ট্রেসের সময় খাবার ছোঁবেন না। এই সময় হজম ঠিক মতো হয় না। ৩. হার্বাল কেয়ার: শুনতে অদ্ভুত লাগলেও বেশকিছু গাছের মূল রয়েছে যা লিভার সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। ড্যানডেলিওন, মিল্ক থিসল বা হলুদের মূল লিভারের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সাহায্য করে। ৪. সাপ্লিমেন্ট: প্রোটিন বা ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট খাওয়ার সময় সতর্ক থাকুন। এমন সাপ্লিমেন্ট বাছুন যা লিভার ডিটক্সিফাই করতে সাহায্য করে। ভিটামিন বি কমপ্লেক্স, ভিটামিন সি লিভার পরিষ্কার রাখে। প্রোটিনের মধ্যে থাকা অ্যামাইনো অ্যাসিডও লিভার পরিষ্কার রাখার জন্য ভালো। ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড লিভার সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। ৫. ওষুধ থেকে সাবধান: বেশকিছু ওষুধ লিভারের ক্ষতি করে। এসব ওষুধ থেকে দূরে থাকুন। কিছু পেনকিলার, যেমন টাইলেনল বা কোলেস্টেরলের ওষুধ লিভারের প্রভূত ক্ষতি করে। ৬. কফি- চা: কফি খেলে শরীরের ক্ষতি হয় এই কথাটা কতোবার শুনেছেন? কফি খাওয়ার কিন্তু অনেক সুফল রয়েছে। গবেষণা জানাচ্ছে, নিয়মিত কফি খেলে লিভারের অসুখে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অন্তত ১৪ শতাংশ কমে যায়। ৭. টক্সিন: ত্বকে বিষক্রিয়া লিভারের ওপর খারাপ প্রভাব ফেলে।

হাইপোগ্লাইসেমিয়ার লক্ষণ ও করণীয়

স্বাস্থ্য ডেস্ক : ডায়াবেটিস আক্রান্তদের কাছে হাইপো (হাইপোগ্লাসেমিয়া) একটি প্রচলিত শব্দ। বিশেষ করে টাইপ-১ বা ইনসুলিন-নির্ভরশীল রোগীদের ক্ষেত্রে। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে নিচে নেমে যাওয়াকে হাইপোগ্লাইসেমিয়া বলে। স্বাভাবিক মাত্রা হলো খালি পেটে ৬.১ মিলিমোল প্রতি লিটারে এবং খাবারের ২ ঘণ্টা পর ৭.৮ মিলিমোল প্রতি লিটারে থাকা উচিত। রক্তের শর্করা ঘন ঘন কমে গেলে বা বেশি হলে দেহ ও মনের ওপর বেশ চাপ সৃষ্টি হয়। খুব বেশি হাইপোগ্লাইসেমিয়া হলে মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা হ্রাস পায়। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন ডায়াবেটিস নিউট্রিশনিস্ট সোসাইটি অব বাংলাদেশের চিফ নিউট্রিশন অফিসার ও বারডেমের বিভাগীয় প্রধান (অব.) আখতারুন নাহার আলো। কারণ * ইনসুলিন গ্রহণের মাত্রা বা ওষুধের মাত্রা বেশি এবং খাবার কম হলে, অর্থাৎ খাবার ও ওষুধের মধ্যে সমন্বয় না থাকলে। * সময় না মেনে দেরিতে খাবার খেলে। * দীর্ঘক্ষণ কঠোর ব্যায়াম করলে। * অসুস্থতার পর খাবার খেতে না পারলে বা খাবার কম খেলে। * অত্যধিক মদ্যপান করলে। লক্ষণ অতিরিক্ত ক্ষুধা লাগা, ঘাম হওয়া, মেজাজ রুক্ষ হওয়া, শরীর কাঁপতে থাকা, দুর্বল বোধ করা, মাথা ব্যথা হওয়া, চোখে ঝাপসা দেখা, ঘুম ঘুম ভাব হওয়া, খুব বেশি হলে অনেক সময় রোগী অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। চিকিৎসা হাইপোগ্লাইসেমিয়ার প্রতিক্রিয়া সামান্য হলে তৎক্ষণাৎ তাকে চিনিযুক্ত তরল খাবার দিতে হবে। যেমন-ফলের রস, দুধ, শরবত ইত্যাদি। আর যদি মনে হয় হাইপো হতে পারে তাহলে বরাদ্দকৃত খাবারটি তখন খেয়ে ফেলতে হবে। যদি রোগী অজ্ঞান হয়ে যায় তাহলে শিরায় গ্লুকোজ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে অথবা যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে নিতে যেতে হবে। প্রতিরোধ * সারা দিনে পাঁচ থেকে ছয়বার তিন ঘণ্টা বিরতি দিয়ে খাবার খেতে হবে। * খাবার গ্রহণের সঙ্গে ওষুধ অথবা ইনসুলিনের সমন্বয় থাকতে হবে। * খাবারের অনেক আগে ইনসুলিন দেওয়া যাবে না। অথবা ইনসুলিন নিয়ে বাড়ির বাইরে যাওয়া যাবে না। * খাবারের মধ্যে থাকতে হবে জটিল শর্করা যেমন-লাল মোটা চাল, ভুসিযুক্ত আটার রুটি, তন্দুর রুটি, ভুট্টা, খেজুর ইত্যাদি। * যে ধরনের ব্যায়াম করলে খাবারের চাহিদা বেড়ে যায়, সে ধরনের ব্যায়াম না করাই ভালো। * যদি দেখা যায় বরাদ্দকৃত খাবার গ্রহণের পরও হাইপোগ্লাইসেমিয়া হচ্ছে, তাহলে পথ্যবিদের শরণাপন্ন হয়ে আবার খাবারের তালিকা ঠিক করে নিতে হবে। * 'আমি একজন ডায়াবেটিস রোগী' এ ধরনের একটি কার্ড সঙ্গে রাখলে ভালো হয়। বাড়ির বাইরে হাইপোগ্লাইসেমিয়ার জন্য অজ্ঞান হয়ে গেলে অনেক সময় স্ট্রোক বা হার্টঅ্যাটাক হয়েছে মনে করে চিকিৎসা দেওয়া হয়। এতে রোগীর প্রাণহানির মতো ঘটনা ঘটতে থাকে। মনে রাখতে হবে-হাইপারগ্লাইসেমিয়ার চেয়ে হাইপোগ্লাইসেমিয়া অধিক বিপজ্জনক।